Year 11 | Issue 32
11 -17 OCTOBER 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ৩২
২৭ আশ্বিন ১৪৩১
৭ রবিউল আওয়াল ১৪৪৬হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

শ্বেতাঙ্গ প্রতিবেশীর উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত

নিউহ্যামে বাংলাদেশী খুন

স্থানীয় কাউন্সিল ও পুলিশের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ

দেশ ডেস্ক, ১১ অক্টোবর ২০২৪ : পূর্ব লন্ডনের নিউহ্যামে প্রতিবেশীর ছুরিকাঘাতে রইস উদ্দিন (৪৮) নামের এক ব্রিটিশ বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। ৭ অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যায় লন্ডনের বাথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এর আগে ৫ অক্টোবর শনিবার বিকেলে ছুরিকাঘাতে তিনি আহত হন। রইস উদ্দিন পরিবার নিয়ে নিউহ্যামের কাস্টমস হাউস এলাকায় বসবাস করতেন।

ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, শনিবার (৫ অক্টোবর) বিকেলে ভবনের দরজা খোলা রাখা নিয়ে রইস উদ্দিনের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়ান শেতাঙ্গ প্রতিবেশী। একপর্যায়ে তিনি রইস উদ্দিনকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেন। স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পরে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

রইস উদ্দিনের বন্ধু রাজ হাসান বলেন, 'রইস উদ্দিন আমাকে ফোন করে ঘটনা জানিয়ে বিলডিংয়ের নিচে আসতে বলেন। আমি ও রইস উদ্দিনের ছেলে বিলডিংয়ের নিচে এলে বর্ণবাদী ভাষায় গালিগালাজ করে ছুরি নিয়ে রইস উদ্দিনের ওপর চড়াও হয় প্রতিবেশী। হামলাকারী প্রথমে রইস উদ্দিনের মুখের ওপর ছুরিকাঘাত করে। রইস উদ্দিন মাটিতে পড়ে গেলে বুকসহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কুপিয়ে গুরুতর আহত করে তাঁকে। বাবাকে বাঁচাতে ১৬ বছর বয়সী ছেলে এগিয়ে এলে তাঁকেও ছুরিকাঘাত করে ওই শেতাঙ্গ। আমাকেও আঘাত করার চেষ্টা করে, তবে আমার কোনো ক্ষতি হয়নি। পরে অন্য প্রতিবেশীরা ৯৯৯ কল করলে পুলিশ এসে হামলাকারীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।'

তিনি মিডিয়ায় অভিযোগ করে বলেন, স্থানীয় কাউন্সিল ও পুলিশের অবহেলার কারণেই রইস উদ্দিনকে প্রতিবেশীর হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে বলে আমরা মনে করছি। শ্বেতাঙ্গ ওই প্রতিবেশী ৬/৭ মাস আগে কাউন্সিলের এই বিলডিংয়ে ফ্লাট পেয়ে বসবাস শুরু করেন। তিনি রইস উদ্দিনের পাশের ফ্লাটে থাকতেন। এখানে আসার পর থেকে তিনি এশিয়ান প্রতিবেশীদের সাথে বর্ণবাদী আচরণ শুরু করেন। রাতে উচ্চস্বরে গান বাজানোসহ নানা অসামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিবেশীদের জ্বালাতন করতেন। এ নিয়ে বিভিন্ন সময় স্থানীয় কাউন্সিলে অভিযোগ করেছেন রইস উদ্দিনসহ অন্যান্য প্রতিবেশীরা। কিন্তু কাউন্সিল কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। কাউন্সিল ---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

দুই বছরে মেয়রের ৫৭টি অর্জন

ইউকে'র মধ্যে অনন্য ও ব্যতিক্রমধর্মী কিছু এজেন্ডা বাস্তবায়ন

- ২২ নং পৃষ্ঠা..

পূর্ব লন্ডনে SWF সলিসিটর্সের নতুন শাখা উদ্বোধন

সেরা মানের আইনি সেবা প্রদানের অঙ্গীকার

দেশ ডেস্ক, ১১ অক্টোবর : সেরা মানের আইনী সেবা প্রদানের অঙ্গীকার নিয়ে পূর্ব লন্ডনে এস.ডব্লিউ.এফ সলিসিটর্স ফার্মের নতুন শাখা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ১ অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের ১৯ হ্যানরিক স্ট্রিটে (কমার্শিয়াল রোডের পাশে) টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পীকার ব্যারিস্টার সায়েফ উদ্দিন খালেদ ফিতা কেটে এই শাখার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এ সময় বিশিষ্ট আইনজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ও ব্যবসায়ীসহ কমিউনিটির বিশিষ্টজন উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসডব্লিউএফ সলিসিটার্সের পরিচালক ও প্রধান সলিসিটর ব্যারিস্টার সুহেল আহমেদ বলেন, আমাদের প্রধান কার্যালয় মিলটন কিন্সে অবস্থিত এবং এটি আমাদের দ্বিতীয় শাখা। আমাদের ক্লায়েন্টদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনা করে আমরা লন্ডনে এই নতুন শাখা চালু করেছি, যাতে আমরা সেরা মানের আইনি সেবা এবং পরামর্শ প্রদান করতে পারি।

উদ্বোধন শেষে স্থানীয় কমার্শিয়াল রোডস্থ দিলপছন্দ রেস্টুরেন্টে অতিথিদের সম্মানে আয়োজন করা হয় নৈশভোজ। অতিথিরা অন্তরঙ্গ আড্ডায় নৈশভোজ গ্রহণের পাশাপাশি কেক কেটে এস.ডব্লিউ.এফ সলিসিটর্স ফার্মের নতুন শাখার উদ্বোধন সেলিব্রেশন করেন।

বৃটেনের
যেখানে বাংলাদেশী
সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

‘বিকাশে’ বিমানের ফ্লাইট বেচাকেনা

৫৮ জন কেবিন ক্রুকে কারণ দর্শানো নোটিশ

ঢাকা, ১১ অক্টোবর ২০২৪ : মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস বিকাশে টাকা দিলেই অবৈধভাবে মিলছে পছন্দের দেশে যাওয়ার জন্য বিমানের ফ্লাইট শিডিউল। সংস্থাটির কিছু অসাধু কেবিন ক্রুর বিরুদ্ধে উঠেছে এ অভিযোগ।

সম্প্রতি বিমানের এক অনুসন্ধানে মিলেছে এই অভিনব ফ্লাইট কেনাবেচার তথ্য। এ ঘটনায় ৫৮ জন কেবিন ক্রুকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আরও কমপক্ষে ৪০ জনকে নোটিশ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। এরা সবাই একটি সিন্ডিকেটের কিছু ব্যক্তির বিকাশ ও নগদ অ্যাকাউন্টে

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

বিয়ানীবাজারের সাবেক পৌর প্রশাসক তফজ্জুল হোসেন আর নেই

দেশ ডেস্ক, ১১ অক্টোবর ২০২৪: সিলেটের বিয়ানীবাজার পৌরসভার সাবেক প্রশাসক শহীদ সন্তান মো. তফজ্জুল হোসেন আর

নেই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। গত ৮ অক্টোবর মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ৩০ মিনিটে সিলেটের একটি ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেছেন।

---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

বাংলাদেশে ভারতীয় ছকে গোয়েন্দারা মাঠে

ইসলামপন্থীদের উস্কে দিতে নানা কৌশল

দেশ ডেস্ক, ১১ অক্টোবর ২০২৪: বাংলাদেশে সম্প্রতি উগ্রপন্থীদের নাড়াচাড়া বেড়ে গেছে। নানাভাবে ইসলামপন্থীদের ফাঁদে ফেলে পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চলছে। এ ক্ষেত্রে উগ্রপন্থীদের উস্কে দিচ্ছে গোয়েন্দাদের একাংশ। গোয়েন্দাদের এ সব কর্মকাণ্ড ভারতীয় পরিকল্পনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে বলে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, শেখ হাসিনা ৫ আগস্ট পালিয়ে যাওয়ার পর বাংলাদেশ ইসলামপন্থীদের হাতে চলে যাচ্ছে বলে ভারতীয়রা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জোরেসোরে প্রচার শুরু করেছে। ইসলামপন্থীদের সাম্প্রতিক নাড়াচাড়া ও গোয়েন্দাদের উস্কানি ভারতের এই অপপ্রচারের পালে হাওয়া দিচ্ছে।

হেফাজতে ইসলামের দায়িত্বশীল একজন নেতা দ্য মিরর এশিয়াকে জানান, শেখ হাসিনার পলায়নের পর গোয়েন্দা সংস্থার শীর্ষ পদে পরিবর্তন আসলেও মাঝারি ও নিচু সারিতে

আগের জনবলই রয়ে গেছে। এদের অনেকে ইসলামপন্থীদের নানাভাবে বিভ্রান্ত করছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গোয়েন্দারা ইসলামপন্থীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন, এখনই বিভিন্ন দাবি-দাওয়া

---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

IFIC MONEY UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে টাইপ করুন
IFIC Money Transfer UK

50% DISCOUNT ON FEE
When you will use promo code 'DESH'

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আইএফআইসি ব্যাংক এর ১৩৮০ টিরও বেশী শাখা-উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

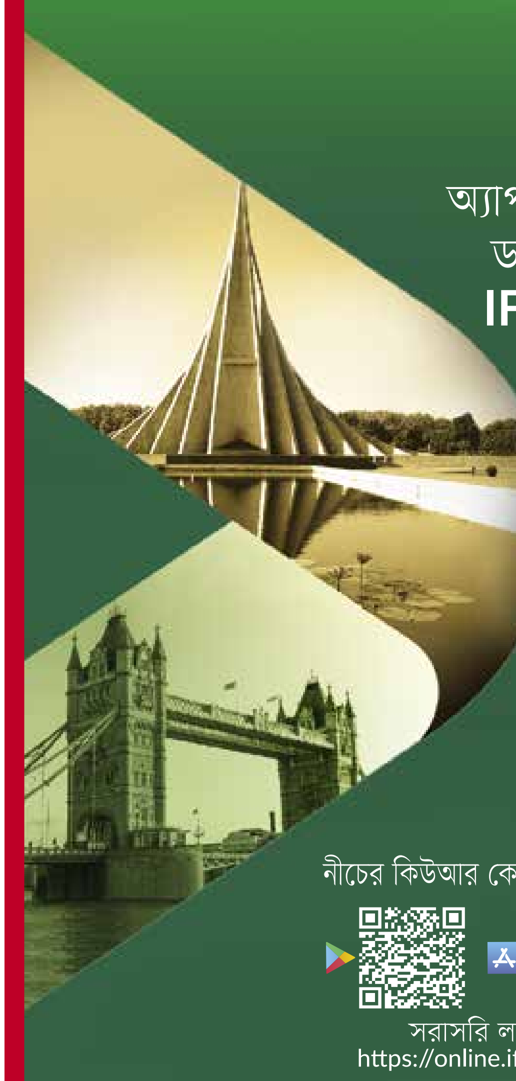

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন
সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY
Authorised

আবু সাঈদের দুই ভাইকে চাকরি দিল বসুন্ধরা গ্রুপ

ঢাকা, ৯ অক্টোবর : বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহানের পক্ষে ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক মো. ইয়াসিন হোসেন পাভেল পীরগঞ্জের বাবনপুরে আবু সাঈদের গ্রামের বাড়িতে তার দুই ভাই আবু হোসেন ও রমজান আলীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী আবু সাঈদের দুই ভাইকে চাকরি দিয়েছে দেশের বৃহত্তম শিল্পগোষ্ঠী বসুন্ধরা গ্রুপ।

বুধবার দুপুরে গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহানের পক্ষে ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক মো. ইয়াসিন হোসেন পাভেল পীরগঞ্জের বাবনপুরে আবু সাঈদের গ্রামের বাড়িতে তার দুই ভাই আবু হোসেন ও রমজান আলীর নিয়োগপত্র নিয়ে যান। এ সময় নির্বাহী পরিচালকের সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিদিনের হেড অব মার্কেটিং সালাউদ্দিন আহমেদ। এই নিয়োগপত্র গ্রহণ করেন আবু সাঈদের বাবা মকবুল হোসেন।

বসুন্ধরা গ্রুপ আবু সাঈদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোয় আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন বাবা মকবুল হোসেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

আবু সাঈদের বাবা মকবুল হোসেন বলেন, "আমি আজ অনেক খুশি। আমার দুই ছেলেকে ওরা (বসুন্ধরা গ্রুপ) চাকরি দিছে। আল্লাহ ওমাক ভালো করুক, ওমার প্রতি রহম করুক। ওরা খুব ভালো মানুষ। আমার ছেলেক হারাইছি অনেক কষ্ট। কিন্তু ওরা দুই ছেলেকে বড় (ভালো) চাকরি দিছে, ওর মা (আবু সাঈদের মা) খুব খুশি হইছে।আমরা ভালো থাকমো।"

এসময় আবু সাঈদের বাবা ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক মো. ইয়াসিন হোসেন পাভেলকে জড়িয়ে কান্না করে বলেন, "বাবা তোমরা আমার গ্রামটার জন্য কিছু করেন। এই গ্রামে অনেক গরীব মানুষ। শীতে তাদের কিছু কম্বল দিবেন। এসময় পরিচালক পাভেল আসন্ন শীতে যত প্রয়োজন ততো কম্বল দেয়ার ঘোষণা দেন।"

ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক মো. ইয়াসিন হোসেন পাভেল বলেন, "আন্দোলনের শুরু থেকেই বসুন্ধরা গ্রুপ ছাত্রদের সহযোগিতা করে আসছে। আমরা সর্ব প্রথম অসুস্থদের সহযোগিতা, হাসপাতালে হাসপাতালে গিয়ে তাদের চিকিৎসার খোঁজ খবর নেওয়া এবং সহযোগিতা করে আসছি।"

তিনি বলেন, "আমাদের চেয়ারম্যান স্যারের আকাক্ষা ছিল যে, আবু সাঈদের পরিবারেও সহযোগিতা করবো। আমরা আজ তার দুই ভাইকে নিয়োগপত্র

দিয়েছি। আমরা তাদের সঙ্গে নিয়ে রংপুর এলাকার মানুষের জন্য কাজ করবো। পরে তিনি পরিবারে অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন, তাদের খোঁজ খবর নেন। যেকোনও সমস্যায় আবু সাঈদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন তিনি।"

আবু সাঈদের বড় ভাই রমজান আলী বলেন, "অনেকে আশ্বাস দিয়েছেন কিন্তু কেউ চাকরি দেয়নি। কিন্তু বসুন্ধরা গ্রুপ আমাদের চাকরি দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আজ তারা আমাদের দুই ভাইকে চাকরি দিছে। আমাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। এই জন্য চেয়ারম্যান স্যারকে ধন্যবাদ জানাই। আজ থেকে আমরা বসুন্ধরা গ্রুপের সদস্য হয়ে গেলাম। আমরাও এখন বসুন্ধরার।"

ছোট ভাই আবু হোসেন বলেন, "আমাদের চাকরি দিতে তারা আমাদের বাড়িতে এসেছেন, আমাদের খোঁজ নিয়েছেন এবং আমাদের বাবার হাতে আমাদের কর্মসংস্থানের কাগজ তুলে দিয়েছেন, আমরা খুশি। এজন্য আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাই।"

তিনি বলেন, "আমাদের গ্রামটা কৃষি নির্ভর, আমি স্যারকে অনুরোধ করবো যাতে চেয়ারম্যান স্যার আমাদের গ্রামের মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য ভালো কিছু করেন।"

এসময় আবু সাঈদের মা মনোয়ারা বেগম, বোন সুমি বেগমসহ প্রতিবেশী ও অন্যান্য স্বজনরা উপস্থিত ছিলেন।

আবু সাঈদের স্বজন মাহমুদুল হাসান বলেন, বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রথম বুকে পেতে দিয়ে শহীদ হয়েছেন আবু সাঈদ। বৈষম্যের বিরুদ্ধে তার এই আত্মদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু তার পরিবারটি অসচ্ছল, অভাবী। তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে বসুন্ধরা গ্রুপ। আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমরা মনে করি, বসুন্ধরা অনেক ভালো একটি কাজ করেছে। এমন অসহায় পরিবারের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হাত বাড়ানোয় আমরাও তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

আবু সাঈদের গ্রামে গিয়ে জানা যায়, বসুন্ধরা গ্রুপ আবু সাঈদের পরিবারের সংকটের সময় পাশে দাঁড়ানোয় তারা অনেক খুশি। আবু সাঈদ সংঘের সদস্য হাসান জানান, আমরা খুশি হয়েছি যে আবু সাঈদের পরিবারকে তারা এতো ভালো চাকরি দিয়েছে।

শেখ হাসিনার সঙ্গে ফোনালাপ করা বরগুনার আওয়ামী লীগ নেতার নামে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা

ঢাকা, ৯ অক্টোবর : বরগুনা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর কবিরের (৬০) নামে বরগুনা সদর থানায় একটি রাষ্টদ্রোহ মামলা হয়েছে। বরগুনা সদর থানার পরিদর্শক (এসআই) শামীম আহম্মেদ বাদী হয়ে গত মঙ্গলবার এই মামলা করেন।

বরগুনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেওয়ান জগলুর হাসান মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গত ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর শেখ হাসিনা দেশ ছাড়েন। তাঁর সঙ্গে জাহাঙ্গীর কবিরের ফোনালাপের অডিও গত ১২ আগস্ট ছড়িয়ে পড়ে। পরে ঢাকা থেকে আসা পুলিশের একটি দল, বরগুনা সদর থানার পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে জাহাঙ্গীর কবিরকে আটক করে। পরে তাঁকে চাঁদাবাজির দুই মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

ট্রাইব্যুনালে গুমের অভিযোগ সাবেক সেনা কর্মকর্তার

‘আয়নাঘর ছিল শেখ হাসিনার ভয়ঙ্কর হাতিয়ার’

ঢাকা, ৯ অক্টোবর : প্রথমে ৪৩ দিন এবং দ্বিতীয়বার ১ বছর ৬ মাস ১৪ দিন গুম করে রাখার অভিযোগ এনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়ের করেছেন সেনাবাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাসিনুর রহমান বীরপ্রতীক।

বুধবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর বরাবর এ অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।

ট্রাইব্যুনালের অভিযোগ দায়ের করার পর তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আয়নাঘর ছিল শেখ হাসিনার ভয়ঙ্কর হাতিয়ার। শেখ হাসিনার নির্দেশে আমি গুম হয়েছি।

আয়নাঘরে নির্যাতনের বিষয়ে তিনি বলেন, ওখানে অনেকে মারা গেছে ভাই। মারা যাওয়ার কথা। ওখানে গরমে, ভয়ে, আতঙ্কে মারা যাবেন। প্রতিদিন ওখানে চিৎকার হচ্ছে। কান্নাকাটি হচ্ছে।

আয়নাঘরে কত দিন ছিলেন সে বিষয়ে হাসিনুর রহমান বলেন, এই আয়নাঘরে প্রথমে চাকরি থাকা অবস্থায় ৪৩ দিন তাকে রাখা হয়। ২০১৮ সালের ৮ আগস্ট দ্বিতীয়বার আমাকে গুম করে ১ বছর ৬ মাস ১৪ দিন রাখা হয়। এ সময় তার ওপর অমানসিক নির্যাতন করা হয়। আমার পুরো পরিবার ছিল আতঙ্কিত।

হাসিনুর রহমান বলেন, আমি প্রথমে গুম কমিশনে আবেদন করেছি। তারপর আজকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়ের করলাম।

তিনি বলেন, আজকে আমি মামলা করার অধিকার পেলাম এটা আবু সাঈদের রক্তের বিনিময়ে। এজন্য আমি আবু সাঈদ ও আট শ’ শহীদকে স্যালুট করি। তাদের রক্তের বিনিময়ে আজকে আমি অভিযোগ দায়ের করার সুযোগ পেয়েছি। আমি ১ বছর ৬ মাস ১৪ দিন গুম ছিলাম। অমানুসিক নির্যাতনে

ছিলাম। আজকে আইনি প্রক্রিয়ায় যারা গুমের শিকার তারা ন্যায়বিচার পাবে বলে আসা করছি।

তিনি আরো বলেন, আমি গুম হয়েছি, তার আগে চাকরিতে থাকা অবস্থায় গুম হয়েছি, সব কিছু শেখ হাসিনার আদেশে। তার চক্র তারেক সিদ্দিকী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং অন্যান্য যারা আছেন তদন্তে বের হবে।

কারা তাকে গুম করেছে সে সম্পর্কে তিনি বলেন, ডিজিএফআই কর্তৃপক্ষের কিছু অফিসার, এদের বিচার হওয়া উচিত। এই ঘটনায় চাক্ষুষ সাক্ষী আছে।

তিনি বলেন, ওই আয়নাঘরে আমি ব্রিগ্রেডিয়ার আজমিকে দেখেছি। কোন রুমে, কোথায় আমি সম্পূর্ণ পরিষ্কার চিহ্নিত করে দিতে পারব। এখান থেকে দায় এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই।

তিনি অভিযোগ করেন, ২০০৮ সালে মার্চ মাসে প্রশাসন থেকে মঈন ইউ আহমেদের সরকার আমাকে প্রতিবেশী দেশের একটি গোয়েন্দা সংস্থার সাথে কাজ করার জন্য। আমি অনিহা প্রকাশ করি।

তিনি বলেন, ভারতকে আমি শত্রু মনে করি এটা আমার দেশপ্রেম। অরেকজন রাউজানের সাবেক এমপি ফজলে করীম চৌধুরী। তার অনৈতিক প্রস্তাবে আমি রাজি হয়নি। এটা মূল কারণ। যার জন্য মেজর জেনারেল জিয়া আমার পেছনে লাগে। মূলত ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র’ -এর সাথে কাজ না করা। বিডিআর ম্যাসাকার এবং বেগম খালেদা জিয়াকে যেভাবে বের করে দেয়া হয়েছে, এটা আমি মেনে নিতে পারিনি।

যারা গুম ঘরে ছিল এখনো মুক্তি পায়নি এমন কেউকি এখনো আছে? সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অবশ্যই আছে। ওখানে অনেকে মারা গেছে ভাই। মারা যাওয়ার কথা। ওখানে গরমে, ভয়ে, আতঙ্কে মারা যাবেন। প্রতিদিন ওখানে চিৎকার হচ্ছে। কান্নাকাটি হচ্ছে। সেখানে ঘুমাইতে পারবেন না তো। গুম হওয়া পরিবারও ভয়ে আতঙ্কে থাকে, তারা ভয়ে বলেন না। যা গেছে গেছে, আমরা বেঁচে থাকি। আল্লাহ ফয়সালা করবেন।

উল্লেখ্য, এর আগে ২০১১ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত গুম হওয়া ১২ জনের বিষয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনে আবেদন দাখিল করা হয়েছে। এছাড়া আরো কয়েকজন ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালে গুম করে নির্যাতন করার অভিযোগ দায়ের করেছেন। অপরদিকে ৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সারা দেশে গণহত্যা চালানোর অভিযোগে ভারতে অবস্থান করা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামে এ নিয়ে মোট ৫২টি পৃথক অভিযোগ দায়ের করা হলো। প্রসিকিউশন অফিসে এখন পর্যন্ত ৩৯টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এর আগে তদন্ত সংস্থায় ১৬টিসহ মোট ৫৫টি অভিযোগ

রিমান্ডে নেয়ার পরদিনই সাবের চৌধুরী মুক্ত

ঢাকা, ৯ অক্টোবর : রিমান্ড চলাকালেই জামিনে মুক্তি পেলেন সাবেক পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা ২৫ মিনিটে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের গারদখানা থেকে জামিনে মুক্তি পান তিনি। এরপর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে কালো রঙের একটি গাড়িতে করে সাবের আদালত এলাকা ছাড়েন। এ সময় সাংবাদিকরা বিভিন্ন প্রশ্ন করলেও সাবের হোসেন কোনো উত্তর দেননি। তার আইনজীবী মোরশেদ হোসেন শাহীন বলেন, উনি অসুস্থ। আদালত সূত্র জানায়, হত্যা

মামলায় রিমান্ডে পাঠানোর পরদিনই ছয় মামলায় জামিন দিয়ে তাকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। মঙ্গলবার বিকালে শুনানি শেষে সাবেক এই এমপিকে ছয় মামলায় জামিন দেন ঢাকা মহানগরের দুইজন হাকিম।

এর আগে, মকবুল নামের এক বিএনপিকর্মী গুলিতে নিহত হওয়ার ঘটনায় রাজধানীর প□ন থানার হত্যা মামলায় পাঁচদিনের রিমান্ড চলাকালে সাবের হোসেন চৌধুরীকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর তার আইনজীবী অসুস্থ বিবেচনায় জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক পাঁচ হাজার টাকা মুচলেকায় পুলিশ প্রতিবেদন দাখিল পর্যন্ত তার জামিন মঞ্জুর করেন।

সরকারি খাতেই ৫ লাখ চাকরির সুযোগ

ঢাকা, ৯ অক্টোবর : বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের তোড়ে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে পালিয়েছেন শেখ হাসিনা। এই আন্দোলনের শুরুটা ছিল সরকারি চাকরিপ্রত্যাশীদের। তারা মেধার ভিত্তিতে সরকারি চাকরির দাবি তুলে আন্দোলনে নেমেছিলেন। সেই আন্দোলনের জেরে সরকারের পতন হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সমর্থনেই নতুন সরকার গঠন হয়েছে। কিন্তু তাদের কাঙ্ক্ষিত চাকরির বিষয়ে স্থবিরতা কাটেনি এখনো। সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অন্তত ৫ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে এই মুহূর্তে। এই পদ পূরণ হলে চাকরি প্রত্যাশীদের বড় অংশের কর্মসংস্থান হতে পারে। এই পদ পূরণে নিয়োগ সংক্রান্ত একটি কমিশন করে দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সরকারি চাকরিতে ৫ লাখ ৩ হাজার ৩৩৩টি পদ খালি। বিপুল পরিমাণ এই শূন্যপদ থাকলেও অনুষ্ঠিত হচ্ছে না চাকরি পরীক্ষা। আবার আগে অনুষ্ঠিত হওয়া চাকরি পরীক্ষাও সম্পন্ন হচ্ছে না।

গত আমলের সরকারি চাকরির পরীক্ষায় ছিল ব্যাপক অনিয়ম। এছাড়াও ছিল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) বিসিএস’র প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ। আটকে আছে তিনটি বিসিএসসহ একাধিক নন-ক্যাডারের নিয়োগ কার্যক্রম। হচ্ছে না পদোন্নতির পরীক্ষাও। আন্দোলনের সময় স্থগিত করা হয় ৪৪তম বিসিএস’র মৌখিক পরীক্ষা। পরবর্তীতে ৪৬তম বিসিএস’র লিখিত পরীক্ষাও স্থগিত হয়। ১৪ই সেপ্টেম্বর ক্যাডারভুক্ত ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের অর্ধবার্ষিক বিভাগীয় পরীক্ষা স্থগিত হয়। আর দীর্ঘদিন ধরে ৪৫তম বিসিএস’র লিখিত পরীক্ষার ফলও আটকে আছে।

৪৬তম বিসিএস’র প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ১০ হাজার ৬৩৮ জন প্রার্থী। এসব প্রার্থীই লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেবেন। এই বিসিএস’র মাধ্যমে ৩ হাজার ১৪০ জন ক্যাডারে নিয়োগ দেয়ার কথা রয়েছে। এছাড়া ৪৪তম বিসিএস-এ বিভিন্ন ক্যাডারে ১ হাজার ৭১০ জন কর্মকর্তা নেয়া হবে। ৪৫তম বিসিএস’র মাধ্যমে ২ হাজার ৩০৯ জন কর্মকর্তা ও নন-ক্যাডারে নেয়া হবে ১ হাজার ২২ জন। জনপ্রশাসনের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, সরকারি

চাকরিতে ৩ লাখ ৫৮ হাজার ১২৫টি পদ শূন্য রয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রথম শ্রেণির পদ ৪৩ হাজার ৩৩৬টি এবং দ্বিতীয় শ্রেণির ৪০ হাজার ৫৬১টি। বাকিগুলো তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদে নিয়োগের সুপারিশ করে পিএসসি।

২০২৩ সালের জুনে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলীর ৬৫৬টি পদে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এখনো হয়নি পরীক্ষা। ২০১৯ সালে বিজ্ঞপ্তি হওয়া কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শন (সেফটি) ৪১টি পদের পরীক্ষা হয়নি। জটিলতায় ভেস্তে যাওয়া সেই প্রজ্ঞাপন পুনরায় প্রকাশ করে পিএসসি গতবছরের জুনে। এরপরও পরীক্ষা নিতে পারেনি পিএসসি। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে হওয়া বাংলাদেশ রেলওয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলীর চাহিদা ছিল ৫১৬ জনের। ২০২৩ সালে হয় পুনঃবিজ্ঞপ্তি। গত জুলাইয়ে রেলওয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই পরীক্ষায় চাউর হয় প্রশ্ন ফাঁসের। এতে পিএসসি’র সাবেক বর্তমান ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করে আইনশৃঙ্খলাবাহিনী। তারা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিও দেন। এছাড়াও জনপ্রশাসন থেকে গণপূর্ত, সড়ক ও জনপথ, শিক্ষা প্রকৌশল, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে চাহিদাপত্র দেয়ার পরও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে পারেনি পিএসসি। আবার পরীক্ষার তারিখ ঘোষণার পর স্থগিত রয়েছে পেট্রোবাংলার লিখিত পরীক্ষা, সাধারণ বীমা করপোরেশনের এমসিকিউ পরীক্ষা স্থগিত করেছে, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর এবং কম্পিউটার অপারেটর পদের লিখিত পরীক্ষা, শ্রম অধিদপ্তরের মৌখিক পরীক্ষা, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের কর্মচারী নিয়োগ, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেডের জুনিয়র অফিসার, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষা এবং লিখিত পরীক্ষা।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেই হয় রদবদল। কিন্তু অদৃশ্য কারণে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান পিএসসি’তে লাগেনি এর আঁচ। এমনকি পিএসসি হাত গুটিয়ে বসে থাকার পরও। পিএসসি নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক সারজিস আলম। গত শনিবার তিনি তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেন- এ সপ্তাহের মধ্যে পিএসসি সংস্কার করে চাকরিপ্রত্যাশীদের চাকরির পরীক্ষাগুলো শুরু করতে হবে। যে তরুণ প্রজন্ম এই অভ্যুত্থানের অগ্রনায়ক তাদের প্রায়োরিটির কথা ভুলে গেলে চলবে না। গত সোমবারও চাকরিপ্রত্যাশীরা পিএসসি অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভ করেন। সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় রাত আটটার দিকে বের হন তারা। এরপর গতকাল পুরো কমিশনসহ পদত্যাগ করেন পিএসসি চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের তোড়ে নতুন করে সেজে উঠছে বাংলাদেশ। কিন্তু আন্দোলনের শুরুটাই হয় সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বৈষম্য দূরীকরণের দাবিতে। কিন্তু নতুন করে সংস্কারের ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া হলেও চাকরিপ্রত্যাশীদের দাবিই বাদ পড়ে গেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্বগ্রহণের দু’মাস পেরিয়ে গেলেও নেয়া হয়নি চাকরির জন্য কোনো ব্যবস্থা। এতে হতাশ হয়ে পড়েছেন চাকরিপ্রত্যাশীরা।

আন্দোলনে শুরু থেকেই সক্রিয় কারমাইকেল কলেজের শিক্ষার্থী আসিফ ইসলাম বলেন, আমরা মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। আমাদের কাছে একটা সরকারি চাকরি পাওয়া মানে সোনার হরিণ পাওয়া। এজন্য দিনরাত এক করে প্রস্তুতি নিচ্ছি। বৈষম্যমুক্তভাবে চাকরিতে প্রবেশের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আন্দোলন করলাম। কিন্তু সব সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে, সব সচল হচ্ছে কিন্তু চাকরি পরীক্ষা আর সচল হয় না। তিনি বলেন, এসব পরীক্ষার আয়োজন হওয়া উচিত ছিল অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম কাজ। পিএসসি কিছুই করছে না সেদিকে কোনো নজরই নেই সরকারের।

ক্ষোভ প্রকাশ করে চাকরিপ্রত্যাশী তোফায়েল হোসেন বলেন, শুধু প্রস্তুতিই নিয়ে যাচ্ছি। কবে পরীক্ষা হবে না হবে কিছুই জানি না। আমরা তো আন্দোলন করেছি মেধার মূল্যায়নের জন্য। কিন্তু মূল্যায়নের স্থানটাই পাচ্ছি না। তিনি অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধানের কাছে আবেদন করে বলেন, শুধুমাত্র স্থগিত হওয়া পরীক্ষা নেয়ার জন্য একটা কমিশন গঠন করুন। পরবর্তীতে পিএসসি নতুন করে সাজিয়ে তুলুন কিন্তু জরুরি ভিত্তিতে এই পরীক্ষাগুলো নেয়া ও পদায়নের ব্যবস্থা করুন।

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপ

নির্বাচনি রোডম্যাপের তাগিদ

ঢাকা, ৬ অক্টোবর : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সংলাপে দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে নির্বাচনি রোডম্যাপের তাগিদ দিয়েছে বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। সরকারকে সব ধরনের সহযোগিতার কথা জানিয়ে নেতারা বলেছেন, নির্বাচন কমিশন নিয়োগ আইন স্থগিত করে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যের ভিত্তিতে অনতিবিলম্বে নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে।

নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন কবে হবে সে বিষয়ে রোডম্যাপ চেয়েছেন তারা। এছাড়া প্রশাসনে ফ্যাসিবাদের দোসরদের সরানো, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল, পদোন্নতিবঞ্চিত সরকারি কর্মকর্তাদের ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি নিশ্চিত করা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, সব মিথ্যা-গায়েবি মামলা প্রত্যাহারসহ গুচ্ছ দাবি জানিয়েছে দলগুলো। শনিবার দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সংলাপে রাজনৈতিক দলগুলোর শীর্ষ নেতা এসব কথা বলেন।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তৃতীয় দফায় এ সংলাপে বসে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। দুপুর আড়াইটায় বিএনপির সঙ্গে শুরু হয় এ দিনের সংলাপ। রাতে গণঅধিকার পরিষদের আলোচনার মধ্য দিয়ে শেষ হয় সংলাপ। এদিন বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন, গণতন্ত্র মঞ্চ, বাম গণতান্ত্রিক জোট, এবি পার্টি, গণঅধিকার পরিষদ (দুই অংশ) ছাড়াও হেফাজতে ইসলামে থাকা রাজনৈতিক দলগুলোর শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে পৃথক পৃথক সংলাপ করেন প্রধান উপদেষ্টা। পরে নিজ নিজ দলের পক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন দলগুলোর শীর্ষ নেতারা।

সংলাপ শেষে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, নির্বাচন সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করেছি। আমরা নির্বাচন বিষয়ে কথা বলেছি। নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার বিষয়ে বলেছি। আমরা বলেছি, নির্বাচন কমিশন নিয়োগ আইন স্থগিত করে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যের ভিত্তিতে অনতিবিলম্বে নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে। নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন কবে হবে সে বিষয়ে রোডম্যাপ দিতে বলেছি।

তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যেও দু-একজন আছেন, যারা অন্তর্বর্তী সরকার ও গণঅভ্যুত্থান-বিপ্লবের যে মূল স্পিরিট সেটাকে ব্যাহত করছেন, তাদের সরানোর কথা বলেছি। নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার মূল হোতা ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করার মূল নায়ক বিচারপতি খায়রুল হকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছি। মির্জা ফখরুল আরও বলেন, ২০০৭ থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত আওয়ামী শাসনামলে করা সব মিথ্যা, গায়েবি, ভুয়া, সাজানো, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা প্রত্যাহারের জন্য নীতিগত সিদ্ধান্ত ঘোষণা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলেছি। কিছু আমলা, পুলিশ কর্মকর্তা, সাবেক মন্ত্রী দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন।

কীভাবে পালাচ্ছেন, কার সহযোগিতায় পালাচ্ছেন, সে বিষয়গুলো আমরা দেখার জন্য বলেছি।

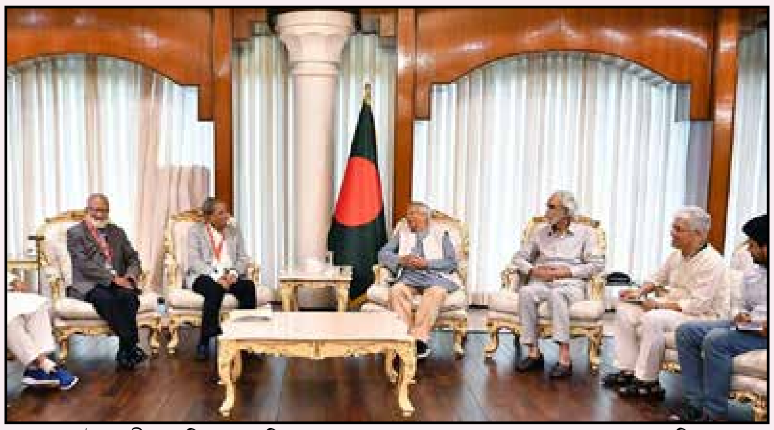

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেন, আমরা দুটি রোডম্যাপ চেয়েছি। একটা রোডম্যাপ হবে সংস্কারের এবং আরেকটা হবে নির্বাচনের। সংস্কারটা সফল হলে নির্বাচনটা সফল হবে। এজন্য দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছি। এই সরকার একটা অর্ন্তর্বর্তীকালীন সরকার। তারা দেশ শাসনের জন্য আসেননি। দেশ শাসনের সুস্থ পথ বিনির্মাণের জন্য এসেছেন। জাতি পরপর তিন নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাদের কাজ হচ্ছে, জাতির সামনে একটা গ্রহণযোগ্য, সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পরিবেশন তৈরি করে দেওয়া। এজন্য কিছু মৌলিক বিষয়ে তাদের সংস্কার করতেই হবে। কী কী মৌলিক বিষয়ে তারা সংস্কার করবেন সে ব্যাপারে আমরা কথাবার্তা বলেছি।

গণতন্ত্র মঞ্চের সমন্বয়ক ও নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, সংস্কারের জন্য প্রয়োজনে সব ধরনের সহযোগিতা আমরা করব। প্রশাসনের কিছু দুর্বলতা দেখছি, ব্যর্থতা দেখছি, সীমাবদ্ধতা দেখছি। সিভিল পুলিশসহ প্রশাসনে এমন কিছু দেখছি যা উদ্বেগ প্রকাশ করার মতো। এই বিষয়গুলো তাদের বলেছি।

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেন, সংস্কার করে নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোকে আরও সম্পৃক্ত করার তাগিদ দিয়েছি। এখানে কীভাবে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত, সংস্কার এবং একটা গণতান্ত্রিক নির্বাচন করা যায়, সে বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নিয়মিত আলাপ-আলোচনা করা দরকার। এর জন্য একটা কাঠামো তৈরি করার প্রয়োজনীয়তার কথা তারা বলেছেন।

বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেন, বাজারে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেছি। পুরোনো সিন্ডিকেট আবার যে নতুন চেহারায় আবির্ভূত হয়েছে, সেটা নিয়ে আমরা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছি। তারা (অন্তর্বর্তী সরকার) বলেছেন চারটা কাজকে অগ্রাধিকারের মধ্যে নিয়েছেন, তার মধ্যে সিন্ডিকেট ভেঙে দেওয়া, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ অন্যতম।

আমরা দেখতে চাই মানুষ যেন এর সুফল পান। সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য যাতে বন্ধ হয়।

ইসলামী আন্দোলনের আমির ও চরমোনাইর পির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেন, তাদের সঙ্গে আমরা নির্বাচন সংস্কারের কথা বলেছি। আমরা চাই প্রতিনিধিত্ব হারে আনুপাতিক পদ্ধতিতে ভোট হবে। সবার ভোটের অধিকার থাকবে। সরকার হবে জাতীয় সরকার। তারা আমাদের এ প্রস্তাবকে ভালো ভাবে নিয়েছেন। তারা বলেছেন এই প্রস্তাব নিয়ে তারা আলোচনা করবেন। স্বৈরাচার যারা নাকি খুনি ফ্যাসিস্ট তারা যেন নির্বাচন করার সুযোগ না পান সেটা আমরা উপদেষ্টাদের বলেছি।

বাম গণতান্ত্রিক জোটের শীর্ষ নেতা বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, এই কমিশনগুলোর কার্যপরিধি এবং রোডম্যাপ সম্পর্কে জানা থাকলে দেশবাসী আশ্বস্ত হবে। কমিশনের প্রধানদের নিয়ে, বিশেষ করে সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রধান নিয়ে বিতর্ক এবং সন্দেহ অনভিপ্রেত। সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের লক্ষ্যে সংবিধান যতটুকু সংশোধন দরকার, ততটুকু সংশোধন করার উদ্যোগটাই যথার্থ হবে বলে আমরা মনে করি।

বিশ্বের প্রভাবশালী ৫০০ মুসলিমের মধ্যে ড. ইউনূস

ঢাকা, ৯ অক্টোবর : বিশ্বে প্রভাবশালী ৫০০ মুসলিমের মধ্যে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নাম স্থান পেয়েছে। জর্ডানের অভিজাত রয়েল ইসলামিক স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ সেন্টার সোমবার প্রভাবশালী মুসলিম নেতাদের তালিকা সংবলিত ৩২১ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এর নাম দেয়া হয়েছে ‘পারসন্স অব দ্য ইয়ার: দ্য ওয়ার্লডস মোস্ট ৫০০ ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মুসলিমস’। এই তালিকায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের ব্যাপক প্রশংসা করা হয়েছে।

অন্যদিকে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী কী অবস্থার মধ্যে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন তা তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়, শেখ হাসিনার শাসনকাল রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও বিতর্কিত হয়ে আছে। ছাত্র বিক্ষোভের ফলে দেশ শাসন করা শেখ হাসিনার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। ছাত্রদের নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করে। তার ফলে পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রিপোর্টে বাংলাদেশ অধ্যায়ে ড. ইউনূস সম্পর্কে বলা হয়েছে- শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর ছাত্রদের আহ্বানে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে যোগ দিতে বলা হয়। এই সরকারের কাজ হবে অন্তর্বর্তী সময় ক্ষমতায় থাকা এবং একটি নতুন নির্বাচন করা। ড. মুহাম্মদ ইউনূস একজন অর্থনীতিবিদ এবং ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা, শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী। তার ক্ষুদ্র ঋণ ধারণা কোনোরকম জামানত বা গ্যারান্টার ছাড়াই ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে দারিদ্র্য দূরীকরণের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। ড. ইউনূসের এই মডেলে ঋণ নিয়েছেন এক কোটি ৬ লাখ মানুষ। তার মধ্যে শতকরা ৯৭ ভাগই নারী। এই মডেল বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে।

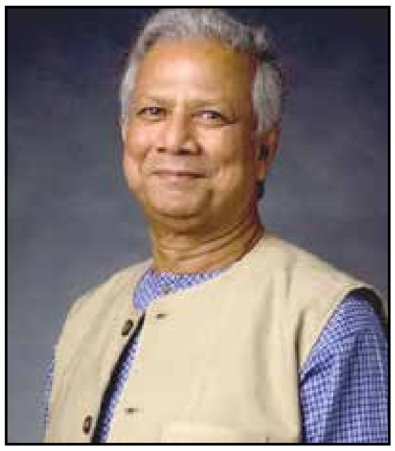

দারিদ্র্যদূরীকরণে ড. ইউনূসের অর্জন এবং যে প্রতিশ্রুতি তার জন্য তিনি গভীর শ্রদ্ধা পেয়েছেন। দেশের এই উত্তাল সময়ে তিনি দেশকে পরিচালনার জন্য একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। শেখ হাসিনা পদত্যাগ করার তিন দিনের মাথায় তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নিয়েছেন। রাজনৈতিক অস্থিরতা, দারিদ্র্য এবং নির্ভরতাভিত্তিক অর্থনীতির ফলে যে চাপ দেশের কাঁধে তাতে তাকে এ পদে নিয়োগ দেয়ায় আশার আলো জেগেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিছু অগ্রগতি সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ অন্যতম সবচেয়ে দরিদ্র দেশ হিসেবে রয়ে গেছে। এখনো অব্যাহতভাবে গভীর কাঠামোগত চ্যালেঞ্জের মুখে। এমন একটি ইস্যু হলো দেশটির গার্মেন্ট শিল্প। এতে কাজ করেন প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক। দেশের রপ্তানির শতকরা ৮২ ভাগ এই খাতের। বছরের পর বছর ধরে এসব শ্রমিক অমানবিক পরিস্থিতিতে কাজ করছিলেন। ২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধসে পড়ে। এতে কমপক্ষে এক হাজার মানুষ নিহত ও কমপক্ষে ২৫০০ আহত হন। এর ফলে এই খাতে অনিয়মের বিষয়ে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি পড়ে। যদিও ওই ট্র্যাজেডির পর কিছুটা সংস্কার হয়েছে, তবু এই শিল্পের পরিস্থিতি এখনো অনিরাপদ। বেতন কম। বলা হয়, ২০২৪ সালটি বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ বছরেই বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি সময় ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগের নেতা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন। তার ক্ষমতার সময় উল্লেখযোগ্যভাবে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও বিতর্কিত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেছে। এর ফলে বাংলাদেশের সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ বছরের এই উত্তেজনাকর অবস্থার সূত্রপাত হয় মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মীয়স্বজনদের জন্য সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখা নিয়ে। এর প্রতিবাদে সারা দেশে ছাত্ররা তীব্র প্রতিবাদ শুরু করে। এর আগে ২০১৮ সালে এমন আন্দোলন হয়েছিল। ফলে কোটা বাতিল হয়েছিল। কিন্তু এবার তা আবার পুনর্বহালের রায় দেন আদালত। ফলে ২০১৩ ও ২০১৮ সালের মতো আন্দোলন এবার শুরু হয়। কিন্তু এ বছর প্রতিবাদ বিক্ষোভ ফুটন্ত পানির মতো ফুটতে থাকে। জুলাই মাসে আন্দোলন দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। লাখ লাখ মানুষ রাজপথে নেমে আসেন। হতাশাগ্রস্ত মানুষ তাতে অংশ নেন। তারা কর্তৃত্ববাদী, দুর্নীতিপরায়ণ এবং অপশাসনের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠেন। নিরাপত্তা রক্ষাকারীরা নিষ্ঠুরভাবে শক্তি প্রয়োগ করে। এতে বিপুল সংখ্যক মানুষ নিহত হন। বিক্ষোভ আরও ফুঁসে ওঠে। শেখ হাসিনার শাসন চালিয়ে নেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। ৫ই আগস্ট তিনি পালিয়ে ভারতে চলে যান। এর মধ্যদিয়ে তার দীর্ঘমেয়াদি শাসনের অবসান ঘটে। তার বিদায়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক আবহে বড় রকম পরিবর্তন ঘটে। নেতৃত্বশূন্যতা দেখা দেয়। ছাত্রদের নেতৃত্বে তা দ্রুত সমাধান করা হয়।

এতে আরও বলা হয়, দেশকে স্থিতিশীলতায় আনা, প্রতিষ্ঠানগুলোতে আস্থা ফেরানো, অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয়ার এক দুর্দান্ত কাজ হাতে নিয়েছেন ড. ইউনূস। জনগণ যখন একটি পরিবর্তনের জন্য উদগ্রীব এবং ছাত্ররা সংস্কার দাবির কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছেন, তখন বাংলাদেশ এক ‘ক্রিটিক্যাল ক্রসরোডে’। ২০২৪ সালটি নিঃসন্দেহে দেশের ইতিহাসে একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে স্মরণ করা হবে। একে শেখ হাসিনার কর্তৃত্ববাদী শাসনের ইতি এবং নতুন একটি অধ্যায়ের সূচনা হিসেবে দেখা হবে। এই তালিকায় ৫০০ প্রভাবশালী মুসলিম নেতার মধ্যে ড. ইউনূসের অবস্থান ৪৫০। কিন্তু তার মধ্যে আবার সর্ব শীর্ষ ৫০ জনকে বাছাই করা হয়েছে। তাতে ড. ইউনূসের অবস্থান ৫০তম।

কুমিল্লায় বিএসএফ’র গুলিতে বাংলাদেশি নিহত

ঢাকা, ৯ অক্টোবর : কুমিল্লা সদর দক্ষিণের পাহাড়পুর সীমান্তে বিএসএফ’র গুলিতে কামাল হোসেন (৩২) নামে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। পরে তার মরদেহ নিয়ে যায় বিএসএফ। গত সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলার পাহাড়পুর গ্রামের যশপুর বিওপি’র কাছে এ ঘটনা ঘটে। নিহত কামাল সদর দক্ষিণ উপজেলার পূর্ব জোড় কানন ইউনিয়নের কুড়িয়াপাড়া গ্রামের মৃত ইদু মিয়ার ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার সন্ধ্যায় কামাল সীমান্তের ওপারে তার আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার জন্য পাহাড়পুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে প্রবেশের সময় ভারতীয় বিএসএফ সদস্যরা তার ওপর গুলি চালালে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন।

এ বিষয়ে কুমিল্লা ব্যাটালিয়ন ১০ বিজিবি অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. ইফতেখার হোসেন বলেন, কামাল বিএসএফের গুলিতে নিহত হয়েছে বলে আমরা প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি, এ বিষয়ে বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করে লাশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। তদন্তের পর বিস্তারিত জানা যাবে বলে জানান তিনি।

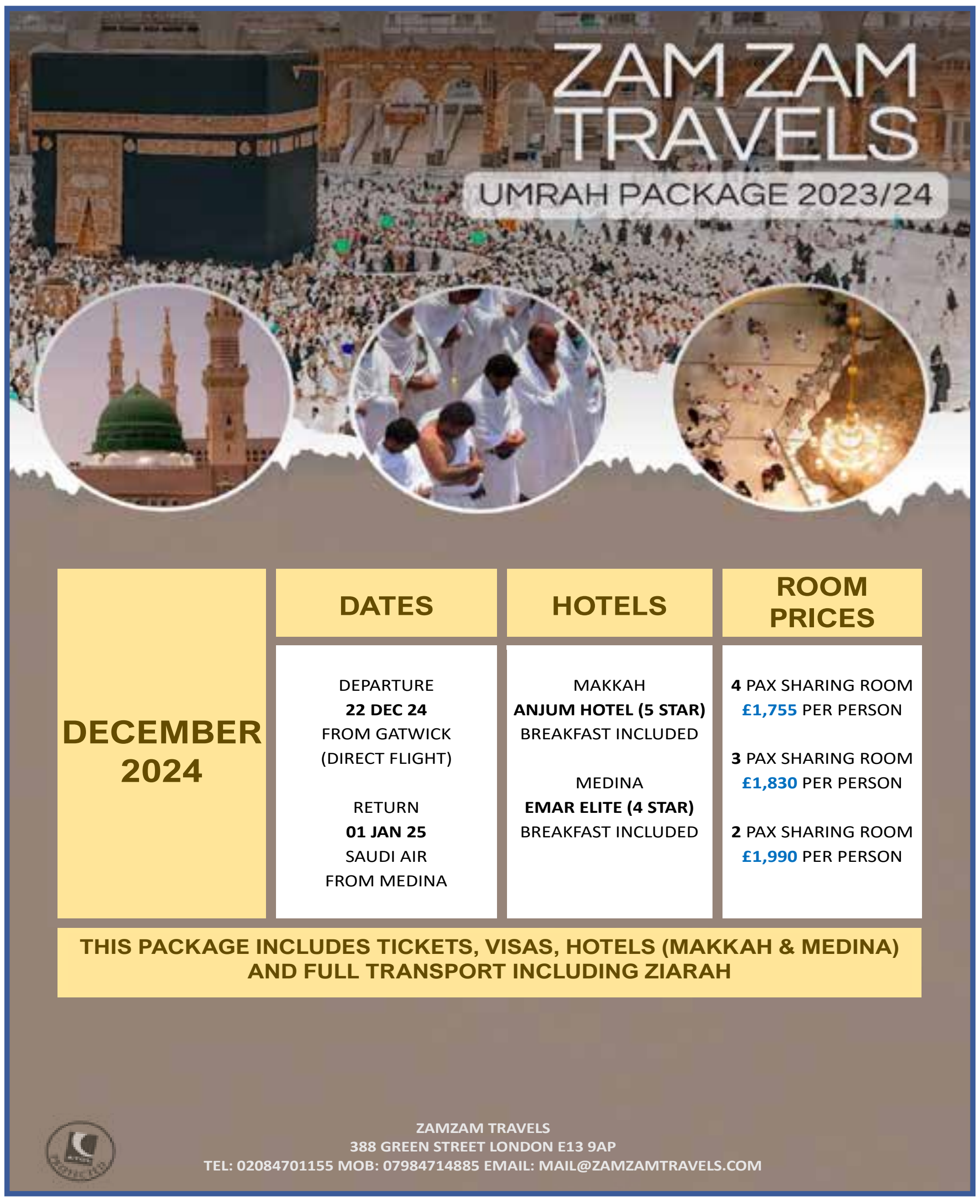

চুরি করে ১১ কোটি নাগরিকের তথ্য বিক্রি করা হয়েছিল : পুলিশ

ঢাকা, ৯ অক্টোবর : বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র সার্ভার থেকে ১১ কোটি নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্য চুরি হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এই ঘটনায় ২০ হাজার কোটি টাকার লেনদেনের প্রাথমিক তথ্যও পেয়েছে পুলিশ।

বুধবার বিকেলে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন ডিসি মিডিয়া মোহাম্মাদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, ইসির এনআইডি সার্ভারে সংরক্ষিত ১১ কোটিরও বেশি নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্যের মিরর ইমেজ বা কপি তৈরি করে বেআইনিভাবে ডিজিকন গ্লোবাল সার্ভিসেস নামক প্রতিষ্ঠানের কাছে বাণিজ্যিক উদ্দেশে ব্যবহারের জন্য হস্তান্তর করা হয় বা তাদেরকে বিক্রির একসেস দেয়া হয়।

পুলিশ বলছে, ১৮২টি দেশী-বিদেশী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করা হয়েছিল এসব তথ্য।

সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ কর্মকর্তা রহমান জানান, ২০২২ সালের চৌঠা অক্টোবর নির্বাচন কমিশনের এনআইডি বিভাগ ও আইসিটি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি হয়। ওই চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ইসির এনআইডি তথ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দিতে পারবে না।

পুলিশের দাবি, এই চুক্তি লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে এনআইডির তথ্য অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন দেশী-বিদেশী, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করা হয়েছে।

এ ঘটনা নিয়ে সম্প্রতি এক মামলার পর ডাটা সেন্টারের সাবেক পরিচালক তারেক এম বরকতউল্লাহকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কালো পতাকা নিয়ে মাঠে এরা কারা?

ঢাকা, ৯ অক্টোবর : সম্প্রতি ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কালেমা লেখা কালো ও সাদা পতাকা নিয়ে মিছিলের বেশকিছু ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এসব মিছিলে ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধ ও ইসলামী খেলাফত কায়েমের দাবি তোলা হয়েছে। সমাবেশে মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর কটূক্তির প্রতিবাদও করা হয়েছে। কিন্তু কারা এসব কর্মসূচি পালন করছে। তাদের নেপথ্যে কারা আছে এ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। গোয়েন্দারাও আশঙ্কা করছেন কোনো স্বার্থান্বেষী পক্ষ এই কাজে নেমে থাকতে পারে। সরকার পরিবর্তনের পর যখন সবকিছু স্থিতিশীল করার চেষ্টা করা হচ্ছে এই মুহূর্তে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই আইএস ধাঁচের এসব কর্মসূচি দিয়ে মাঠে নামিয়েছে। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এ ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িতদের বিষয়ে খোঁজ নেয়া হচ্ছে। একটি নিষিদ্ধ সংগঠন এসবের নেপথ্যে ভূমিকা রাখছে বলে গোয়েন্দা তথ্যে উঠে এসেছে। তথ্য জানার পর সরকারের বিভিন্ন সংস্থা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান ও শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে সচেতন করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। তবে পরিস্থিতির কারণে সব জায়গায় এসব কর্মসূচি নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত ইসলামী দল সংশ্লিষ্টরাও জানিয়েছেন এই মুহূর্তে কালো পতাকা নিয়ে মিছিল করার কোনো কারণ নেই। যারা করছে তাদের পেছনে কারও কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

গত সপ্তাহে ঢাকার নটর ডেম কলেজ, ঢাকা কলেজ, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের শিক্ষার্থীদের ঢাকায় আলাদা আলাদা মিছিল বের করতে দেখা যায়। ৬ই অক্টোবর ঢাকার জাতীয় সংসদ ভবনের সামনেও মিছিল

করে শিক্ষার্থীরা। তাদের হাতে বাংলাদেশের পতাকা, ফিলিস্তিনের পতাকা এবং কালেমা লেখা পতাকাও ছিল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ নিয়ে অনেকেই নানা সমালোচনা করেছেন। গত শুক্রবার কিশোরগঞ্জের একটি মিছিলের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

এসব কর্মসূচির পেছনে হিযবুত তাহরিরের লোকজন উৎসাহ দিচ্ছে বলে গোয়েন্দা তথ্যে উঠে এসেছে। সর্বশেষ ৭ই অক্টোবর গাজায় হামলার বার্ষিকীর দিনে বড় ধরনের জমায়েতের প্রস্তুতি ছিল এ গ্রুপটির। তবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সতর্ক ছিল। এসব গ্রুপ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও তাদের কর্মসূচির ছবি প্রচার করছে। এসব কর্মসূচি কোনো রাজনৈতিক দল সাংস্কৃতিক সংগঠন সরাসরি জড়িত নয় বলে অনুসন্ধানে জানা গেছে।

গণতন্ত্র মঞ্চের সমন্বয়ক রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক এডভোকেট হাসনাত কাইয়ূম বলেন, বাংলাদেশকে পরিকল্পিতভাবে অস্থিতিশীল করা কিংবা সরকারের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কেউ নামছে। পরাজিত শক্তির এতে ইন্ধন থাকার সম্ভাবনা বেশি, অন্য কেউ হতে পারে যে তারা মাঝপথে ফায়দা লুটতে চায়। আমার ধারণা, এখানে মাফিয়াদের যে সকল সহায়ক শক্তি ছিল তারাই কোনোভাবে বিভিন্ন নামে যা যা করলে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কিংবা আন্দোলনকারী সংস্থাগুলোর ভাবমূর্তির সংকট করা যায় সেটাই পরিকল্পিতভাবে করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

দেশের এমন অবস্থায় এই পতাকা নিয়ে মিছিল করার কোনো যৌক্তিকতা নেই বলে মনে করেন খেলাফত মজলিসের যুগ্ম মহাসচিব অধ্যাপক আবদুল জলিল। তিনি বলেন, এই ধরনের পতাকা নিয়ে মিছিল করার কোনো কারণ দেখি না। এগুলা বাংলাদেশকে বাহিরের দেশে অন্যভাবে চি□ত করার কোনো পরিকল্পনা কিনা এটা নিয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।

গণতন্ত্র মঞ্চের নেতা ও গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি জানান, এমন কয়েকটি মিছিল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখেছি। তবে তাদের উদ্দেশ্য কী সেটি আমলে নিয়ে সরকারের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এই বিষয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের মিডিয়া বিভাগের ডিসি মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, এটা আমরা তদন্ত করছি। দেখছি এর সঙ্গে কারও সংশ্লিষ্টতা আছে কিনা। পর্যবেক্ষণ চলছে। তাদের একজনকে গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনা হয়েছে। তদন্তে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া গেলে পরবর্তীতে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

KUSHIARA
Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service
বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত
Hotline
0207 790 1234
0207 790 9888
Mobile
07956 304 824
We Buy & Sell BDT Taka, USD, Euro
Worldwide Money Transfer
Bureau De Exchange
Cargo Services
আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।
ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।
আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।
Address:
319 Commercial Road, London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888, 020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only:
07424 670198, 07908 854321
Phone & Whatsapp:
+880 1313 088 876,
+880 1313 088 877
We are Open 7 Days a Week
10 am to 8 pm
For More Information
kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC SOLICITORS
আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন

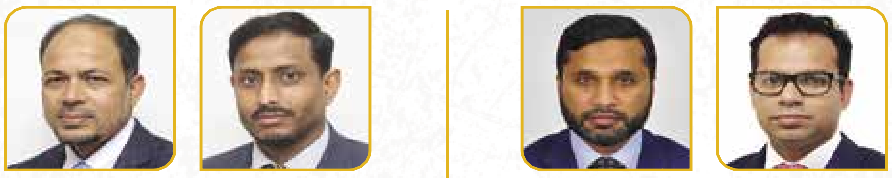

ASADUZZAMAN FAKHRUL ISLAM SAYED HASAN SALAH UDDIN SUMON
Immigration and Nationality — ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children — ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury — পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation — লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment — প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness — হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant — ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits — ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery — মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate — উইলস ও প্রবেট
Mediation — মিডিয়েশন
Road Traffic Offence — রোড ট্রাফিক অফেন্স
Flight Delay Compensation — ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime — ক্রাইম
Conveyancing — কনভেয়েনসিং
132 Cavell Street, London E1 2JA
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

ওসমানী মেডিকেল কলেজ

দিদারের বিরুদ্ধে এন্তার অভিযোগ

সিলেট, ৯ অক্টোবর : সিলেট ওসমানী হাসপাতালে যেমনি দুর্নীতির শেকড় গেড়েছিলেন ব্রাদার সাদেক, তেমনি মেডিকেল কলেজে দুর্নীতিতে নাম এসেছে মাহমুদুর রশীদ দিদারের। তিনি হচ্ছেন পিএ টু প্রিন্সিপাল। পিএ হয়েও দাপটের সঙ্গে কলেজের ভারপ্রাপ্ত সচিবের দায়িত্ব পালন করছেন। প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের পর থেকে তার দুর্নীতির কথা কলেজ ও হাসপাতালের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মুখে মুখে রটছে। সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজের সাবেক প্রিন্সিপাল ছিলেন মোর্শেদ আহমদ চৌধুরী। তিনি পরবর্তীতে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমাহীন দুর্নীতির ঘটনায় দুদকের মামলার আসামি হয়েছেন। সেই মোর্শেদ আহমদ চৌধুরীর সময় ২০১৮ সালে নিয়ম বহির্ভূতভাবে 'ব্লকপোস্ট' ক্যাশিয়ার পদ থেকে পিএ টু প্রিন্সিপাল পদে পদোন্নতি নেন। কলেজের সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, দিদার যে পদে রয়েছে সেটি সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে নিতে হয়। কিন্তু তখনকার প্রিন্সিপাল নিয়ম লঙ্ঘন করে দিদারকে সে পদে পদায়ন করেন। অথচ এ পদের জন্য তারই সহকর্মী স্টেনোটাইপিস্ট অনুজের জন্য প্রাপ্য ছিল। কিন্তু অনুজকে ওই পদে নেয়া হয়নি। এ কারণে অনুজ ২০২৩ সালে ক্ষুব্ধ হয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডিজি শিক্ষা বরাবর আবেদন করেছিলেন। তখন অনুজকে নানাভাবে হুমকি দেয়া হয়। বর্তমানেও চাপের মুখে রয়েছেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিকদের এড়িয়ে যান তিনি। কোনো কথা বলতে রাজি হন না। তবে, অনুজের সেই অভিযোগটি শেষ মুহূর্তে ডিজি শিক্ষার কাছে তামাদি করে রাখা হয়েছে। এটি নিয়ে পরবর্তীতে কোনো কার্যক্রম চালানো হয়নি। কলেজের কয়েকজন কর্মচারী জানিয়েছেন, হাসপাতালে সীমাহীন দুর্নীতি হলেও ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছেন দিদার। দুই বছর আগে সচিবের দায়িত্ব পাওয়ার পর 'ডাবল ক্ষমতার' অধিকারী এখন তিনি। এ কারণে তার বিরুদ্ধে কলেজের ভেতরের কেউ টু শব্দও করেন না। দীর্ঘদিন ধরে চাকরির সুবাদে দিদার কলেজের সব শাখাতেই দাপট খাটাচ্ছেন। বিশেষ করে কলেজে বার্ষিক কেমিক্যাল ক্রয়, লাইব্রেরি নির্মাণ ও বই ক্রয়, নিয়মিত কলেজ ও ছাত্রবাস মেরামত, আসবাবপত্র ক্রয়, রি-এজেন্টের নামে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করে যাচ্ছেন। এর বাইরেও তো নানা ধরনের টেন্ডার বাণিজ্য রয়েছে। কলেজের বিভিন্ন কাজে নামমাত্র ঠিকাদার নিয়োগ করা হলেও কাজ সম্পূর্ণটাই দিদারের তত্ত্বাবধানেই হয়ে থাকে। বর্তমানেও ছাত্রাবাসে সড়কের কাজ চলছে। এই কাজও তার নিয়ন্ত্রণেই হচ্ছে বলে জানান কর্মচারীরা। দু'বছর আগে কলেজের শিক্ষার্থীরা আবাস সমস্যা নিয়ে আন্দোলনে নেমেছিল। তখনো দুর্নীতির ঘটনায় উঠে এসেছিল দিদারের নাম। তারা

জানিয়েছেন, হাসপাতালের পিএ ব্যক্তিগতভাবে কোনো গাড়ি ব্যবহার করতে পারেন না। কিন্তু ডক্টরদের ব্যবহৃত একটি গাড়ি নিয়মিতই ব্যবহার করেন। কয়েক মাস আগে কলেজে ৪০ জনের মতো তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। এই নিয়োগে যথানিয়মে পরীক্ষা, ভাইবা সবকিছু হলেও টাকা ছাড়া কেউ নিয়োগ পাননি। এই নিয়োগের মাধ্যমে কয়েক কোটি টাকা দুর্নীতি করা হয়েছে। এই দুর্নীতির তীরও দিদারের দিকে বেশি। কলেজের কর্মকর্তা-কর্মচারী কোয়ার্টারে দিদার পরিবার নিয়ে থাকেন না। তবে তার এক ভাই পরিবার পরিজন নিয়ে এ কোয়ার্টারে থাকেন। সম্প্রতি বিষয়টি নজরে এসেছে কলেজ কর্তৃপক্ষেরও। এ কারণে তার ভাইকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ২০১৭ সালে মেডিকেল কলেজের লাইব্রেরি নির্মাণের সময় দুর্নীতি করা হয়। ওই লাইব্রেরি ১৪ কোটি টাকায় নির্মাণ করা হলেও বেশির ভাগ টাকা দুর্নীতির মাধ্যমে পকেটস্থ করা হয়েছে। দিদার এই লাইব্রেরি নির্মাণে কোটি টাকার মতো হাতিয়ে নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। কলেজের ভেতরে আধিপত্য বিস্তার করে দুর্নীতির সাম্রাজ্য গড়া দিদার বিশাল সম্পদের মালিক। তবে, এসব সম্পদের বেশির ভাগই হচ্ছে বেনামী। তার আত্মীয়স্বজনদের নামে। কয়েক বছর আগে দিদার ও মধুশহীদ এলাকার সাদ্দামকে নিয়ে একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার খুলেছিলেন। কয়েক বছর ব্যবসা করার পরে ডাক্তারদের কাছে ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টার বিক্রি দেন। প্রায় দু'বছর আগে তিনি নগরের শেখঘাটের শুভেচ্ছা আবাসিক এলাকায় একটি তিনতলা বাসা ক্রয় করেন। ১ কোটি ৬৫ লাখ টাকায় কেনা ওই বাসা দিদারের টাকায় ক্রয় করা হয়েছে বলে কলেজের সবাই জানেন। সম্প্রতি সময়ে নগরের ঘাষিটুলা এলাকায় আরেকটি তিনতলা বাসা নির্মাণাধীন রয়েছে। এই বাসাও তার টাকায় হচ্ছে। তবে দুটি বাসা তার নামে নয়। ভাইদের নামে বাসা ক্রয় করা হয়েছে। শেখঘাটের বাসায় দিদার পরিবার পরিজন নিয়ে নিজেও বসবাস করেন। সাদ্দাম নামে একজনের সঙ্গে পার্টনার হয়ে মেডিকেল এলাকার রজনীগন্ধ্যা আবাসিক হোটেল চালাচ্ছেন তারা। এ হোটেল নিয়ে এলাকার মানুষের অভিযোগের অন্ত নেই। এর বাইরে শেখঘাট এলাকায় তার ফার্মেসি ব্যবসা রয়েছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। এ ছাড়া নগরের জিন্দাবাজার এলাকায় লাইব্রেরি সহ স্টেশনারি ব্যবসায় তার শেয়ার রয়েছে। ভাতালিয়া এলাকায় জমি রয়েছে তার। মেডিকেল কলেজের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা জানিয়েছেন, দিদার ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে কয়েক বছর আগে দুদকে একটি অভিযোগ দেয়া হয়েছিল। পরে দিদার লবিং করে ওই অভিযোগ গায়েব করে ফেলেন। সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডা. শিশির চক্রবর্তী জানিয়েছেন, দিদার পিএ'র দায়িত্ব থাকায় তাকে পরে সচিবের ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তার জন্য এটি অস্থায়ী পদ। যেকোনো সময় তাকে বাদ দেয়া যেতে পারে। আর তার নিয়োগের বিষয়টি তিনি প্রিন্সিপাল হওয়ার আগে হয়েছে। সুতরাং এ ব্যাপারে তিনি অবগত নন। দখলে রাখা বাসা ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে তিনি বলেন, কোয়ার্টারের বাসা ছেড়ে দিতে দিদারের লোকজনকে বলে দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে পিএ মাহমুদুর রশীদ দিদার জানিয়েছেন, তিনি বৈধভাবেই পিএ পদে এসেছেন। কোনো অনিয়ম হয়নি। নগরের শেখঘাট ও ঘাষিটুলা এলাকার দুটি বাসা সম্পর্কে তিনি বলেন, তারা ভাইরা দুটি বাসা ক্রয় করেছেন। তিনি দেখভাল করছেন। তার তো টাকা নেই। বিদেশ থেকে ভাইরা টাকা দেয়ায় তিনি বাসা ক্রয় করেছেন বলে জানান।

আজমাইনে আত্মগোপনের খবর ভাইরাল

শেখ হাসিনার খোঁজ পাচ্ছে না সরকার

ঢাকা, ৯ অক্টোবর : পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থানের বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি। আমরা ভারতে এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে খোঁজ করেছি। কোথাও তার সন্ধান পাইনি। তার অবস্থান সম্পর্কে কেউ কনফার্মেশন দিতে পারেনি। ৮ অক্টোবর মঙ্গলবার দুপুরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পূর্ব নির্ধারিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। দেড় ঘণ্টার নোটিশে মন্ত্রণালয় জরুরি ওই সংবাদ ব্রিফিংয়ের আয়োজন করে। ছাত্র-জনতার রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের মুখে পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যাওয়া শেখ হাসিনা বর্তমানে আরব আমিরাতের আজমাইনে আত্মগোপনে রয়েছেন মর্মে খবর বেরিয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর অবস্থানের বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি। আমরা অনেক জায়গায় খোঁজ করেছি। কোনো কনফার্মেশন পাইনি। মিডিয়ায় আপনারা যেমন দেখেছেন, আমরাও দেখেছি যে, আমিরাতের আজমাইনে গেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে ভারত শেখ হাসিনাকে অন্য দেশে পাঠালো কিনা? এমন প্রশ্নে উপদেষ্টা বলেন, সেটা যুক্তরাষ্ট্রকেই জিজ্ঞেস করেন।

ভারতে পালিয়ে যাওয়া সাবেক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতারা ট্রাভেল পাস নিয়ে অন্য দেশে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের ট্রাভেল পাস ইস্যু করবে কিনা, এ প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশ মিশন ট্রাভেল পাস ইস্যু করতে পারে শুধু দেশে ফেরার জন্য, অন্য দেশে যাওয়ার জন্য নয়। অন্য দেশে যাওয়ার জন্য পাসপোর্টের প্রয়োজন পড়ে। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা খোলাসা করেই বলেন, বাংলাদেশ মিশন কেবলমাত্র পাসপোর্টহীন ব্যক্তিদের দেশে ফেরার জন্যই ট্রাভেল পাস ইস্যু করতে পারে, অন্য দেশে যাওয়ার জন্য নয়। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা আরও বলেন, তারা যদি দেশে ফিরতে চান, ট্রাভেল পাস ইস্যু করা যেতে পারে এবং তারা দেশে ফিরে আসতে পারেন। আদালত চাইলে তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হবেও বলে জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন

আর্থিক প্রতিষ্ঠানে খেলাপি ২৫ হাজার কোটি টাকা

ঢাকা, ৭ অক্টোবর : চরম সংকটে দেশের অধিকাংশ ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান (এনবিএফআই)। অনিয়ম, লুটপাট আর ঋণ কেলেঙ্কারির কারণে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগ ঋণই এখন খেলাপি। বিশেষ করে ১৫-১৬টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অবস্থা খুবই নাজুক। এসব প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা ঋণের ৪৫ থেকে ৯৯ শতাংশ খেলাপি হয়ে গেছে। তবে সার্বিকভাবে পুরো খাতে ভালো-মন্দ মিলে ৩৩ শতাংশ ঋণই খেলাপি হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে বড় অঙ্কের খেলাপি আছে, যা আদায় অযোগ্য। বাংলাদেশ ব্যাংকের চলতি বছরের জুনভিত্তিক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এসব তথ্য।

খাতসংশ্লিষ্ট এবং বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি আসল চিত্র নয়। প্রকৃত খেলাপি আরও বেশি, যা এ খাতের জন্য অশনিসংকেত। হাতে গোনা কয়েকটি ছাড়া বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৫টি। ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিতরণকৃত ঋণের অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ৭৪ হাজার ৫৩৪ কোটি টাকা। এসব ঋণের মধ্যে খেলাপি হয়ে পড়েছে ২৪ হাজার ৭১১ কোটি টাকা।

অর্থাৎ বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ৩৩ দশমিক ১৫ শতাংশই খেলাপি। ২০২৩ সালের জুন শেষে এসব প্রতিষ্ঠানের খেলাপি ঋণের অঙ্ক ছিল ১৯ হাজার ৯৫১ কোটি টাকা। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৪ হাজার ৭৬০ কোটি টাকা।

খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, আর্থিক খাতের বহুল আলোচিত ব্যক্তি প্রশান্ত কুমার (পিকে) হালদার বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পাহাড়সম অনিয়ম-দুর্নীতি করেছেন। যার খেসারত দিতে হচ্ছে ব্যাংকিং সেক্টরসহ পুরো আর্থিক খাতকে। পিকে হালদারের মালিকানা আছে বা ছিল-এমন কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে খেলাপি ঋণের হার সবচেয়ে বেশি। পাশাপাশি এসব আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানেও খেলাপি ঋণ বাড়ছে, যে কারণে সার্বিকভাবে এ খাতে খেলাপি ঋণ বেড়েই চলেছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, পিকে হালদার সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পিপলস লিজিংয়ের খেলাপি ঋণের হার ৯৯ শতাংশ বা ১ হাজার ৯৬ কোটি টাকা, বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেডের (বিআইএফসি) খেলাপির হার ৯৬ দশমিক ৮৫ শতাংশ বা ৭৪৩ কোটি টাকা, ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের খেলাপি ঋণ ৯৪ দশমিক ৭৬ শতাংশ বা ৩ হাজার ৯১২ কোটি টাকা। এছাড়া পিকে হালদার সংশ্লিষ্ট এফএএস ফাইন্যান্সের খেলাপি ঋণ ৮৯ দশমিক ৫৬ শতাংশ বা ১ হাজার ৬৪৫ কোটি টাকা এবং আভিভা ফাইন্যান্সের খেলাপি ঋণ ৭১ দশমিক ৭২ শতাংশ বা ১ হাজার ৯০২ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে আভিভার পর্ষদ ভেঙে পুনর্গঠন করা হয়েছে। এর বাইরে ফারইস্ট ফাইন্যান্সের খেলাপি ঋণ ৯৪ দশমিক ৪১, জিএসপি ফাইন্যান্সের ৯২ দশমিক ৩৭, ফার্স্ট ফাইন্যান্সের ৮৯ দশমিক ৪১, প্রিমিয়ার লিজিংয়ের ৬৬ দশমিক ৭৪, সিভিসি ফাইন্যান্সের ৫৯ দশমিক ৩৯, মেরিডিয়ান ফাইন্যান্সের ৫৯ দশমিক ১৭, আইআইডিএফসির ৫৮ দশমিক ৬৪, হজ ফাইন্যান্সের ৫৭ দশমিক ৭৯, ফিনিক্স ফাইন্যান্সের ৫৭ দশমিক ৭৯, ন্যাশনাল ফাইন্যান্সের ৫৬ দশমিক ৮৬, বে লিজিংয়ের ৫২ দশমিক ৮২ এবং উত্তরা ফাইন্যান্সের ৫০ দশমিক ৪৮ শতাংশ।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংস্কারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা কী হওয়া দরকার, সে বিষয়ে জানতে চাইলে এনসিসি ও মেঘনা ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ নুরুল আমিন যুগান্তরকে বলেন, ব্যাংক খাতে যেভাবে সংস্কার চলছে, সেভাবে নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাতেও সংস্কার করা যেতে পারে। এছাড়া কোনো বিকল্প দেখছি না।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে আরও দেখা যায়, জুন পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাতে আদায় অযোগ্য ঋণের অঙ্ক ২১ হাজার ৩৩ কোটি টাকা, যা মোট খেলাপি ঋণের ২৮ দশমিক ২২ শতাংশ। এত বড় অঙ্কের আদায় অযোগ্য ঋণ আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাতকেই ঝুঁকিতে ফেলেছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। জানা যায়, ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর খেলাপি ছিল ৮ হাজার ৯০৬ কোটি টাকা। ২০২১ সালের জুনে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ৩২৮ কোটি টাকা। ২০২২ সালের জুনে তা আরও বেড়ে দাঁড়ায় ১৫ হাজার ৯৩৬ কোটি টাকা। আর গত বছরের জুনে এই খেলাপির পরিমাণ ছিল ১৯ হাজার ৯৫১ কোটি টাকা।

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

আনোয়ার ইব্রাহিমের বাংলাদেশ সফর

দুই ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের বন্ধুত্ব নতুন সোপানে

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের বাংলাদেশ সফর দুই ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের বন্ধুত্ব নতুন সোপানে উন্নীত করেছে। মাত্র চার ঘণ্টার এ সফরে এসে মালয়েশীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ড. ইউনূস তাঁর পুরনো বন্ধু। নতুন বাংলাদেশের সঙ্গে নতুন সম্পর্কের দ্বার উন্মোচনে মুখিয়ে আছে তাঁর দেশ। বাংলাদেশকে কৌশলগত অংশীদার থেকে ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারি সম্পর্কে উন্নীত করার ঘোষণা দেন মালয়েশীয় প্রধানমন্ত্রী। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে মালয়েশীয় নেতা বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়া শ্রমবাজার খুলে দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষায় প্রথম পর্যায়ে বাংলাদেশ থেকে ১৮ হাজার শ্রমিক নেওয়ার ঘোষণা দেন তিনি। বাংলাদেশ পূর্বমুখী সহযোগিতা সম্প্রসারণে আসিয়ানের 'সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনারশিপ' হওয়ার প্রত্যাশা পূরণেও সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন আনোয়ার ইব্রাহিম। বলেন, বাংলাদেশি পণ্যে হালাল সার্টিফিকেশনে দক্ষতা বাড়াতে টেকনিক্যাল সহায়তা করা হবে। সংক্ষিপ্ত সফরকালে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করেন মালয়েশীয় প্রধানমন্ত্রী। বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে একমত প্রকাশ করে উভয় পক্ষ। ওই বৈঠকে বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য সুখবর দেওয়া হয়। মালয়েশীয় প্রধানমন্ত্রী জানান, ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বের ওপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে তাঁর। তিনি বিশ্বাস করেন, বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে এবং এ ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা থাকবে। দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাদেশকে সহায়তা এবং রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে আসিয়ানে নিজেদের প্রভাব খাটানোর আশ্বাস দেওয়া হয়। মালয়েশিয়া আসিয়ানের গুরুত্বপূর্ণ দেশ। বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে। মালয়েশিয়াসহ আসিয়ান দেশগুলোর সঙ্গে যৌক্তিক কারণেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী বাংলাদেশ। ঢাকা-কুয়ালালামপুর সম্পর্ক ভূ-রাজনৈতিকবহ এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে তাৎপর্যের দাবিদার। মালয়েশীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের ফলশ্রুতিতে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা নতুন সোপানে উন্নীত হবে- এমনটিই আশা করা হচ্ছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ ও পরবর্তী নির্বাচন

মোহাম্মদ আবদুল মাননান

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদ আর পরবর্তী নির্বাচন নিয়ে সর্বত্র জোরালো আলোচনা ছিল, ছিল নীরব গুঞ্জনও; কত দিন অন্তর্বর্তী সরকার আর কবে একটি সাধারণ নির্বাচন! ছিল বলা এ কারণে যে, এখন অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু পুরো বিষয়টি নিয়ে দ্বন্দ্ব কাটেনি। অন্তর্বর্তী সরকারের শপথের পরপর উচ্চকিত উচ্চারণ ছিল- মেরামত-সংস্কার করে এ সরকার স্বীয় মেয়াদ সম্পন্ন করবে আর অস্থায়ী সরকারের অবলুপ্তি হতে পারে একটি জাতীয় নির্বাচনের আয়োজন করে বিজয়ী দলের সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে। জোর গলায় আওয়াজ ওঠেছিল, রাষ্ট্র ও সরকারের জরুরি মেরামত ছাড়া এ সরকার সরে গেলে বা তড়িঘড়ি করে একটি জাতীয় নির্বাচনের আয়োজন করলে জাতির ঘাড় থেকে আপাতত সরে যাওয়া স্বৈরাচারের ভূত সমূলে উৎপাটিত হবে না এবং ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে বহু জীবন আর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আগস্ট-অভ্যুত্থান। অন্তর্বর্তী সরকারের নানাজন আর রাজনৈতিক দলও এ মতের সমর্থক ছিল, হয়তো আছেও। কিন্তু দিন এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সরকারের মেয়াদ আর পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে নানান মতের প্রকাশ ঘটছে।

দেশের বড় দু'টি রাজনৈতিক দলের একটির কোনো বক্তব্য পাওয়ার সুযোগ নেই এ মুহূর্তে। কারণ দলটি পতিত; প্রধান নির্বাচন কমিশনার মরহুম এম এ সাঈদকে উদ্ধৃত করলে, 'দুষ্টুরা সব পালিয়েছে'। তবে নির্বাচনের পরিবেশ দেখা দিলে পলাতকদের বহুজন বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবেন। আপাতত পরিস্থিতি বিবেচনায় আগামী জাতীয় নির্বাচনের প্রধান স্টেকহো□ার বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী এবং সেই সাথে ক'টি বাম দল ও কয়েকটি ইসলামী ঘরানার দল আর আরো কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দল। প্রথমে সরকারকে একটু বেশি সময় দিতে চাইলেও বিএনপির মহাসচিবের গত ১৫ দিনের কথায় ভিন্ন সুর লক্ষ করা যাচ্ছে। গত এক সপ্তাহে দলটির ভারপ্রাপ্ত প্রধানের কথায়ও একটু পরিবর্তন লক্ষণীয়। জামায়াতে ইসলামী একটু দীর্ঘমেয়াদের অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে। বামসহ কয়েকটি ক্ষুদ্র দল রাষ্ট্র মেরামত গুরুত্ব দিতে চাইছে। তবে বামের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি দ্রুত নির্বাচিত সরকারে ফিরে যেতে আগ্রহী। প্রায় নীরব জাতীয় পার্টি। এখানে বলতে হবে, পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনে জিতে সরকার গঠনের অভিলাষী দলটির নাম বিএনপি এবং সেটি বহুজনের ধারণা। এখন আবার জামায়াতও এ অভিলাষে যুক্ত হতে পারে। ফলে বিএনপি আগামী নির্বাচনে কতটা সময় অপেক্ষা করবে, তা এখন বলে দেয়া কঠিন- ধারণা, দলটির নীতিনির্ধারকরাও এ বিষয়ে এখন চূড়ান্ত কিছু বলতে অপারগ। আবার এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজেদের মধ্যেও মতপার্থক্য থাকা বিচিত্র নয়।

বিএনপি ঠিক কতটা দিন-মাস-বছর বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে সময় দেবে তা পরবর্তী নির্বাচনে একটি বড় উপাদান বটে। আবার বিএনপি চাইলে এ সরকার নির্বাচন দিয়ে দেবে কি না, তা সময় বলবে। তবে বিএনপি আর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মধ্যে পরবর্তী নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হবে, তা নিয়ে ভিন্নতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান এবং উপদেষ্টারা নির্বাচন নিয়ে যা ভাবছেন, দু-একজনের কথাবার্তায় কিছুটা জানানো হয়েছে, কিন্তু সেখানে সুনির্দিষ্ট কোনো সময়ের কথা নেই। আদতে আগামী জাতীয় নির্বাচনের সময় নিয়ে ইনটেরিম গভার্মেন্ট ঠিক পরিকল্পনা এ মুহূর্তে আমজনতার বোঝার বা জানার সুযোগ নেই। এ সরকারকে নেপথ্যে অকুণ্ঠ সমর্থন জোগানো সেনাবাহিনীর সরকারের মেয়াদ আর নির্বাচন নিয়ে চিন্তাভাবনাও জানা যাচ্ছিল না। কিন্তু ক'দিন আগে বিদেশী সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে দেয়া সেনাপ্রধানের একটি সাক্ষাৎকার সরকারের মেয়াদ স্পষ্ট করে দিয়েছে বলে বহুজনের ধারণা সৃষ্টি হলেও ওই বক্তব্য নিয়েও এখন ভিন্নতর ব্যাখ্যা জারি আছে। ১৮ মাস এ সরকারকে সমর্থন দেয়ার কথা আছে সেনাপ্রধানের সাক্ষাৎকারে। কিন্তু প্রধান উপদেষ্টার প্রধান তথ্য কর্মকর্তার সংবাদ সম্মেলনে ভিন্নতর ব্যাখ্যা উঠে এসেছে। এখন ধারণা করা হচ্ছে, প্রয়োজনীয় সংস্কারের পর ১৮ মাসের মধ্যে নির্বাচন; এ মতেরও বিরূপ সমালোচনা আছে, আছে ভিন্নমত।

সরকার ছয়টি কমিশন গঠন করেছে; সমাজ মাধ্যমে দাবি উঠেছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মিডিয়া নিয়েও অনুরূপ কমিশন করা সমীচীন ছিল। মিডিয়া নিয়ে আরো একটি কমিশন গঠনের ঘোষণা এসে গেছে। ছয়টি কমিশন গঠন নিয়ে সরকারের মেয়াদ সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ-অনুমান করা চলে। কমিশনের সুপারিশসংবলিত প্রতিবেদন কি সরকারের লক্ষ্য, নাকি সুপারিশ আংশিক বা পুরোটা বাস্তবায়নও উদ্দেশ্য, তা কিন্তু একপ্রকারের ঝেরে না কাঁশার মতো অবস্থা। আবার দু-একটি কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের বিকল্প নেই; যেমন- নির্বাচন সংস্কার। দেখার আছে, আগস্ট-অভ্যুত্থানের মূল আকাক্সক্ষা কী ছিল। সংস্কার কমিশনের প্রধানদের নাম ঘোষিত হলেও অন্যান্য সদস্যের ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। এমনকি সংস্কার গঠন এখনো প্রধান উপদেষ্টার বক্তৃতাতে আটকে আছে; এখন অবধি সরকারি আদেশ হয়নি।

স্বৈরাচারের ১৫ বছরে (স্মর্তব্য, প্রথম পাঁচ বছর কিন্তু ভোটে নির্বাচিত) জনরোষ তুঙ্গে তুলেছিল মোটাদাগে- ১. তিনটি ভোটারহীন নির্বাচন, তথা মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিতকরণ। ২. দুর্নীতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যাওয়া। ৩. দলীয়করণ থেকে কোনো কিছু বাদ না দেয়া। কোটার দাবি থেকে এক দফার দাবি আদপে এই তিনটি মূল ইস্যু ঘিরে। এর সাথে আরো কতিপয় বিষয় তো আছেই। এ দাবির সাথে সংবিধান সংস্কার, বিচার বিভাগ সংস্কার, জনপ্রশাসন সংস্কার, পুলিশ সংস্কার, দুর্নীতি দমন সংস্কার, নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার ঠিক যতটা যায়, ততটা বাস্তবায়ন করা বর্তমান অনির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব হতে পারে বলে ঋদ্ধজনদের মতো।

রাষ্ট্র-সরকার এবং নির্বাচন ব্যবস্থার মেরামত বা সংস্কার একাধিক রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের বৃহত্তর অংশের বহুল উচ্চারিত দাবি।

রাষ্ট্র ও সরকারের সংস্কার একটি জটিল-কঠিন বিষয়। এ সংস্কার করতে সময় যেমন দরকার, তেমনি এ কাজে একটি নির্বাচিত সরকার থাকা জরুরি; চাইলেই তরিঘরি রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থার মেরামত করা যায় না। আবার রাষ্ট্র-সরকার-সংবিধানের সংস্কার হলে স্বৈরাচার থেমে যাবে, তাও নয়। একটি দল ক্ষমতায় এসে সংস্কারের হাড়হদ্দ বদলে দিলে কী করা! সংবিধান সংস্কার আগস্ট-অভ্যুত্থানের দাবিতে সেই অর্থে ছিল না। কিন্তু স্বৈরাচারের প্রত্যাবর্তন রুখতে কোথাও কোথাও সংবিধানের পরিবর্তন আবশ্যক বটে; সেটি সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতেও প্রয়োজন। কিন্তু সংবিধান সংস্কার আর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এক কথা নয়। অনেকে সংবিধান পুনর্লিখনের পক্ষে। কেউ আবার খোলনলচে বদলের কথা বলছেন। কেউ বলছেন, প্রয়োজনীয় সংশোধন এ মুহূর্তে আবশ্যক। সংবিধান নিয়ে এ বিতর্কে এটি উপযুক্ত পরিসর নয়। তবে এটুকু জানার আছে, বর্তমান সরকার ঠিক কী প্রক্রিয়ায় সংবিধানের অতি আবশ্যকীয় পরিবর্তন করতে চায়! বর্তমান নিয়মে রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে অধ্যাদেশ জারি করানো সম্ভব হলেও সংসদহীন অবস্থায় সংবিধান পরিবর্তনের ধারণাটি পরিষ্কার নয়। এখানেও কি ডকট্রিন অব নেসেসিটির প্রয়োগ হবে? এমনিতে সংসদ ভেঙে যাওয়ার পর সংবিধানে বর্ণিত সময়ে নির্বাচন না করতে পারার জন্য সহসা আপিল বিভাগের শরণাপন্ন হতে হবে এ সরকারকে। নাসিকা কুঞ্চিত করা যায়, কিন্তু সংবিধানের অনুপস্থিতি এবং বর্তমান সরকার প্রসঙ্গে হাবিবুল আউয়ালের কথাবার্তা মোটেই অসার নয় । একই কথা এখন ফরহাদ মজহারও বলছেন।

নির্বাচনব্যবস্থার মেরামত লাগবে। জনমানুষকে ভোটের পরিবেশ ফিরিয়ে না এনে নির্বাচনের আয়োজন সমীচীন হবে না। জনভোটকে নির্বাচনের দিকে ফেরাতে এবং যার ভোট সে দেবে, যাকে খুশি তাকে দেবে; অধিকন্তু প্রদত্ত ভোটের প্রতিফলন ঘটবে- এটুকু নিশ্চিত না করে নির্বাচনের আয়োজন জনতা প্রত্যাখ্যান করবে বলে মনে হয়। আগস্ট-অভ্যুত্থানে পুলিশও জনরোষে পড়েছে। কিন্তু একটি অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে এবং স্বল্প সময়ে পুলিশ ও জনপ্রশাসনের সংস্কারের সুপারিশ প্রণয়ন সম্ভব হলেও বাস্তবায়ন সম্ভব হবে কি? একই প্রশ্ন করা যাবে বিচার বিভাগের সংস্কার-সুপারিশ বাস্তবায়ন নিয়েও। দুর্নীতি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে। পতিত স্বৈরাচার সরকার কাজটি বেশ সফলতার সাথে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছিল।

দেশের প্রচলিত আইনে দুর্নীতির হ্রাস করা সম্ভব। দরকার সরকারের সদিচ্ছা। এখন দুর্নীতি সংস্কার কমিশন ঠিক কী করতে চাইছে, বোঝার আছে। মানুষের প্রত্যাশা এবং আগস্ট-অভ্যুত্থানের দাবি, দুর্নীতির মুখোশ উন্মোচন করে দায়ীদের বিচারের আওতায় আনা এবং বিদেশে পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনা। একই সাথে অর্থনীতিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা। এ কমিশন বরং বিগত ১৫ বছরের দুর্নীতির একটি বিস্তারিত শ্বেতপত্র প্রণয়ন করে দিতে পারে; যাতে দুর্নীতিবাজদের বিচারের সম্মুখীন করা সহজ হয়। দাবি আছে, জুলাই-আগস্টের হত্যার সাথে জড়িতদের চি□িত করে বিচারের মুখোমুখি করা।

ছয়টি সংস্কার কমিশনকে ডিসেম্বর অবধি সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। সব ক'টি কমিশন এ সময়ের মধ্যে তাদের প্রতিবেদন দেবে কি না বলা মুশকিল। না দিতে পারলে সময় বাড়বে। এরপর কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের পালা। সহজে অনুমেয়, একেকটি কমিশনের অনেক সুপারিশ থাকবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সবটা কি বাস্তবায়নের পথে হাঁটবে, নাকি একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরে যতটুকু দরকার, ঠিক ততটুকু বাস্তবায়ন করবে; এ প্রশ্নের ওপরও সরকারের মেয়াদ নির্ভর করবে। সব সুপারিশ বাস্তবায়নের ম্যান্ডেট কি এ সরকারের আছে অথবা প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল তখন কী করবে; এ দু'খান প্রশ্নের ওপরও সরকারের মেয়াদ আর পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে বড় নিয়ামকের ভূমিকা নেবে।

কথা উঠেছে নতুন দল গঠন নিয়ে। শূন্যতা থাকলে নতুন দল হতে পারে। কারোর 'হ্যাডম' থাকলে নতুন দল নিয়ে বাজারে আসবেন; গণতন্ত্রে বাধা নেই তাতে। নতুন দল কতটা কী করতে পারবে, তা সাধারণ মানুষের আপাতত বিবেচনার বিষয় নয়। বস্তুত একটি দলের পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া অথবা আরেকটি দলকে জনপরিসর কিংবা ভোটের ময়দান থেকে হাওয়া করে দেয়া অথবা নতুন কোনো দলের গঠনকে সহায়তা দেয়া অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্বের সাথে যায় না।

লেখক : অতিরিক্ত সচিব (অব:) ও কথাসাহিত্যিক।

ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র তাপসের দুর্নীতিকাণ্ড

দুপুরে ভাত আনতে বরাদ্দ ছিল একটি গাড়ি, জ্বালানি খরচ ২৮ লাখ টাকা

ঢাকা, ৯ অক্টোবর : বনানীর বাসা থেকে শেখ ফজলে নূর তাপসের জন্য প্রতিদিন দুপুরে খাবার আনতে যেত ঢাকা

দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের একটি গাড়ি। শুধু এ কাজের জন্য করপোরেশনের পরিবহন বিভাগের একজন চালক নিয়োজিত ছিলেন। বনানী থেকে ফুলবাড়িয়ায় দক্ষিণ সিটির প্রধান কার্যালয় নগর ভবনে টিফিন বক্সে করে খাবার আনতে ওই গাড়ির জন্য দিনে ২০ লিটার জ্বালানি তেল (অকটেন) বরাদ্দ ছিল।

এখন এক লিটার অকটেনের দাম ১২৫ টাকা। সে হিসাবে তাপসের বাসা থেকে দুপুরের খাবার আনার পেছনে দিনে ব্যয় হতো ২ হাজার ৫০০ টাকা। তাপসের খাবার আনার কাজে ব্যবহৃত ওই গাড়ির (সেডান কার) জন্য শুক্র ও শনিবার ছাড়া মাসে বরাদ্দ ছিল ৪৪০ লিটার অকটেন। সব মিলিয়ে গাড়ির পেছনে জ্বালানি বাবদ মাসে খরচ হতো ৫৫ হাজার টাকা, যা বছরে ৬ লাখ ৬০ হাজার টাকা।

তাপস ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়রের দায়িত্বে ছিলেন ৫১ মাস। সে হিসাবে শুধু দুপুরের খাবার আনার জন্য গাড়ির জ্বালানি বাবদ সিটি করপোরেশনের ব্যয় ২৮ লাখ ৫ হাজার টাকা। আর যে গাড়িতে দুপুরে ভাত আনা হতো, সেই গাড়ি অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা হতো না।

খাবারের ওই গাড়ির বাইরে তাপস নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জন্য সিটি করপোরেশনের তিনটি গাড়ি ব্যবহার করতেন। এ ছাড়া বিধি ভেঙে তাঁর দপ্তরের দুই কর্মকর্তাকেও (দুজনই ছাত্রলীগের সাবেক নেতা) গাড়ি ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিগত একজন কর্মীকেও করপোরেশনের গাড়ি বরাদ্দ দিয়েছিলেন। এই ৯ গাড়ির পেছনে জ্বালানি তেল বাবদ ৫১ মাসে সিটি করপোরেশনের ব্যয় প্রায় ২ কোটি টাকা।

নিয়ম অনুযায়ী, মেয়রের জন্য সিটি করপোরেশন থেকে সার্বক্ষণিকভাবে বরাদ্দ থাকে একটি গাড়ি। গাড়িটি চালাবেন সিটি করপোরেশনের পরিবহন শাখার একজন চালক। তবে তাপস মেয়র থাকার সময় এ নিয়ম মানা হয়নি।

মেয়র থাকার সময় তাপস ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের নামে ৯টি গাড়ি বরাদ্দের বিষয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মিজানুর রহমান ৪ অক্টোবর বলেন, ‘আমি এখানে দায়িত্ব পালন করছি দেড় বছর ধরে। এর আগে থেকেই তিনি (তাপস) একাধিক গাড়ি ব্যবহার করে আসছেন। তিনি যদি নিয়মের বাইরে গিয়ে অতিরিক্ত কিছু করে থাকেন, তা হিসাব করলেই বের হয়ে আসবে।’

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র হন তাপস। তবে দায়িত্ব নেন ওই বছরের মে মাসে। গণ-অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের দুই দিন আগে অনেকটা গোপনে দেশ ছাড়েন তিনি। বর্তমানে তিনি সিঙ্গাপুরে অবস্থান করছেন বলে তাঁর ঘনিষ্ঠরা জানিয়েছেন।

মানহানির মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট তাবাসসুমকে আদালতে তলব

ঢাকা, ৯ অক্টোবর : প্রধান উপদেষ্টা ও শহীদ আবু সাঈদকে নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করায় সাময়িক বরখাস্ত হওয়া সহকারী কমিশনার তাপসী তাবাসসুমের (ঊর্মি) বিরুদ্ধে মানহানির মামলা হয়েছে। ঢাকার সিএমএম আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে আগামী ২৮শে নভেম্বর তাকে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারির আদেশ দিয়েছেন। ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসেন মঙ্গলবার এই আদেশ দেন। এই তথ্য নিশ্চিত করেন ওই আদালতের বেঞ্চ সহকারী গোবিন্দ চন্দ্র দাস। আদালতের আদেশে বলা হয়েছে, মামলার বাদী গণঅধিকার পরিষদের উচ্চতর পরিষদ সদস্য ও গণমাধ্যম সমন্বয়ক আবু হানিফ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। তিনি ১১ দিন কারাভোগ করেন। মামলার নথিপত্রের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, আসামি তাপসী তাবাসসুম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শহীদ আবু সাঈদকে নিয়ে চরম অবমাননাকর কটূক্তি করেছেন। আদালত আদেশে আরও বলেছেন, আসামি তাপসী তাবাসসুমের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৫০০ (মানহানি সংক্রান্ত অপরাধ) ও ৫০১ ধারার অপরাধের অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা থাকায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নেয়া হলো।

লালমনিরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার (নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট) তাপসী তাবাসসুমের (ঊর্মি) একটি ফেসবুক পোস্ট নিয়ে সম্প্রতি ব্যাপক আলোচনা হয়। এর জেরে গত ৬ অক্টোবর রোববার তাকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) এবং সোমবার সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। একইসঙ্গে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করার সিদ্ধান্ত হয়। তাকে সাময়িক বরখাস্ত করার কথা জানিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, তাপসী তাবাসসুম নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক স্ট্যাটাসের মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকার ও প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

মঙ্গলবার সকালে ঢাকার আদালতে তাপসী তাবাসসুমের (ঊর্মি) বিরুদ্ধে মামলা নেয়ার আবেদন করেন গণঅধিকার পরিষদের নেতা আবু হানিফ। আদালত বাদীর জবানবন্দি রেকর্ড করেন।

মামলার আরজিতে বলা হয়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদকে নিয়ে ফেসবুকে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন তাপসী তাবাসসুম। একইসঙ্গে তিনি প্রধান উপদেষ্টাকে নিয়েও আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন।

যুক্তরাজ্য খেলাফত মজলিসের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৬ অক্টোবর পূর্ব লন্ডনের দারুস সুন্নাহ মিলনায়তনে এই সভা হয়।

এতে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি শায়খুল হাদীস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুফতি ছালেহ আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা ফয়েজ আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাজ্য শাখার উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য মুফতী হাবীব নুহ।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি ও ব্রাডফোর্ড শাখার সভাপতি মাওলানা আব্দুস সালাম, সহ সভাপতি হাফিজ মাওলানা ইকবাল হোসাইন, সহ সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মিসবাহুজ্জামান হেলালী,সহ সাধারণ সম্পাদক ও লিডস শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ছাদিকুর রহমান, মাওলানা কমর উদ্দিন প্রমুখ।

সভায় বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কার্যক্রমকে আরো জোরদার ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ব্রাডফোর্ড, লীডস ও ওলডহ্যাম সফর সহ সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

ঢাকাদক্ষিণ বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ অ্যাসোসিয়েশন ইউকের সভা

ঢাকাদক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ দত্তরাইল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ইউকের এক জরুরী সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৬ অক্টোবর রবিবার লন্ডনের একটি হলে এই সভা হয়।

এতে সংগঠনের সভাপতি জনাব তছউর আলী'র সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান শানুর পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহসভাপতি মুজিবুর রহমান, সহসভাপতি সেলিম উদ্দিন চাকলাদার, কোষাধ্যক্ষ ফরিদ আহমদ, সহ কোষাধ্যক্ষ কাওসার আহমেদ জগলু, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ময়নুল ইসলাম, মহিলা সম্পাদক নাজিয়া আক্তার রেবিন, বিনোদন সম্পাদক রহিম উদ্দিন মুক্তা, আপ্যায়ন সম্পাদক মিসবাহ উদ্দিন, কার্যকরী কমিটির সদস্য হেলাল আহমেদ, রোকসানা পারভীন জোছনা, তাজুল ইসলাম, আব্দুল কাদির প্রমুখ।

সভায় জানানো হয়, আগামী ২০ অক্টোবর রবিবার সংগঠনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, পুনর্মিলনী ও এজিএম উপলক্ষে দুটি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্রের উপকমিটির প্রধান করা করার জন্য সহ সভাপতি সেলিম উদ্দিন চাকলাদারের নাম প্রস্তাব করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান শানুর। পরবর্তীতে সহসভাপতি দেওয়ান নজরুল ইসলাম অনুষ্ঠান উপকমিটির নাম প্রস্তাব করেন। সেটা ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্র অন্য সদস্যরা হলে তছউর আলী, শামীম আহমদ, মুজিবুর রহমান, আজন উদ্দিন, নাজমুল ইসলাম নুরু, মাহমুদুর রহমান শানুর, আবুল হাসনাত নাইস ফরিদ আহমদ ও ময়নুল ইসলাম।

অনুষ্ঠান উপকমিটির সদস্যরা হলেন উদ্দিন মুক্তা, বুরহান উদ্দিন, আলী রাজা, শামীম আহমেদ, তাজুল ইসলাম, কবির আহমেদ খান তায়েফ, সুলতান আহমদ ইমন, শাহাদত সায়েম, মাহবুব হোসেন, শাহরিয়ার রহমান জুনেদ, রোকসানা পারভীন জোছনা, নাজিয়া আক্তার রেবিন, কামরুজ্জামান চাকলাদার, জিলাল উদ্দিন, শেলু আহমদ, খালেদ আহমেদ, রসুম

তছউর আলী, নাজমুল ইসলাম নুরু, সেলিম উদ্দিন চাকলাদার, দেওয়ান নজরুল ইসলাম, মাহমুদুর রহমান শানুর, ফরিদ আহমদ, কাওসার আহমেদ জগলু, হেলাল আহমেদ, শাহরিয়ার আহমেদ সুমন, মিসবাহ উদ্দিন আব্দুল কাদির (নগর) আব্দুল কাদির (রায়গড়), রহিম জসিম উদ্দিন, আজিজুর রহমান, আব্দুল কাইয়ুম কানু, এমদাদুল হোসেন জগলু, তাজ উদ্দিন। এছাড়া সভায় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের গুণীজন সম্মাননা পদক দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করেন দেওয়ান নজরুল ইসলাম। পরে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

feast & Mishti
Restaurant
& Sweetmeat
ফিস্ট:
হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট
£15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট

For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক

রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিধা
Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane,
London E1 5JP

Community Development Initiative
Advancing to the next level
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.
- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development
Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

বিএনপি নেতা জালাল উদ্দিন চৌধুরীর মৃত্যুতে যুক্তরাজ্য বিএনপির গভীর শোক

বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও বার্মিংহাম সিটি বিএনপির সাবেক সভাপতি জালাল উদ্দিন চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্য বিএনপি।

শোকবার্তায় বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক এবং কেন্দ্রীয় বিএনপির কার্যনির্বাহী সদস্য ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ বলেন, জালাল উদ্দিন চৌধুরীর মৃত্যুতে মরহুমের পরিবারের মতো যুক্তরাজ্য বিএনপির সর্বস্তরের নেতাকর্মীগণ গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদীদলের একজন লড়াকু সৈনিক এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগ্রামে তার অবদান ছিল অপরিসীম।

শোকবার্তায় নেতৃদ্বয় বলেন, মরহুম জালাল উদ্দিন চৌধুরী সকলের কাছে একজম সজ্জন, বিনয়ী ও দলের নিবেদিত নেতা হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। তার নেতৃত্বের গুণাবলী সকলের কাছে অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। তার মৃত্যুতে আমরা একজন খাটি দেশপ্রেমিক নেতাকে হারালো। মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রসিডেন্ট জিয়াউর রহমান (বীর উত্তম) এর হাতেগড়া সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের দর্শন, নীতি ও আদর্শকে প্রতিষ্ঠা এবং বার্মিংহাম এলাকায় বিএনপিকে একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করতে মরহুম জালাল উদ্দিন চৌধুরী যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তা নেতাকর্মীদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শোকবার্তায় নেতৃদ্বয় মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে পরকালে জান্নাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যবর্গ, আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ফ্রুট অ্যান্ড উল এক্সচেঞ্জে নতুন শিক্ষামূলক উদ্যোগের সূচনা

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল কর্তৃক ইজারা দেয়া লন্ডন ফ্রুট অ্যান্ড উল এক্সচেঞ্জে (এল.এফ.ডব্লিউ.ই) একটি ইউনিটে কর্মসংস্থান এবং দক্ষতা সেবা প্রদানের চুক্তি নিশ্চিত করেছে ওএমজি এডুকেশন নামের স্বাধীন একটি স্কুল।

ওএমজি এডুকেশন নামের স্কুলটি সৃজনশীলতা ও শিল্পকলার ওপর জোর দেয় এবং পরিবার, কমিউনিটি ও বাহ্যিক সংস্থার সঙ্গে কাজ করে একটি ব্যাপক সহায়ক ব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ প্রদান করে। গত ৬ সেপ্টেম্বর ফিতা কেটে এবং ভাষণের মাধ্যমে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের চাকরি ও দক্ষতা বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর মুস্তাক আহমেদ, বলেছেন, এই উদ্যোগ আমাদের কমিউনিটির সমৃদ্ধি বৃদ্ধির পরিকল্পনার প্রতীক, যেখানে আমাদের সম্পদ ব্যবহার করে এমন প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি প্রদান করা হচ্ছে, যা অনেক বাসিন্দার জীবনকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে।

"আমি দৃঢভাবে বিশ্বাস করি ওএমজি এডুকেশন ঐতিহাসিক ফ্রুট এন্ড উল এক্সচেঞ্জ ভবনে উন্নতি করবে এবং তারা যখন আমাদের স্থানীয় কমিউনিটিগুলোর সঙ্গে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করবে, তখন তারা যে ফলাফল আনবে তার জন্য আমি উন্মুখ হয়ে আছি।"

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ধারা কাউন্সিল একটি নতুন ডেলিভারি অংশীদার খুঁজতে ২০২৩ সালে একটি খোলা টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। অন্তর্বর্তী সময়ে, পপলার হারকা অংশীদার হিসেবে নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত একটি অস্থায়ী স্থান হিসাবে সাইটটি ব্যবহার করে।

১০৬ চুক্তির মাধ্যমে ২০১৮ সালে ইউনিটটি লাভ করে। এটি একজন ডেভেলপার এবং স্থানীয় কাউন্সিলের মধ্যে একটি আইনি চুক্তি যাতে ডেভেলপারকে অর্থের মাধ্যমে বা কমিউনিটি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য অবদান রাখতে হয়।

ওএমজি এডুকেশন একটি কম ভাড়ার চুক্তির বিনিময়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে তারা অন্তত ১,০০০ বেকার ব্যক্তির সাথে কাজ করবে, ৮১৭ জনের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং ১,০০০ জনের জন্য ব্যক্তিগত কাজের পরিকল্পনা তৈরি করবে।

এই উদ্যোগের মধ্যে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, এবং অন্তত ৩০% অংশগ্রহণকারীর চাকরি বা একটি অ্যাপ্রেন্টিসশিপ প্রোগ্রামে প্রবেশের লক্ষ্যমাত্রা থাকবে।

ওএমজি এডুকেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক জামাল মিয়া বলেছেন: 'আমরা বিশ্বাস করি যে প্রতিটি তরুণের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সুযোগ থাকা উচিত। আমাদের সৃজনশীল এবং উদ্ভাবনী পাঠ্যক্রম, যা সঙ্গীত এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর জোর দেয়, ছাত্রদের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতে এবং তাদের সম্ভাবনার সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে সহায়তা করে। আমরা একটি নিরাপদ এবং সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যেখানে ছাত্ররা শিখতে, বেড়ে উঠতে এবং সফলতার জন্য প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারে।

আপনি যদি ওএমজি এডুকেশন দ্বারা প্রদত্ত সার্ভিস গুলি সম্পর্কে আরও জানতে চান, তাহলে অনুগ্রহ করে সমস্ত শিক্ষাচ্চভিত্তিক অনুসন্ধানের জন্য এবং কর্মসংস্থান এবং দক্ষতা-ভিত্তিক অনুসন্ধানের জন্য ইমেল করুন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।
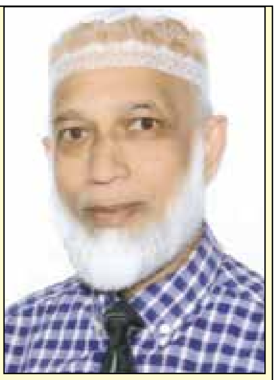
Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal

House, Flat & Office Removals · Surprisingly affordable prices · Fast, reliable and efficient service · Short-term notice bookings · Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

বিএডিবি'র ক্যান্সার বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ডেলাওয়্যার ভ্যালী (বিএডিবি) আয়োজিত ক্যানসার সচেতনতা এবং ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কিত সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

স্থানীয় সময় গত রোববার (৬ অক্টোবর) ইসলামিক সেন্টার অব ডেলাওয়ার কাউন্টিতে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

বিএডিবির চলমান কমিউনিটি আউটরিচ উদ্যোগের অংশ হিসেবে জেফারসন হেলথের সহযোগিতায় এ আয়োজন করা হয়। সেমিনারে ক্যানসার রোগ এবং এর প্রতিরোধ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন বিশেষজ্ঞ ড. এম. শীফাত এবং ডা. ইউ. ফাতিমা। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন রাজিয়া সুলতানা তানিয়া, মাজরেহা বিনতে জাহের।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ডেলাওয়্যার ভ্যালী (বিএডিবি) এর সভাপতি ফারহানা আফরোজ পাপিয়া জানান, বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটিতে সমাজ সচেতনামূলক বিভিন্ন সেমিনার আমরা চালিয়ে যাব, যা কমিউনিটির উপকারে আসবে। কমিউনিটির কাছে এটা আমাদের দায়বদ্ধতা।

সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে কমিউনিটির স্বাস্থ্য ও কল্যাণে পার্থক্য গড়ে তোলা সম্ভব বলেও জানান সভাপতি ফারহানা আফরোজ পাপিয়া।

অনুষ্ঠানে উল্লেখজনক সংখ্যক দর্শক অংশ নেন। এসময় তারা এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়ায় বিএডিবি'র ভূয়শি প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে আরো অনুষ্ঠান আয়োজনের আহবান জানান।

বিএডিবি'র প্রাক্তন সভাপতি ড. ইভা সক্কার আমন্ত্রিত বক্তাদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। অংশ নেওয়া সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘোষণা করেন কালচারাল সেক্রেটারি শাহিদা আফরোজ। অনুষ্ঠানের শেষে অংশগ্রহনকারীদের আপ্যায়ন করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সাংবাদিক মঞ্জুর সাথে সিলেট সিটি ক্লাবের মতবিনিময়

চ্যানেল এস-এর সিলেটের চীফ রিপোর্টার, সিলেটের জনপ্রিয় অনলাইন টিভি ভয়েস অব সিলেটের পরিচালক মইনুদ্দিন মঞ্জুর সাথে মতবিনিময় সভা করেছে সিলেট সিটি ক্লাব ইউকে। গত ২ সেপ্টেম্বর বধুবার লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব হলে সিলেট সিটি ক্লাব ইউকে এই সভার আয়োজন করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি আবু বকর ফয়েজী সুমনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক তোফায়েল বাছিত তপু ও শহীদুল ইসলাম মামুনের যৌথ পরিচালনায় মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা আবদুর রাজ্জাক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মুজিবুল হক মনি, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সহ সভাপতি রহমত আলী, লন্ডন এডুকেশন ট্রাস্টের প্রেসিডেন্ট সাংবাদিক মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, সিলেট সিটি ক্লাবের পক্ষে সাবুল শামসুজ্জামান, জিয়ার আহমদ, জাকির হোসেন, আশরাফগাজী, সৈয়দ জাবেদ ইকবাল, সালেহ গজনবী, ইয়ামিনুর রহমান রুবেল, সালাউদ্দিন মামুন, জিয়াউল ইসলাম জিয়া, আবুল হোসেন ও সামুন আহমদ।

সভায় বক্তারা বলেন, সাংবাদিকরা সমাজের দর্পণ। তাই সিলেট এবং দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সাংবাদিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন, সেক্ষেত্রে মইনুদ্দিন মঞ্জু'র উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। সিলেটের যেকোনো সংকটে ও জনদুর্ভোগে তিনি সব সময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, দেশের মানুষের সুখে দুঃখে ও জনসাধারণের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি সিলেট শহরের সাংবাদিকতা করলেও পুরো ইউকে জুড়ে কমিউনিটিতে পরিচিত। মূলত সিলেট থেকে আমাদের কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সফর বা প্রজেক্ট নিয়েস্টোরিগুলো মিডিয়াতে তুলে ধরেই তার এই পরিচিতি।

মতবিনিময় সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, সেলিম হোসেইন, সাদিক হোসেন, রিজভী রহমান বাপ্পী, সাবেরচৌধুরী মহসিন, সুজাত আহমদ, মিজানুর রহমান মিজান, রুনু মিয়া, নাছিম আহমদ চৌধুরী,আহমদ সাদিক, মহান চৌধুরী, আমির খসরূ, আজমল হোসেন, সৈয়দ সুহেল আহমদ, জালাল মিনটু, মিকদাদ খান, এনাম আহমদ, জাহাঙ্গীর হোসেন, জয়নাল জাকির, সুফি সুহেল আহমদ, মুনিম আহমদ, কিরণ চৌধুরী, ইস্তাব উদ্দিনআহমদ, কামরান আহমদ ও আদনান চৌধুরী ও সাজাদ আহমদ প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'
■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।
Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK

SAVE Time & Travel Cost
Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal
Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa
*Competitive fees
*Excellent service
MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.
37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

দেশের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ জনপদ টাওয়ার হ্যামলেটস হচ্ছে কমিউনিটি গুলোর সংহতির আলোকবর্তিকা

সর্বশেষ স্বাধীন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, টাওয়ার হ্যামলেটসের ৯০ শতাংশ মানুষ বিভিন্ন পটভূমি থেকে এসেও একে অপরের সাথে ভালোভাবে মিলেমিশে থাকে।

৭/১০ হামলার বার্ষিকীতে নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান সমর্থন ও সম্মানের সংস্কৃতির জন্য কমিউনিটিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

একটি নতুন স্বাধীন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের মধ্যে সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ স্থান হওয়া সত্ত্বেও, টাওয়ার হ্যামলেটস দেশের সবচেয়ে বেশি কমিউনিটি সংহতির হার গুলোর একটি হওয়ার গৌরবজনক ঐতিহ্য রয়েছে।

সর্বশেষ বার্ষিক রেসিডেন্টস্ সার্ভে অর্থাৎ বাসিন্দাদের মধ্যে পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, ১০ জনের মধ্যে ৯ জন (৯০ শতাংশ) একমত যে 'এই জনপদটি এমন একটি এলাকা যেখানে বিভিন্ন পটভূমি অর্থাৎ নৃতাত্ত্বিক পরিচয় থেকে আসা মানুষ একে অপরের সাথে ভালোভাবে মিলেমিশে থাকেন' যা গত বছরের গড় হার ৮৬ শতাংশ থেকে বেড়েছে। এটি আরও উল্লেখযোগ্য এ কারণে যে, টাওয়ার হ্যামলেটস হচ্ছে রাজধানী লন্ডনের অভ্যন্তরীণ একটি বোরো, যা দেশের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ স্থান এবং যেখানে জনসংখ্যা দ্রুততম হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০১১ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে টাওয়ার হ্যামলেটসের জনসংখ্যা ২২.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে এই বরায় গড়ে একটি ফুটবল মাঠের আকারের এলাকায় ১১২ জন মানুষ বসবাস করে, যেখানে জাতীয় গড় হচ্ছে মাত্র তিনজন (২০২১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)।

টাওয়ার হ্যামলেটসে রয়েছে দেশের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের জনসংখ্যা। দেশের বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠির বাস এই বারায় এবং এর পাশাপাশি ইহুদি, সোমালি, বাঙালি এবং ঐতিহ্যবাহী শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ কমিউনিটির গর্বিত উত্তরাধিকার রয়েছে এই জনপদের। এখানে ১৩৭ টিরও বেশি ভাষায় কথা বলা হয়, এবং ৪৩ শতাংশ বাসিন্দা ২০০টিরও বেশি ভিন্ন ভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন।

মধ্যপ্রাচ্যের চলমান পরিস্থিতি দেশব্যাপী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। টাওয়ার হ্যামলেটসেও এর ব্যতিক্রম নয়। এর সফলতার একটি বড় অংশ হলো ইন্টার ফেইথ ফোরামের মতো গোষ্ঠীগুলোর কাজ, যা বিভিন্ন ধর্মের নেতাদের একত্রিত করে আমাদের বৈচিত্রময় সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে পরামর্শ ও সহযোগিতা করতে কাজ করে। কাউন্সিল টাওয়ার হ্যামলেটস টেনশন মনিটরিং গ্রুপকেও তত্ত্বাবধান করে, যারা নিয়মিত বৈঠক করে সংহতি, কমিউনিটির অনুভূতি এবং কীভাবে বিভিন্ন বিষয় বাসিন্দাদের ওপর প্রভাব ফেলে তা নিয়ে আলোচনা করে।

কাউন্সিল 'নো প্লেস ফর হেট' প্রচারণাও পরিচালনা করে আসছে। এ পর্যন্ত ৫,৮৫০ জন ব্যক্তি এবং ২০৭টি সংস্থা এই প্রচারণায় সাইন আপ করেছে, যা পারস্পরিক সম্মান ও সহনশীলতাকে উৎসাহিত করে এবং বছরের পর বছর বরোর বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্মকে উদযাপন করে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "কমিউনিটির সংহতির জন্য একটি বাতিঘর হচ্ছে টাওয়ার হ্যামলেটস। আমরা দেশের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ স্থান এবং সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় স্থানগুলির মধ্যে একটি, তবুও আমাদের বাসিন্দাদের ৯০ শতাংশ বলেন যে তারা একে অপরের সাথে ভাল আছেন।

মেয়র বলেন, "মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত মানুষের কাছে খুবই আবেগপ্রবণ ইস্যু, তবুও গত ১২ মাসে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের লোকেরা একসাথে ভালো ভাবে চলছেন চ্চ এমন বাসিন্দাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে দেখেছি। এটা সম্ভব হয়েছে কমিউনিটির উত্তেজনা পর্যবেক্ষণ এবং জনগণকে একত্রিত করার জন্য কাউন্সিল যে ব্যবস্থা নিয়েছে তার ফলে। সর্বোপরি এটি আমাদের বাসিন্দাদের নিজেদেরই টেস্টামেন্ট, যারা একে অপরকে সম্মান করে এবং সমর্থন করে। লোকেরা টাওয়ার হ্যামলেটসে বসবাস করতে পেরে গর্বিত এবং আমরা তাদের সেবা করতে পেরে গর্বিত।"

টাওয়ার হ্যামলেটস ইন্টার ফেইথ ফোরামের চেয়ার সুফিয়া আলম বলেছেন, "বার্ষিক রেসিডেন্টস সার্ভে থেকে সাম্প্রতিক ফলাফল দেখে আমি গর্বিত, যা দেখায় যে টাওয়ার হ্যামলেটসে সম্প্রদায়গুলি কতটা ঐক্যবদ্ধ।"

তিনি বলেন, "অসুবিধা বা অস্থিরতার সময়ে, বৈচিত্রতা কীভাবে আমাদের সম্প্রদায়কে কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে সেই শক্তিমত্তা তুলে ধরে। আমাদের এই বরায় ঘৃণার কোন স্থান নেই, যা নিয়ে আমরা গর্বিত। আমরা সকল ধরণের ঘৃণা মোকাবেলায় বাসিন্দাদের সমর্থন করার জন্য কাজ চালিয়ে যাব এবং বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষেত্রে সক্রিয় হতে থাকব।"

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

প্রবাসী বালাগঞ্জ ওসমানীনগর আদর্শ উপজেলা সমিতি

বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২৪

আসসালামু আলাইকুম
সম্মানিত সুধী,
এতদ্বারা আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২৮ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে প্রবাসী বালাগঞ্জ ওসমানীনগর আদর্শ উপজেলা সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

তারিখ : ২৮ অক্টোবর ২০২৪ সোমবার
সময় : সন্ধ্যা ৬:৩০ ঘটিকা
স্থান : মাইক্রো বিজনেস সেন্টার
50B Greatorex Street
London E1 5NB

আলোচ্য সূচি:
১. পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত
২. অনুপস্থিতির জন্য অপারগতা
৩. সভাপতির স্বাগত বক্তব্য
৪. বিগত সভার কার্য বিবরণী পাঠ ও উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা
৫. সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন উপস্থাপন
৬. কোষাধ্যক্ষের আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন
৭. বিবিধ।

উক্ত সভায় আপনাদের উপস্থিতি একান্ত ভাবে কাম্য

বিনীত
আজাদুর রহমান আজাদ
সাধারণ সম্পাদক
07535 703271
প্রবাসী বালাগঞ্জ ওসমানীনগর আদর্শ উপজেলা সমিতি

সিলেট শহরে বাড়িসহ জায়গা বিক্রি

শাহজালাল উপশহরের সি-ব্লক হতে তিন মিনিট হাঁটার দূরত্বে ও সৈদানীবাঘ জামে মসজিদের সন্নিকটে

সাড়ে ৪০ ডেসিমেল জায়গার উপর নির্মিত দু'তলা ফাউন্ডেশনের একতলা বাড়ি জায়গাসহ বিক্রি হবে।

মূল্য আলোচনা সাপেক্ষে। জায়গার সব কাগজপত্র সম্পূর্ণ সঠিক পাবেন। ইনশাআল্লাহ তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই। বিক্রয়মূল্য ফোনে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারবেন।

এছাড়াও, সৈদানীবাঘ জামে মসজিদের পাশে বাড়ি তৈরির উপযোগী আরো সাড়ে ৭ ডেসিমেল জায়গা বিক্রি হবে। দাম আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারবেন।
সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ, যারা প্রকৃত আগ্রহী শুধু তারাই কল করবেন। অনর্থক ফোন করে কষ্ট দিবেন না। দয়া করে নামাজের সময় ফোন করবেন না।

Contact:
07305 568 096, 07305 566 834
WD:30-33

আরবি পড়াইতে চাই

আপনি কি আপনার সন্তানকে সহিহ শুদ্ধভাবে তাজবীদ সহকারে কুরআন শিক্ষা দিতে চান? ১০-১৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আলিম ও আলিমা (মহিলা) দ্বারা কুরআন শরীফ ও দ্বীনি শিক্ষা দেয়া হয়।
যোগাযোগ : আহসান আহমেদ (ক্বারী ও আলিম)
Mob: 07466 689 586
WD: 29-33

ম্যানচেস্টারে অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনারের সাথে নেবট্রা নেতৃবৃন্দের মতবিনিময়

যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারে নিযুক্ত বাংলাদেশের অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনার কাজী জিয়াউল হাসানের সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাত ও মতবিনিময় সভা করেছেন নর্থ ইংল্যান্ড বাংলাদেশী টিভি রিপোর্টারস অ্যাসোসিয়েশনের (নেবট্রার) সিনিয়র নেতৃবৃন্দ। গত ৪ অক্টোবর শুক্রবার তারা এই সাক্ষাত ও মতবিনিময় করেন।

সভায় নেবট্রা সভাপতি এম জি কিবরিয়ার নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে ছিলেন সহ-সভাপতি তৈয়বুর রহমান শ্যামল এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মোহাম্মদ নুরুল আমিন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা ফারুক যোশী ও গণি আহমেদ চৌধুরী।

ম্যানচেস্টারস্থ অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে নেবট্রা নেতৃবৃন্দ নর্থ ইংল্যান্ডের বাংলাদেশী কমিউনিটি ও মিডিয়া কর্মীদের স্বার্থে এবং হাই কমিশনের কনস্যুলার সার্ভিসের মানোন্নয়ন সহ বিভিন্ন ইস্যুতে কথা বলেন।

জবাবে অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনার কাজী জিয়াউল হাসান নেবট্রা'র নতুন কমিটিকে অভিনন্দন ও নেতৃবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশীদের সেবায় এসিস্ট্যান্ট হাইকমিশন নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং সেবার মান উন্নয়নেও সচেষ্ট আছে। তিনি আগামী পনেরোই অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য নেবট্রা'র অভিষেক অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করেন। এসিস্ট্যান্ট হাই কমিশনার দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে বৈধ পথে দেশে টাকা প্রেরনে প্রবাসীদের প্রতি ও অনুরোধ করেন। জবাবে নেবট্রা নেতৃবৃন্দ এসিস্ট্যান্ট হাই কমিশনারকে তার আন্তরিক অভ্যর্থনা ও মেহমানদারীর জন্য ধন্যবাদ দেন এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে উন্নত সেবা প্রদানে এসিস্ট্যান্ট হাই কমিশনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলেও আশা প্রকাশ করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

চলে গেলেন সাপ্তাহিক নতুন দিনের সাবেক প্রধান সম্পাদক গোলাম কাদের

বিলেতের বাংলা মিডিয়ার সাংবাদিকদের প্রিয় "কাদের ভাই" খ্যাত বিশিষ্ট সাংবাদিক, কলামিস্ট ও লেখক গোলাম কাদের আর নেই। দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত রোগে ভোগার পর রবিবার (৬ অক্টোবর) যুক্তরাজ্য সময় রাত ৮.১৫ মিনিটে লন্ডনের নিজ বাসায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর, তিনি স্ত্রী, সন্তান, নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য বন্ধুবান্ধব ও গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

বর্ণাঢ্য ও সফল সাংবাদিকতার জীবনে গোলাম কাদের তার সততা, দক্ষতা ও পেশার প্রতি অসম্ভব ধরনের দায়িত্বশীল থাকায় ব্রিটেনের বাঙালি পাড়ায় তিনি জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধাভজন ছিলেন।

বিশ্ববিখ্যাত সংবাদ মাধ্যম বিবিসিতে তিনি দীর্ঘদিন সফলতার সাথে কাজ করেন। প্রবীণ এই সাংবাদিক ২০০২ সালে বিবিসি বাংলা থেকে অবসরের পর লন্ডনের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক "নতুন দিন" পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত হন। তিনি "নতুন দিন" পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হিসেবে বস্তুনিষ্ঠতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডিগ্রীধারী গোলাম কাদের ছিলেন একাধারে সাংবাদিক, লেখক, প্রবন্ধকার ও প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার ব্যক্তিত্ব।

বরেণ্য সাংবাদিক গোলাম কাদেরের মৃত্যুতে বিলেতের মিডিয়া পাড়ায় শোকের ছায়া নেমে আসে। "নতুন দিন" পরিবার তাদের দীর্ঘদিনের সহকর্মী ও শুভাকাঙ্খীকে হারিয়ে গভীর শোক প্রকাশ করে শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে।

গোলাম কাদের বাংলাদেশের প্রথম সারির একজন সাংবাদিক। আমাদেশের নতুন দিন পত্রিকায় "টেমস নদীর তীরে" নামে নিয়মিত কলাম লিখতেন। বিবিসি থেকে অবসরের পর নব্বই দশকে নতু দিনের প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নতুন দিন পরিবারের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছেন।

গভীরভাবে শোক প্রকাশ করেছেন নতুন দিন

পরিবারের সকল সদস্য। বিশেষ করে শোক প্রকাশ করেছেন নতুন দিন সম্পাদক মহিব চৌধুরী, চেয়ারম্যান খুররুম মতিন ও নতুন দিন এর সাবেক নির্বাহী সম্পাদক, বর্তমানে সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার সম্পাদক ও লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদ।

২০ বছর যাবত সম্পাদক গুলাম কাদের সাথে একই ছাতার নিচে কাজ করে গেছেন নতুন দিনের সম্পাদক মুহিব চৌধুরী ও চেয়ারম্যান খুররম মতিন। আমরা তার বিদ্রোহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। তার স্ত্রী ও সন্তানদের সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আগামী মঙ্গলবার তার মরদেহ কারপেন্টার্স পার্ক গোরস্থানে বাদ জোহর দাফন করা হবে।

ওসমানী বিমানবন্দর পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিকীকরণের দাবি ক্যাম্পেইন কমিটির বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ

ক্যাম্পেইন কমিটি ফর ওসমানী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট ইউকের আহ্বায়ক কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৮ অক্টোবর মঙ্গলবার পূর্ব লণ্ডনের

ভ্যালেন্স রোডস্থ কমিউনিটি হলে এই সভা হয়।

এতে সংগঠনের আহ্বায়ক কে এম আবু তাহের চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব আব্দুর রবের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন- যুগ্ম আহ্বায়ক সাবেক মেয়র কাউন্সিলার ফারুক চৌধুরী, যুগ্ম আহ্বায়ক শাহ মুনিম, যুগ্ম আহ্বায়ক জামান আহমদ সিদ্দিকী, যুগ্ম আহ্বায়ক আজম আলী, যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান কোরেশী ,যুগ্ম আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস, যুগ্ম সদস্য সচিব সুমন খোন্দকার, অর্থ সচিব সলিসিটির ইয়াওর উদ্দিন, যুগ্ম অর্থ সচিব শাহ শেরওয়ান কামালী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা প্রমুখ।

সভায় বক্তারা সিলেটের ওসমানী বিমান বন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রূপান্তর, আন্তর্জাতিক মানের সুযোগ সুবিধা প্রদান, অন্যান্য বিদেশী এয়ার লাইনের ফ্লাইট চালু, নির্মাণাধীন নতুন টারমিনালের কাজ দ্রুত সম্পন্নকরণ, বিমান যাত্রীদের হয়রানী বন্ধ ও বিমানের ভাড়া হ্রাস করার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে জোর দাবী জানান। বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে প্রবাসী সিলেটীদের এত অবদান থাকার পরও সিলেটবাসীদের প্রতি কেন এত বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে? চট্টগ্রামের শাহ আমানত বিমান বন্দরে প্রতি সপ্তাহে বিদেশী এয়ারলাইনের ফ্লাইট চালু থাকলেও সিলেটের ওসমানীতে কেন বিমান ছাড়া কোন ফ্লাইট নামছেনা? এসব বৈষম্য দূর না করলে কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত হয়।

সভায় গৃহীত কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে- লণ্ডনে সাংবাদিক সম্মেলন, মানববন্ধন, প্রতিটি শহরে সমাবেশ, প্রধান উপদেষ্টা বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান ও ডেলিগেশন প্রেরণ, বাংলাদেশ হাই কমিশনে স্মারকলিপি প্রদান, সিলেট ও ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন, সিলেটে ক্যাম্পেইন কমিটি গঠন, সকল কমিউনিটি সংগঠনের সাথে সংযোগ স্থাপন ও বিশ্বব্যাপী ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে -যদি বর্তমান সরকার এ দাবী বাস্তবায়নে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করে তাহলে বয়কট ও অসহযোগ কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে।

- সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

'কাউন্সিল ট্যাক্স কস্ট অব লিভিং রিলিফ ফান্ড' চালু সহায়তা পেতে আজই আবেদন করুন

যেসব পরিবারের বার্ষিক আয় ৪৯,৫০০ পাউন্ডের কম এবং ইতিমধ্যেই কাউন্সিল ট্যাক্সে ছাড় পাচ্ছে না, তারা নতুন একটি রিলিফ ফান্ডের মাধ্যমে কাউন্সিল ট্যাক্স বৃদ্ধির হাত থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ২.৯৯ শতাংশ কাউন্সিল ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রভাব কমানোর জন্য 'কাউন্সিল ট্যাক্স কস্ট অফ লিভিং রিলিফ ফান্ড' চালু করেছে।

এই নতুন তহবিলের সুবিধা হলো, যেসব পরিবারের আয় ৪৯,৫০০ পাউন্ডের নিচে, তাদেরকে এই ট্যাক্স বৃদ্ধির অর্থ প্রদান করতে হবে না। পাশাপাশি, আমাদের বিদ্যমান কাউন্সিল ট্যাক্স রিডাকশন স্কিমও অব্যাহত থাকবে।

এই স্কিমটি তিন বছর ধরে চলবে এবং ২০২৩ সালে কাউন্সিল ট্যাক্স বৃদ্ধিতে সম্পূর্ণ স্থগিতাদেশ (অ্যাডালড সোশ্যাল কেয়ার প্রিসেপ্ট ছাড়া) অনুসরণে এটি চালু করা হয়েছে।

উপরন্তু, আমাদের বিদ্যমান কাউন্সিল ট্যাক্স রিডাকশন স্কিম চালু থাকবে, যা ১০০% পর্যন্ত ট্যাক্স ছাড় প্রদান করে।

২০১৩ সালে সিটিআরআস প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকে, হাজার হাজার পরিবার এর সুবিধা পেয়েছে। ৩১ মার্চ শেষ হওয়া অর্থবছরে, ২০,৪০০ কর্মক্ষম বয়সী বাসিন্দা এবং ৭,৪০০ পেনশনভোগীকে কাউন্সিল ট্যাক্স হ্রাস সুবিধা দেওয়া হয়েছে, যার ফলে বাসিন্দারা ৩২ মিলিয়ন

পাউন্ডেরও বেশি সাশ্রয় করেছেন।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "এই কঠিন সময়ে, আমরা আমাদের সবচেয়ে দুর্বল বাসিন্দাদের রক্ষা করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং এই সহযোগিতাকে ন্যায্য ও বাস্তবিক রাখার চেষ্টা করছি। কাউন্সিল ট্যাক্স থেকে প্রাপ্ত আয় প্রয়োজনীয় সেবাগুলি যেমন স্কুল, বর্জ্য ও পুনর্ব্যবহার সংগ্রহ, এবং লাইব্রেরি গুলোর জন্য ব্যবহৃত হয়।"

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের রিসোর্স এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর সাঈদ আহমেদ বলেছেন, "আমরা অল্প কয়েকটি কাউন্সিলের একটি যারা নিম্ন আয়ের পরিবারগুলিকে আমাদের কাউন্সিল ট্যাক্স রিডাকশন স্কিমের মাধ্যমে ১০০% ছাড় প্রদান করি। এছাড়াও, আমাদের নতুন জীবনযাত্রার ব্যয় রিলিফ ফান্ডের মাধ্যমে ৪৯,৫০০ পাউন্ডের কম আয় আছে এমন পরিবারগুলোকে কাউন্সিল ট্যাক্স বৃদ্ধির থেকে রক্ষা করা হবে।"

তিনি বলেন, "একটি পরিবার যারা জীবনযাত্রার ব্যয় সংকটের কারণে সংগ্রাম করছে, তাদের জন্য কাউন্সিল ট্যাক্সে ছাড় মানে তারা সেই সঞ্চয় বা সাশ্রয়কৃত অর্থ খাদ্য, ঘর গরম রাখার বিল, পোশাক বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে ব্যয় করতে পারবে।"

কাউন্সিল ট্যাক্স জীবনযাত্রার ব্যয় রিলিফ ফান্ডের জন্য আবেদন করতে টাওয়ার হ্যামলেটসের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সিলেটে আন্দোলনে নিহত ৯ জনের লাশ কবর থেকে উত্তোলন হচ্ছে

সিলেট প্রতিনিধি, ১১ অক্টোবর ২০২৪ : সিলেটে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত ৯ জনের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য কবর থেকে তোলা হচ্ছে। এর মধ্যে গোলাপগঞ্জ উপজেলার ৬টি ও বিয়ানীবাজারের ৩টি লাশ রয়েছে। সব প্রস্তুতি শেষ হলে যেকোনো সময় ওই লাশগুলো তোলা হবে। এরই মধ্যে ৪ জন ম্যাজিস্ট্রেটকে লাশ তোলার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ ও আদালতসংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মামলার তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ৪ ও ৫ সেপ্টেম্বর পৃথকভাবে সিলেটের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলি আদালত-২-এর বিচারক আবিদা সুলতানা মলি ৬ জনের লাশ তোলার আদেশ দেন।

শেখ হাসিনার সরকার পতনের আগের দিন গোলাপগঞ্জে ছাত্র-আন্দোলনে গুলিতে নিহত হন উপজেলার নিশ্চিন্ত গ্রামের মৃত তৈয়ব আলীর ছেলে নাজমুল ইসলাম (২৪), দক্ষিণ রায়গড় গ্রামের মৃত সুরই মিয়ার ছেলে হাসান আহমদ জয় (২০), শিলঘাট গ্রামের কায়ছার আহমদের ছেলে সানি আহমদ (২২), বারকোট গ্রামের মৃত মকবুল আলীর ছেলে তাজ উদ্দিন (৪০), দত্তরাইল বাসাবাড়ি এলাকার আলাই মিয়ার ছেলে মিনহাজ আহমদ (২৩) ও ঘোষগাঁও ফুলবাড়ি গ্রামের মোবারক আলীর ছেলে গৌছউদ্দিন (৩৫)।

এসব ঘটনায় গোলাপগঞ্জ থানায় পৃথকভাবে ৬টি মামলা হয়। পরে আরও একটি মামলা করা হয় আদালতে। সবকটি মামলায় আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ-সদস্য ও বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীসহ কয়েকশ ব্যক্তিকে আসামি করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, সরকার পতনের কারণে ওই সময় লাশগুলোর ময়নাতদন্ত করা হয়নি। যে কারণে ময়নাতদন্তের জন্য মামলাগুলোর তদন্ত কর্মকর্তারা আদালতে আবেদন করেন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে কবর থেকে লাশ তোলার আদেশ দিয়েছেন।

এদিকে বিয়ানীবাজারে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর বিয়ানীবাজার থানা চত্বরে বিজয় উল্লাসের সময় উৎসুক জনতা বিয়ানীবাজার থানায় অগ্নিসংযোগসহ লুটপাট করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গুলি চালায় পুলিশ। ওই সময় বিয়ানীবাজার পৌর শহরে ঘটনাস্থলেই ৩ জন মারা যান, আহত হন আরও অন্তত ১০ জন। এ ঘটনায় নিহত তারেক আহমদ, রায়হান আহমদ ও ময়নুল ইসলামকে ৬ আগস্ট দিনের বিভিন্ন সময়ে ময়নাতদন্ত ছাড়াই দাফন করেন স্বজনরা। এসব ঘটনায় বিয়ানীবাজার থানায় ৩টি হত্যা মামলা রেকর্ড হয়েছে। নিহত ৩ জনের লাশ দ্রুত উত্তোলন করে ময়নাতদন্ত করা হবে বলে জানা গেছে।

জানা যায়, আদালত থেকে নিহতদের লাশ উত্তোলন করে ময়নাতদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিগগিরই তাদের লাশ উত্তোলন করা হবে।

বিয়ানীবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. এনামুল হক চৌধুরী জানান, আদালতের পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা হাতে আসেনি। পুরো আদেশ পাওয়ার পরই লাশ উত্তোলন করে ময়নাতদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ভারত সীমান্তে স্বর্ণা হত্যা

প্রতিবাদ নেই কেন প্রশ্ন রিজভীর

সিলেট প্রতিনিধি, ১১ অক্টোবর ২০২৪ : বিএনপির জ্যেষ্ঠ মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত রক্তাক্ত করেছে বিএসএফ। সীমান্তে হিন্দু-মুসলমান নয়, বাংলাদেশি হিসেবেই গুলি করে মানুষ হত্যা করা হয়। ফেলানীর মতো সম্প্রতি কিশোরী স্বর্ণা রানী দাস ও ঠাকুরগাঁওয়ে এক কিশোরকে বিএসএফ নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করেছে। ভারত যেন বাংলাদেশিদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে।

গত ৬ অক্টোবর রোববার মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার কালনীগড় বাজারে এক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে রুহুল কবির রিজভী এসব কথা বলেন। সম্প্রতি বিএসএফের গুলিতে নিহত হয় কিশোরী স্বর্ণা রানী দাস, যার বাড়ি উপজেলার কালনীগড় গ্রামে।

রোববার দুপুরে তার স্বজনদের খোঁজখবর নিতে যান রুহুল কবির। এ সময় কালনীগড় বাজারে 'আমরা বিএনপি পরিবার' নামের একটি সংগঠন আয়োজিত সভায় তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন। রুহুল কবির বলেন, এখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনে হিন্দু-মুসলমান রয়েছেন। বিভিন্ন সময় দুই পক্ষে সংঘাত-সংঘর্ষ হয়। অনেকে আহত হন। অথচ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন আক্রান্ত হলে ভারতের সরকার বলে, এ দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ হচ্ছে, তাঁরা নিরাপত্তাহীন। রুহুল কবির আরও বলেন, গত ১৬-১৭ বছরে সীমান্ত হত্যা নিয়ে শেখ হাসিনা নিশ্চুপ ছিলেন; কোনো প্রতিবাদ জানাননি। তিনি ছিলেন ভারতের প্রতি নতজানু। দেশ স্বাধীনের পর থেকে শেখ হাসিনার সরকার ছাড়া সবাই সীমান্তের শান্তিপূর্ণ সমাধান চেয়েছে। তিনি দেশের অখ–তা, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব উঁচু করে রাখতে পারেননি। জোর করে ক্ষমতা দখল করে রাখতে চেয়েছিলেন। এ দেশের মানুষ তা ভুলবে না। অন্তর্বর্তী সরকার সম্পর্কে রুহুল কবির বলেন, জুলাই বিপ্লবের পর গঠিত ইউনূস সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস তৈরি হয়, এখনো সেটা আছে। তবে সরকার যেন গা ছাড়া ভাব নিয়ে দেশ চালাচ্ছে। সীমান্ত হত্যায় জোরালো আওয়াজ কেন হলো না? কেন সরকার নির্লিপ্ত থাকল? এ প্রশ্ন জনগণের মুখে মুখে। এ বিষয়ে অন্তবর্তী সরকার নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। অন্তবর্তী সরকারের উদ্দেশে রুহুল কবির বলেন, নির্বাচন দিতে বিলম্ব হচ্ছে কেন? জনগণের সন্দেহ হচ্ছে। গণতান্ত্রিক চর্চা প্রসারিত করে দ্রুত নির্বাচন দিন। গণমাধ্যমকর্মীদের এক প্রশ্নের জবাবে রুহুল কবির বলেন, নির্বাচন কখন হবে, সে বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের প্রশ্ন করুন।

মামলা-হামলার ভয়ে নির্বাসনে ১৫ বছর

দুই মাসে সিলেটে ফিরেছেন ৫ শতাধিক নেতা-কর্মী

সিলেট প্রতিনিধি, ১১ অক্টোবর ২০২৪ : সিলেটের রাজনীতিতে সবসময় বড় ভূমিকা রাখেন প্রবাসীরা। নির্বাচন কিংবা কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের প্রবাসী রাজনীতিবীদরা বড় ভূমিকা রাখেন। কিন্তু গত ১৫ বছর শেখ হাসিনার শাসনামলে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত প্রবাসীরা স্বস্তিতে দেশে ফিরতে পারেননি। শুধু বিরোধী মতের রাজনীতি করার কারণে দেশে ফিরে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের অনেক নেতা-কর্মী মামলার আসামি হয়ে জেল খেটেছেন। বিদেশে আওয়ামীবিরোধী রাজনীতি করার কারণে সিলেটে বিএনপির অনেক নেতার বাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলার ঘটনা ঘটেছে। আতঙ্কে অনেক নেতা পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর খবর পেয়েও দেশে ফেরার সাহস পাননি।

তবে গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার বিপ্লবে শেখ হাসিনা সরকারের পতন হলে বিএনপির প্রবাসী নেতারা দেশে ফেরা শুরু করেন। গত ১২ সেপ্টেম্বর দেশে ফেরেন প্রায় এক দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাসিত সাংবাদিক ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সহকারী প্রেস সচিব মুশফিকুল ফজল আনসারী। এর পর থেকে প্রতিদিনই বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবাসী রাজনীতিবীদরা সিলেটে ফিরছেন। ইতোমধ্যে যেসব নেতা দেশে ফিরেছেন তাদের মধ্যে আছেন সৌদি আরব বিএনপির সভাপতি আহমদ আলী মুকিব, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নাসির আহমদ শাহিন, যুক্তরাজ্য যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক দেওয়ান মোকাদ্দেম চৌধুরী নিয়াজ, যুক্তরাজ্য বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিসবাহুজ্জামান সুহেল, অ্যাডভোকেট খলিলুর রহমান, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান তপন, লন্ডন মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ সাদেক, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা মোস্তফা কামাল পাশা মওদুদ, কাতার বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরীফুল হক সাজু। চলতি মাসেই যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালেক ও সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমদের নেতৃত্বে পৃথক ফ্লাইটে কয়েক শ নেতা-কর্মী দেশে ফিরছেন বলে দলীয় সূত্র নিশ্চিত করেছে। দেশে ফেরা প্রসঙ্গে যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমদ বলেন, স্বৈরশাসক শেখ হাসিনামুক্ত বাংলাদেশে আসতে পারছি, এই আনন্দের শেষ নেই। তবে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হব যেদিন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে নিয়ে দেশে ফিরতে পারব।

SKILLED WORKERS UK
International Visa Consultants
We Specialise in Sponsor Licence Applications and Self Sponsorship. Also, We process Visas for Schengen countries and all other countries for all nationalities in the UK.
• Competitive fees • Excellent services
SKILLED WORKERS UK
First Floor
East London Business Centre
93-101 Greenfield Road
London E1 1EJ
Visit our website: skilledworkersuk.com
Email: info@skilledworkersuk.com
Tel: 033 3335 6013 Mob: 07907 851 560

STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT

■ আকর্ষণীয় রেট
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ ঘরে বসে আলাইনে ট্রান্সফার
■ ব্যারো ডি চেঞ্জ

গাজায় ইসরাইলি হামলায় আরও ৭৭ ফিলিস্তিনি নিহত

দেশ ডেস্ক, ১১ অক্টোবর ২০২৪ : ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে ইসরাইলি হামলায় একদিনে আরও ৭৭ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও অনেকে। তাদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সোমবার অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এই তথ্য জানিয়েছে। খবর আলজাজিরার।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজা উপত্যকায় ইসরাইলের চলমান হামলায় আরও ৭৭ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এতে করে গত বছরের অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪১ হাজার ৯০৯ জনে পৌঁছেছে।

মন্ত্রণালয় বিবৃতিতে আরও জানিয়েছে, নিরলস এই হামলায় আরও অন্তত ৯৭ হাজার ৩০৩ ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন।

মন্ত্রণালয় বলেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরাইলি বাহিনীর অব্যাহত আগ্রাসনে ৭৭ জন নিহত হয়েছেন। অনেক মানুষ এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে এবং রাস্তায় আটকা পড়ে আছেন কারণ উদ্ধারকারীরা তাদের কাছে পৌঁছাতে পারছেন না।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চলে গাজার ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের নজিরবিহীন হামলার মধ্য দিয়ে গাজা যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল। এরপর থেকে টানা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরাইল। এই সংঘাতের ফলে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গাজার মানুষ।

ইসরাইলের অবিরাম হামলায় ফিলিস্তিনি ছিটমহলটি প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ঘরবাড়ি ছাড়া হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন লাখ লাখ ফিলিস্তিনি। আজ হামলার বছরপূর্তি হলেও এখনো যুদ্ধ থামার কোনো লক্ষণ নেই। উলটো প্রতিদিন শোনা গেছে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ও মৃত্যুর খবর।

লেবানন সীমান্তে লড়াইয়ে ২ ইসরাইলি সেনা নিহত

দেশ ডেস্ক, ১১ অক্টোবর ২০২৪ : লেবানন সীমান্তে মর্টার হামলায় দুই ইসরাইলি রিজার্ভ সেনা নিহত হয়েছেন। এছাড়া আহত হয়েছেন আরও একজন।

সোমবার ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) এক বিবৃতিতে এ তথ্য স্বীকার করেছে।

একই সময়ে ইসরাইলি সামরিক বাহিনী লেবাননে আরও সেনা পাঠানোরও ঘোষণা দিয়েছে, যেখানে হিজবুল্লাহ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে।

নিহত সেনারা হলেন- মাস্টার সার্জেন্ট (রিজার্ভ) ইতায় আজুলাই (২৫) এবং ওয়ারেন্ট অফিসার (রিজার্ভ) আবিভ মাগেন (৪৩)।

আজুলাই পশ্চিম তীরের ওরানিত সীমান্ত বসতির বাসিন্দা। আর মাগেন হেরুত্তের বাসিন্দা। রোববার সন্ধ্যায় লেবানন সীমান্তের কাছে মর্টার আঘাতে তারা নিহত হন।

আইডিএফ জানিয়েছে, আজুলাই ঘটনাস্থলেই নিহত হন। আর গুরুতর আহত মাগেনের মৃত্যু হয় সোমবার সকালে হাসপাতালে। তারা দুজনই আইডিএফ-এর এলিট ফোর্স ৫৫১৫ কমব্যাট মোবিলিটি ইউনিটের সদস্য ছিলেন।

তাদের সঙ্গে থাকা তৃতীয় এক সেনা গুরুতর আহত হয়েছেন।

এদিকে নিহত এই দুই সেনা নিয়ে লেবাননে স্থল অভিযানের সময় থেকে এ পর্যন্ত ১১ জন ইসরাইলি সেনা প্রাণ হারিয়েছেন।

এর মধ্যে গত সপ্তাহেই লেবানন আক্রমণের পর হিজবুল্লাহর সঙ্গে

লড়াইয়ে ৯ ইসরাইলি সেনা নিহত হয়েছেন।

অন্যদিকে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত মোট ৭২৯ জন ইসরাইলি সেনা নিহত হয়েছেন। যার মধ্যে গাজায় স্থল অভিযানের সময় নিহত হয়েছেন ৩৪৭ জন।

ইসরাইল গত ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে লেবাননে সামরিক অভিযান শুরু করেছে। যার লক্ষ্য হলো সীমান্তবর্তী অঞ্চলে হিজবুল্লাহর অবকাঠামো ধ্বংস করা। মূলত ইসরাইলের উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দাদের সুরক্ষিতভাবে ঘরে ফিরতে সহায়তা করতে এই অভিযান চালানো হচ্ছে, বিশেষত লেবাননের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে।

এরই জেরে রোববার রাতে ইসরাইলি সামরিক বাহিনী লেবাননে তৃতীয় ডিভিশন পাঠায়, ইতোমধ্যেই যেখানে দুটি ডিভিশন যুদ্ধরত রয়েছে। এই পদক্ষেপে সেখানে হাজার হাজার নতুন সৈন্য যুক্ত হয়েছে। বর্তমানে লেবাননে প্রায় ১০,০০০ ইসরাইলি সেনা মোতায়েন রয়েছে।

সূত্র: মিডল ইস্ট আই ও টাইমস ওব ইসরাইল।

ইসরাইলকে বছরজুড়ে বিলিয়ন ডলার সহায়তা যুক্তরাষ্ট্রের

দেশ ডেস্ক, ১১ অক্টোবর ২০২৪ : টানা এক বছর ধরে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় বর্বর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরাইলি বাহিনী। আর এসব হামলার পেছনে বেশিরভাগ অস্ত্র জোগান দিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। গত বছরের ৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইসরাইলকে রেকর্ড পরিমাণ সামরিক সহায়তা দিয়েছে দেশটি।

সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন ইউনিভার্সিটির কস্টস অব ওয়ার প্রকল্পের প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে আল জাজিরা জানিয়েছে, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে ১ হাজার ৭৯০ কোটি ডলার পরিমাণ সামরিক সহায়তা পাঠিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরাইলের আয়রন ডোম এবং ডেভিডস মিসাইল প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ফের শক্তিশালী করার জন্য ৪০০ কোটি ডলার ব্যয়ের পাশাপাশি বন্দুক এবং জেট ফুয়েলের জন্য বিপুল পরিমাণের নগদ অর্থ সহায়তা রয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, গত এক বছরে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক অভিযান চালানোর জন্য অতিরিক্ত ৪৮৬ কোটি ডলার দেওয়া হয়েছে।গাজাবাসীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে ইয়েমেনের সশস্ত্র হুথি গোষ্ঠীর চালানো আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানের খরচ চালাতে এ তহবিল সরবরাহ করা হয়।

দেব-দেবীর জন্য পরচুলা তৈরি করে মুসলমান প্রধান যে গ্রাম

দেশ ডেস্ক, ১১ অক্টোবর ২০২৪ : হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উৎসব হলেও দেব-দেবীর কেশসজ্জার জন্য পরচুলা তৈরির করেন পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার কুলাই গ্রামের শেখপাড়ার মুসলমান বাসিন্দারা। বহু যুগ ধরে বংশপরম্পরায় তারা এই কাজ করছেন।

মুসলিম প্রধান এ গ্রামের বেশিরভাগ বাসিন্দাই পরচুলা তৈরির সঙ্গে যুক্ত।

দুর্গাপুজোর সময় তো ব্যস্ততা থাকেই, পাশাপাশি সারা বছর বিভিন্ন মন্দিরে বিগ্রহের জন্য চুল সরবরাহ করেন গ্রামের বাসিন্দারা। পাশাপাশি চামরও তৈরি করেন তারা। তাদেরই একজন মালেকা বেগম।

তার রোজনামচা বাঁধা, সকাল থেকেই একদিকে বাড়ির কাজ সামলানো আর অন্যদিকে স্বামী আর ছেলের সঙ্গে কাজে হাত লাগানো।

'৩২ বছর হলো বিয়ে হয়ে এসেছি এই বাড়িতে। তখন থেকেই ঠাকুরের (দেব-দেবীর বিগ্রহের) জন্য চুল আর চামর বানানোর কাজ শুরু করেছি। আমার শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামীর সঙ্গে কাজ করতাম। এখন তো ছেলে, ছেলের বউও আমাদের সঙ্গে কাজ করে,' বলেছিলেন মালেকা বেগম।

বারান্দার এক পাশে কাজ করে চলেছেন তার স্বামী এব্রাহিম মল্লিক। বললেন, 'এই মরশুমে পরপর অনেক কাজের অর্ডার আসে। কিছুদিন আগেই জন্মাষ্টমীর জন্য গোপাল আর রাধারানির চুলের অর্ডার ছিল। তারপর পুজোর (দুর্গা পুজো) অর্ডার। এই ব্যস্ততা এখন চলবে।'

পাশের একটা ছোট ঘরে তার ছোট ছেলে মণিরুল মল্লিক এক মনে চামর তৈরির কাজ করে চলেছেন। মাঝে মাঝে এ কথোপকথনে যোগ দিচ্ছিলেন।

তিনি বলছিলেন, তাদের কাজ কীভাবে

দিল্লি, মুম্বাই, রাজস্থানে যায়। তাদের কাজের সুনামের কথাও। বড় ছেলে বাজারে গিয়েছেন দুর্গাপূজার অর্ডারের কাজ দোকানে পৌঁছে দিতে।

গ্রামের বাসিন্দা প্রয়াত রুস্তম আলি ছিলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী। কুলাইয়ে পরচুলা শিল্প যাদের হাত ধরে বিকশিত হয়েছে, প্রয়াত এই শিল্পী তাদের মধ্যে অন্যতম।

তার ছেলে শেখ মেহরাজ আলী জানিয়েছেন, প্রায় গোটা বছরই হিন্দু দেব-দেবীর জন্য কৃত্রিম কেশ তৈরির বায়না আসে। 'এক একটা মরশুমে এক ধরনের অর্ডার আসে। দুর্গাপূজার আগে একটা মাস দেবীর পরচুলার কাজ হয়। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ছত্তিশগড়, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশে দেব-দেবীদের চুল যায়। তার আগে জন্মাষ্টমীতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের অর্ডার থাকে। কালীপূজায় পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বাইরে থেকে অর্ডার আসে,' বলেছিলেন তিনি।

শেখ মেহরাজ আলী জানিয়েছেন, কুলাই গ্রামের শেখ পাড়ার বাসিন্দাদের সিংহভাগই পরচুলা তৈরি করেন।

মুসলিম প্রধান এই অঞ্চলে কাঁচা-পাকা মিলিয়ে প্রায় ৪০০-এর কাছাকাছি বাড়ি। গ্রামের কমপক্ষে ২৫০টা পরিবার সরাসরি এই কাজের সঙ্গে যুক্ত।

পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুরসহ একাধিক জেলাতে দেব-দেবীর পরচুলা তৈরি হয়।

'কুলাই গ্রামে মুসলমান শিল্পীরা হিন্দু দেব-দেবীদের জন্য পরচুলা তৈরি করেন। এই সম্প্রীতি মানুষের মন ছুঁয়ে গিয়েছে। মুসলমান শিল্পীরা যেভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাজ করেন, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এটাই কুলাইকে অন্য জায়গাগুলোর চেয়ে আলাদা করে। রুস্তম আলী রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাওয়াও কুলাইকে আলাদা পরিচিতি দিয়েছে,' বলেছেন হাওড়ার বাসিন্দা সৌম্য গাঙ্গুলি।

'বংশ পরম্পরায় এটাই আমাদের পেশা'

একসময় মূলত যাত্রাপালা এবং নাটকের জন্য পরচুলা তৈরি করতেন গ্রামের বাসিন্দারা। তবে গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে এদের অনেকেই শুধুমাত্র হিন্দু দেব-দেবীদের বিগ্রহের জন্য চুল তৈরি করেন। দেব-দেবীর বিগ্রহের কেশসজ্জা নিখুঁত করে তোলাই তাদের কাজ।

'বাবা ঠাকুরের চুল তৈরি করতেন। তার কাছ থেকেই কাজ শিখেছি। উনি শিখিয়েছিলেন কীভাবে নিখুঁত করে সাজিয়ে তুলতে হয় গোপাল আর রাধারানির চুল। বিভিন্ন মাপের মূর্তির চুল তৈরি করতে হয়। তার ধরন আর সাজও আলাদা আলাদা,' বলছিলেন এব্রাহিম শেখ।

'আমি ৫০ বছর ধরে ঠাকুরের চুল বানাই। আমার ছেলেরাও একই কাজ করে। এটা বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। এই গ্রামের ঘরে ঘরে লোকেরা একই কাজ করে, উঁকি দিলেই দেখতে পাবেন।'

প্রথমবারের মতো ক্যাসিনোর লাইসেন্স দিল আরব আমিরাত

দেশ ডেস্ক, ১১ অক্টোবর ২০২৪ : প্রথমবারের মতো একটি ক্যাসিনো প্রতিষ্ঠানকে জুয়ার ব্যবসা করার লাইসেন্স দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক উইন রিসোর্টস পেয়েছে এ লাইসেন্স।

শুক্রবার উইন রিসোর্টসের পক্ষ থেকে লাইসেন্সপ্রাপ্তির বিষয়টি জানানো হয়। ক্যাসিনো অপারেটররা দীর্ঘদিন ধরে আমিরাতে একটি রিসোর্ট নির্মাণের চেষ্টা করে যাচ্ছিল। এটি এখন বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। রোববার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে খালিজ টাইমস।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জুয়ার লাইসেন্সের অনুমতি দেওয়ার জন্য গত বছর প্রতিষ্ঠিত হয় 'জেনারেল কমার্শিয়াল গেমিং রেগুলেটরি অথরিটি'। এই অথরিটিই প্রথমবারের মতো লাইসেন্স জারি করলো।

এতে আরো বলা হয়, ৬২ হেক্টর এলাকাজুড়ে আরব উপসাগরে বিস্তৃত এই বিলিয়ন ডলারের প্রকল্পটি ২০২৭ সালের শুরুর দিকে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হবে।

এছাড়া লাস ভেগাস ভিত্তিক ক্যাসিনো প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, তারা রাস আল খাইমা অঞ্চলের উইন আল মারজান দ্বীপে একটি বিলাসবহুল অবকাশকেন্দ্র (রিসোর্ট) নির্মাণ করছে। সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হবে আরব আমিরাতের প্রথম ক্যাসিনো। সম্প্রতি বেশকিছু উদার আইনগত সংস্কার এনেছে আরব আমিরাত। ধারণা করা হচ্ছে এর ফলে বাণিজ্য, পর্যটন ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে ইউরোপ, এশিয়া ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে পর্যটক বাড়বে উপসাগরীয় দেশটিতে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এমজিএম রিসোর্টসও আবুধাবিতে তাদের একটি অবকাশকেন্দ্রে ক্যাসিনো লাইসেন্স দেওয়ার জন্য আবেদন করেছে।

অন্যের সম্পদ ও অধিকারে অন্যায় হস্তক্ষেপ মহাপাপ

শাহাদাত হোসাইন

পিতা-পুত্রে, ভাইয়ে-ভাইয়ে, ভাইয়ে-বোনে, অত্মীয়স্বজনে মনোমালিন্য আর ঝগড়া-বিবাদের অন্যতম প্রধান কারণ সম্পদ ও অধিকারের লড়াই। পৃথিবীর সব বিশৃঙ্খলার মূলে রয়েছে সম্পদ এবং অধিকারের লড়াই। সম্পদের লোভে মানুষ অন্যের অধিকার হরণে উৎসাহিত হয়। মনে রাখবেন, অন্যের সম্পদ এবং অধিকারে হস্তক্ষেপ মহাপাপ। তা এতটাই কঠিন পাপ, শুধু তাওবায় যার ক্ষমা হয় না। এমন পাপ থেকে বিরত থাকা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানি দায়িত্ব।

অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ গ্রাস করা হারাম

আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ কুরআন অনুসারে হওয়া দরকার। তাহলে ইহকাল ও পরকালে সফলতা আসবে। লাঞ্ছনা ও অপদস্ততা থেকে পরিত্রাণ মিলবে। রাষ্ট্র, সমাজ এবং পরিবারে শান্তি বিরাজ করবে। অন্যের সম্পদে অবৈধ হস্তক্ষেপের নিষেধাজ্ঞা দিয়ে আল্লাহ বলেছেন- 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।' (সূরা নিসা-২৯) মনে রাখবেন, সাত-পাঁচ বুঝিয়ে কিংবা উৎকোচ ইত্যাদির মাধ্যমে আদালত থেকে রায় নিয়ে এলেও তা অবৈধই থেকে যাবে। যে সম্পদের ব্যাপারে আপনি জানেন যে, তা আপনার নয়। তার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হওয়াও বৈধ নয়। সূরা বাকারায় এসেছে- 'তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনেশুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিও না।' (১৮৮)

বিদায় হজে নবীজীর কঠোর সতর্কবার্তা

অন্যের সম্পদ এবং অধিকারে অন্যায় হস্তক্ষেপে বাধা দিয়ে, বিদায় হজের ভাষণে নবীজী উম্মতের জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। এই মহাপাপ থেকে সাবধান করে নবীজী বলেছিলেন, 'হে উম্মতেরা শুনে রাখো, নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত এবং সম্পদ তোমাদের ওপর তেমন সম্মানিত ও হারাম যেমন এই দিন, এই মাস এবং এই শহর তোমাদের জন্য সম্মানিত ও হারাম।' (মাজমাউজ-জাওয়ায়েদ-৪ : ৪২) জিলহজ মাস, আরাফার দিন এবং মক্কা শহর যেমন সম্মানিত। এগুলোর অসম্মান করা যেমন মহাপাপ তেমনি মুসলমানের সম্পদ হস্তক্ষেপ করাও মহাপাপ। অন্য হাদিসে এসেছে- নবীজী বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের রক্ত, সম্পদ এবং সম্মান বিনষ্ট করা হারাম।' (আবু দাউদ-৪৮৮২)

অনুমতিহীন অন্যের একটি লাঠি নেয়াও হারাম

অন্যের সম্পদ, হোক তা অত্যল্প কিংবা অধিক মূল্যবান বা মূল্যহীন। মালিকের অনুমতি ব্যতীত কোনো ব্যক্তির জন্য তা ব্যবহার করা বৈধ নয়। হজরত আনাস ইবনে মালেক রা: নবীজী সা: থেকে বর্ণনা করেন- 'খুশি মনে দেয়া ছাড়া কোনো মুসলমানের সম্পদ হালাল হবে না। কাউকে কোনো কিছু বিক্রি করতে বাধ্য করা। জোর করে কিছু অর্থ পকেটে গুঁজে দিয়ে জিনিস নিয়ে নেয়া সম্পূর্ণ হারাম।' মনে রাখবেন, মালিকের অনুমোদন ছাড়া একটি লাঠি নেয়াও বৈধ নয়। নবীজী সা: বলেছেন, 'তোমাদের কেউ অন্যের সম্পদ খেলাচ্ছলে কিংবা সুনিপুণ কৌশলে গ্রহণ করবে না। আর যদি কেউ অন্যের লাঠিও নেয়, সে যেন তা ফেরত দেয়।' (বায়হাকি-৬ : ৯২) অন্যত্র এসেছে, 'মালিকের অনুমতি ব্যতীত তোমাদের কেউ যেন গবাদিপশুর দুধ দোহন না করে।' (আবু দাউদ-২ : ৩৮)

অন্যের জমি জবরদখল করার পরিণাম

অন্যের জমি জবরদখল করা ঘৃণিত অপরাধ। প্রমাণ সাপেক্ষে দুনিয়া আখিরাতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যে ব্যক্তি অন্যের জমি আত্মসাৎ করবে অন্যায় ও অন্যায্যভাবে জবরদখল করবে কিয়ামতে তাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তি অপেক্ষা করছে। নবীজী সা: বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অন্যায্যভাবে এক বিঘত জমিও আত্মসাৎ করবে কিয়ামতে সেই জমিসহ সপ্ত জমিনের নিচে তাকে ধসিয়ে দেয়া হবে।' (বুখারি-২৪৫৪) কিয়ামতে শাস্তি স্বরূপ জবরদখলকৃত জমি পাপিষ্ঠের গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সে এটিকে বয়ে বেড়াবে- নবীজী বলেছেন।

শাসক কর্তৃক জনগণের অধিকার নষ্ট করার শাস্তি

পৃথিবীর শাসক গোষ্ঠী বরাবরই অন্যের অধিকার হরণে সিদ্ধহস্ত। হাল-জমানার মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে এটি আরো প্রকট। শাসন ক্ষমতায় আসলে এরা পুরো দেশকে নিজের সম্পত্তি এবং জনসাধারণকে গোলাম ভাবেন। যার কারণে জনগণের অধিকার রক্ষার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেন না। প্রতিনিয়ত জনগণের অধিকার হরণের মতো নির্লজ্জ অপরাধে জড়িয়ে থাকেন। বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণে নবীজী সা: বলেছেন, 'হে লোক সকল! নিশ্চয়ই তোমাদের সৃষ্টিকর্তা এক এবং তোমাদের পিতাও এক। তোমরা সবাই আদম থেকে আর আদম মাটি থেকে। আল্লাহর কাছে সেই সম্মানি যে অধিক মুত্তাকি। তাকওয়া ব্যতীত আরবদের অনারবদের ওপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।' (হুকুকুল ইনসান ফিল ইসলাম-৮) নবীজী বলেছেন, 'প্রত্যেক শাসককে তার শাসিত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।' (বুখারি-৫২০০)

শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় নবীজীর নির্দেশ

আধুনিক দুনিয়াতেও শ্রমিকরা সর্বাধিক অধিকারবঞ্চিত মানুষ। কলকারখানার শ্রমিক থেকে বাসাবাড়ির কাজের লোক- সর্বত্রই এরা অধিকারবঞ্চিত। শক্তিশালী কর্তৃক দুর্বলদের ওপর জুলুম এক নির্মম বাস্তবতা। নবীজী সা: শ্রমিকের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলেছেন। শ্রমের ন্যায্য মূল্য দিতে আদেশ করেছেন। শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরি পরিশোধ করার র্নিদেশ দিয়েছেন।' (বায়হাকি-১১৯৮৮)

ভাই কর্তৃক বোনের অধিকারে হস্তক্ষেপ

কিছু মানুষ এতটাই নিচু ও ইতর শ্রেণীর যারা বাটপাড়ি ও চাতুরতায় নিজ বোনকেও রেহাই দেয় না। বোনকে অধিকারবঞ্চিত করতে এরা কুণ্ঠিত ও শঙ্কিত হয় না। শরিয়ত প্রদত্ত ন্যায্য অধিকার থেকে তারা বোনদেরকে মাহরুম রাখে। এর মাধ্যমে তারা দু'টি অপরাধ করে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়। আর নবীজী সা: বলেছেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না।' (মুসলিম-২৫৫৬) এতে অন্যের অধিকার হরণ করা হয়, যা মহা অপরাধ। স্থাবর অস্থাবর কোনো সম্পত্তি থেকে বোনকে বঞ্চিত করা নিকৃষ্ট গোনাহ। কিয়ামতে এমন জমি ও টাকা পয়সা শাস্তি স্বরূপ গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' (কিতাবুল আইন-৫ : ১৯৪)

স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে অধিকারবঞ্চিত করা

স্ত্রী স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী। স্বামীর কাছে স্ত্রীর কিছু অধিকার রয়েছে। স্বামীর কর্তব্য সেগুলো পূরণ করা। স্ত্রীকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না করা। সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে- 'আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের ওপর অধিকার আছে, তেমনি স্ত্রীদেরও স্বামীদের ওপর ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে।' (২২৮) বিদায় হজে নবীজী ভাষণে বলেছিলেন, 'নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত স্বরূপ গ্রহণ করেছ। আর আল্লাহর নামেই তাদেরকে নিজেদের জন্য বৈধ করেছ।' (তিরমিজি-১১৬৩)

প্রতিবেশীর অধিকারে হস্তক্ষেপ করা

ইসলাম প্রতিবেশীর অধিকারের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছে। প্রতিটি মুসলিমের উচিৎ প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখা। কোনোভাবে যেন তাদের অধিকার খর্ব না হয় সেটি নিশ্চিত করা। নবীজী সা: বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন প্রতিবেশীকে জ্বালাতন না করে।' (বুখারি-৬০১৮) অন্যত্র এসেছে, নবীজী সা: বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর সম্পত্তি আত্মসাৎ করে, কিয়ামতে সেই সম্পদসহ তাকে ধসিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' (কিতাবুল আইন-৫ : ১৯৪)

লেখক : খতিব, বায়তুল আজিম জামে মসজিদ, রংপুর

রসুল (সাঃ) ছিলেন সদাচরণের প্রতীক

মুহম্মাদ আশরাফ আলী

সদাচরণের প্রতীক ছিলেন রসুল (সা.)। তাঁর মতো সদালাপী কেউ ছিল না। সহিষ্ণুতার প্রতিবিম্ব ছিলেন তিনি। ছিলেন মানবকুলের মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু।

আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, দীর্ঘ ১০ বছর দিনরাত রসুল (সা.)-এর খেদমত করেছি, কিন্তু তিনি কখনো আমাকে প্রহার করেননি, ধমক দেননি, কোনো দিন বলেননি কেন তুমি এ কাজ করেছ আর কেন এটি করনি।' (বুখারি) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রসুল (সা.) কখনো অশ্লীল কথা বলতেন না, অশোভন কিছু করতেন না, তিনি বলতেন তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো সেই ব্যক্তি, যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। (বুখারি) আয়েশা (রা.) বলেন, আমি রসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, মোমিন বান্দা সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে রোজাদার ও নামাজির মর্যাদা অর্জন করে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুল (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় এবং কেয়ামতের দিবসে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে তারা যারা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। আর সবচেয়ে অপছন্দনীয় ও কেয়ামত দিবসে আমার থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী হবে তারা যারা তোমাদের মধ্যে বাচাল, দাম্ভিক, অহংকারী ও হিংসুটে। আয়েশা (রা.) বলেন, রসুল (সা.) বলেছেন, ইমানের দিক থেকে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ মোমিন সে যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং পরিবার-পরিজনের প্রতি অধিক হৃদ্যতাসম্পন্ন। (তিরমিজি) নবুয়তের আগে-পরে উভয় সময়ে রসুল (সা.) ছিলেন নিজ মাতৃভূমি মক্কাসহ গোটা আরবে সবচেয়ে সত্যবাদী বলে পরিচিত। এ কারণেই প্রথমবার যখন ওহি অবতীর্ণ হয় এবং হজরত খাদিজা (রা.)-কে তিনি বলছিলেন, নিজেকে নিয়ে ভয় হচ্ছে আমার। খাদিজা (রা.) তাঁকে বললেন, আপনি পেরেশান হবেন না বরং আপনি নিশ্চিন্ত ও শান্ত থাকুন। আল্লাহর কসম তিনি কখনো আপনাকে অপদস্থ করবেন না। কেননা আপনি আত্মীয়তা বজায় রাখেন, সব সময় সত্য কথা বলেন, দুর্বলের বোঝা বহন করেন, অসহায়ের জীবিকার ব্যবস্থা করেন ও বিপদগ্রস্তদের যথাযথ সাহায্য করেন। (বুখারি) মক্কার লোকেরা নবীজিকে পাগল, জাদুকর ইত্যাদি অপবাদ দিয়ে আঘাত দিলেও কখনো তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেনি। তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাঁর আনীত দীনকে, কিন্তু তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেনি। কুরাইশ নেতা উমাইয়া বদরের যুদ্ধে নিহত হবে, নবীজির মুখ থেকে এ কথা শোনার পর সে অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যায় এবং বলতে থাকে, মুহাম্মদের কথা অবশ্যই সত্য হবে, সে কখনো মিথ্যা বলে না। এমনিভাবে মক্কায় সর্বাধিক বিশ্বস্ত বলেও বিশেষ পরিচিতি পেয়েছিলেন। এমনকি ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার পরও মক্কার কুরাইশরা তাঁকে বিশ্বস্ত বলে আখ্যা দিয়েছিল। ঠিক তেমনিভাবে নবীজির লজ্জাশীলতা এমন ছিল- হজরত আবু সাইদ খুদরি (রাঃ) বলেন, পর্দার আড়ালে থাকা কুমারী নারীর চেয়েও নবীজি অধিক লজ্জাশীল ছিলেন।

লেখক : ইসলামবিষয়ক গবেষক

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	১১	৫:৪৫	৭:১৬	১২:৫২	৪:২৩	৬:১৮	৭:৩৯
শনিবার	১২	৫:৪৬	৭:১৭	১২:৫২	৪২১	৬:১৬	৭:৩৭
রবিবার	১৩	৫:৪৮	৭:১৯	১২:৫২	৪:১৯	৬:১৪	৭:৩৭
সোমবার	১৪	৫:৪৯	৭:২১	১২:৫২	৪:১৭	৬:১২	৭:৩৫
মঙ্গলবার	১৫	৫:৫০	৭:২২	১২:৫১	৪:১৫	৬:০৯	৭:৩২
বুধবার	১৬	৫:৫২	৭:২৪	১২:৫১	৪:১৩	৬:০৭	৭:৩০
বৃহস্পতিবার	১৭	৫:৫৩	৭:২৬	১২:৫১	৪:১১	৬:০৫	৭:২৮

ফেলানী থেকে স্বর্ণা দাস, সীমান্তে আর কত লাশ?

ড. মোঃ মনিরুজ্জামান

বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে ৪,০৯৬ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে, যা বিশ্বের ৫ম দীর্ঘতম সীমান্ত। এটি বাংলাদেশের ৬টি বিভাগ এবং ভারতের আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, মিজোরাম, মেঘালয় এবং ত্রিপুরা রাজ্যগুলোকে বিভক্ত করেছে। এ সীমান্ত এখন নানা সমস্যার বিষয় হয়ে উঠেছে। যেমন-চোরাচালান, অবৈধ অভিবাসন, আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাস এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদি। বর্তমান বিশ্বে ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্তগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত। এ সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক বাংলাদেশি নাগরিককে হত্যা করা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন পরপরই সীমান্তে এরূপ হত্যাকাণ্ডের খবরাখবর বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার করা হয়। ভারতের সঙ্গে ৬টি দেশের স্থল সীমান্ত রয়েছে। এগুলো হলো-চীন, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, মিয়ানমার ও বাংলাদেশ। উপরোক্ত প্রত্যেকটি দেশের সীমান্তেই বিএসএফ মোতায়েন রয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোর অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। তারা শুধু পেটের দায়ে শ্রমিক হিসাবে দুই মুঠো ভাতের আশায় দুই দেশের চোরাকারবারিদের মালামাল বহন করে দিয়ে থাকে। দুই দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলো বেশ ঘনবসতিপূর্ণ। উভয় দেশের বহু মানুষ নদীভাঙনের কারণে খেত-খামার ও জীবিকা হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে। তারা উভয় সীমান্তে গবাদিপশু ও পণ্য পাচারের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে অনেককে ধরে নিয়ে নির্যাতন করা হয় অথবা হত্যা করা হয়। পণ্য পাচারের জন্য শিশুদেরও ব্যবহার করা হয়। কারণ তাদের ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম থাকে। এতে তারাও সীমান্তে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়।

২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি ফেলানী খাতুনের হত্যাকাণ্ড একটি বর্বরোচিত ঘটনা। কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার রামখানা ইউনিয়নের কলোনীটারী গ্রামের নুর ইসলাম পরিবার নিয়ে থাকতেন ভারতের নয়াদিল্লিতে। মেয়ে ফেলানীর বিয়ে ঠিক হয় বাংলাদেশে। নয়াদিল্লিতে গৃহকর্মীর কাজ করা ফেলানী সেদিন বিয়ের পিঁড়িতে বসার জন্য কুড়িগ্রামের অনন্তপুর সীমান্ত দিয়ে পিতার সঙ্গে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশের জন্য মই বেয়ে কাঁটাতারের বেড়া পার হচ্ছিল। বাবা পার হতে পারলেও কন্যা ফেলানীর কাপড় সীমান্তের কাঁটাতারে আটকে যায়। আতঙ্কিত হয়ে সে চিৎকার শুরু করে। এমতাবস্থায় অমিয় ঘোষ নামে বিএসএফের একজন সৈনিক ফেলানীকে পাখি শিকারের মতো গুলি করে হত্যা করে। মধ্যযুগীয় কায়দায় তার প্রাণহীন দেহটি প্রায় ৫ ঘণ্টা উলটোভাবে কাঁটাতারের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। ফেলানী হত্যার ফলে বাংলাদেশে এবং ভারতেও কোনো কোনো মহলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করা হয় ফেলানীর ঝুলন্ত লাশের ছবি। ভারত এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত দোষীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরের কথা বরং ফেলানীর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যে নির্দেশনা প্রদান করেছিল, তাও আমলে নেয়নি। বিএসএফ সদস্য ফেলানীর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করলেও ভারতের আদালত তাকে বেকসুর খালাস দেয়। এরপর মামলা ভারতের সুপ্রিমকোর্টে গড়ালে আজও তার নিষ্পত্তি হয়নি। সম্প্রতি বাংলাদেশের দুই কিশোর-কিশোরী সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত হয়। ০১.০৯.২০২৪ তারিখ রাতে মায়ের সঙ্গে ভারতের ত্রিপুরায় বসবাসকারী ভাইকে দেখতে যাওয়ার সময় মৌলভীবাজারের কুলাউড়া সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গুলিতে কিশোরী স্বর্ণা দাস নিহত হয়। স্বর্ণা দাস ও তার মা সঞ্চিতা রানী দাস ভাইকে দেখতে স্থানীয় দুই দালালের সহযোগিতায় সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এ ঘটনার ঠিক ৮ দিন পর ০৯.০৯.২০২৪ তারিখে ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গুলিতে জয়ন্ত কুমার সিংহ নামের এক কিশোর নিহত হয়। জয়ন্ত কুমার সিংহ বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার ফকিরভিটা বেলপুকুর গ্রামের বাসিন্দা মহাদেব কুমার সিংহের ছেলে। একদল লোক স্থানীয় দালালের সহযোগিতায় ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করলে গভীর রাতে উপজেলার ধনতলা সীমান্ত এলাকায় এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। দুই দেশের সীমান্তে অনেক অভিন্ন পাড়া রয়েছে, যেখানকার মানুষ নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করা ছাড়াও জীবিকার সন্ধানে অনেকে সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করে। কাউকে দেখামাত্রই গুলি করা মারাত্মক ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন। এমনটি না করে উভয় দেশের আইন অনুযায়ী অপরাধীকে গ্রেফতার ও বিচারের আওতায় আনা উচিত। সীমান্ত হত্যা দুই দেশের (বাংলাদেশ-ভারত) ভালো সম্পর্কের পথে অন্তরায় বলে উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশের বর্তমান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। বাংলাদেশ-ভারত পরস্পর পরস্পরের বন্ধু বলে দাবি করলেও ভারত কর্তৃক নিয়মিতভাবে বাংলাদেশের নাগরিককে গুলি করে হত্যা করার ঘটনা বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত ছাড়া বিশ্বের আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে চুক্তি অনুসারে এক দেশের নাগরিক যদি বেআইনিভাবে অন্য দেশে প্রবেশ করার চেষ্টা করে, তাহলে সংশ্লিষ্ট দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী আত্মরক্ষার্থে যে কোনো ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারবে, তবে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার না করাটাই বাঞ্ছনীয়। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে সীমান্তে বিএসএফ যদি কোনো কর্মকাণ্ডকে হুমকিস্বরূপ মনে করে, তাহলে তারা আত্মরক্ষার জন্য সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসাবে গুলি করতে পারবে। কিন্তু কাঁটাতারে কাপড় আটকে যাওয়া এক নিরস্ত্র কিশোরী ফেলানী খাতুন কিংবা মায়ের হাত ধরে সীমান্ত পাড়ি দিতে যাওয়া কিশোরী স্বর্ণা দাস কী করে অস্ত্রধারী বিএসএফের জন্য হুমকি হতে পারে তা বোধগম্য নয়। সীমান্তে অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে বেঁচে যাওয়া এবং প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য মতে, বিএসএফ তাদের গ্রেফতারের চেষ্টা না করে বা সতর্ক না করে নির্বিচারে গুলি চালায়। বিএসএফ আরও দাবি করেছে, দুর্বৃত্তরা গ্রেফতার এড়ানোর চেষ্টা করলে তারা গুলি চালায়। তবে কোনো অপরাধ সন্দেহে প্রাণঘাতী অস্ত্রের ব্যবহার ন্যায়সংগত নয়। বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, অপরাধী হিসাবে সীমান্তে হত্যার শিকার ব্যক্তিরা হয় নিরস্ত্র থাকে অথবা তাদের নিকট কাস্তে, লাঠি বা ছুরি থাকে। তদন্ত করা মামলার কোনোটিতেই বিএসএফ প্রমাণ করতে পারেনি যে, হত্যার শিকার ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রাণঘাতী অস্ত্র বা বিস্ফোরক পাওয়া গেছে; যার দ্বারা তাদের প্রাণসংহার বা গুরুতর আহত হওয়ার ঝুঁকি থাকতে পারে।

সুতরাং সীমান্তে বিএসএফ-এর গুলি চালানোর দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনে মানুষের জীবনের অধিকার লঙ্ঘনের শামিল। যা বাংলাদেশ-ভারত উভয় দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ভারত প্রতিবেশী দেশ হিসাবে সীমান্তে চলাচলকারীদের সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী আচরণ করবে। ভারত সরকারের এটা নিশ্চিত করা উচিত যে, সীমান্তরক্ষী বাহিনী মানুষের মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং আইনের শাসন অনুসরণ করছে। সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিকদের হত্যার প্রধান কারণ বিএসএফের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বেশ উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। সীমান্তে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার জন্য উভয় দেশের মধ্যে পতাকা বৈঠকে বিএসএফ সীমান্তে আর কোনো গুলি চালাবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি আর রক্ষা হয় না। এসব হত্যাকাণ্ডের বিচার তো দূরের কথা, ভারত সরকার এতে কোনো উদ্বেগও প্রকাশ করেনি। তাই সীমান্ত হত্যা শূন্যে নামানোর প্রতিশ্রুতি শূন্যেই ঝুলে আছে। এমনকি ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী যৌথ বিবৃতিতে সীমান্তে হত্যা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার ঘোষণা দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই দিনাজপুর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে এক বাংলাদেশি কিশোর নিহত হয়। তখন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতেই অবস্থান করছিলেন। আন্তর্জাতিক আইনে কোনো বাহিনীকে বিশ্বের কোথাও নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিকদের গুলি করার অনুমতি দেয়নি। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পরিসংখ্যান মতে, ২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিএসএফের গুলিতে ও নির্যাতনে প্রায় ৬১০ বাংলাদেশি নিহত হয়েছে। সীমান্তে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে বাংলাদেশের উচিত ভারতকে লিখিতভাবে অভিযোগ করে এর জবাব চাওয়া। যদি এতেও সমাধান না হয়; তাহলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আইনের মাধ্যমে সীমান্ত হত্যা বন্ধে বাংলাদেশ সরকারকে ব্যবস্থা নেয়া উচিত। আন্তর্জাতিকভাবে সীমান্ত হত্যার যে আইন আছে, বাংলাদেশ সরকার তা প্রয়োগ না করায় আজও এর সমাধান হয়নি। বাংলাদেশের সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফ ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে চললেও বাংলাদেশের বিগত সরকারের দিক থেকে তেমন কোনো প্রতিবাদ জানানো হয়নি। হাসিনা সরকার একদিকে ভারতকে একতরফাভাবে ট্রানজিট, বন্দর, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ব্যবসাসহ নানা ধরনের সুবিধা প্রদান করেছে, অন্যদিকে ভারত বাংলাদেশকে আন্তঃসীমান্ত নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা পর্যন্ত দেয়নি এবং সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে একের পর এক বাংলাদেশি নাগরিকদের হত্যা করছে। ১৩.০৯.২০২৪ তারিখে বাংলাদেশের বাংলাবান্ধা সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ও বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী (বিজিবি) কমান্ডার পর্যায়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ উপলক্ষ্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সীমান্তে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য বিএসএফ দুঃখ প্রকাশ করে এবং ভবিষ্যতে সীমান্তে কোনো বাংলাদেশি নাগরিকের ওপর গুলি চালাবে না বলে বিজিবির প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করে। সীমান্তে এরূপ হত্যাকাণ্ডে বাংলাদেশের প্রতি ভারতের অপ্রতিবেশীসুলভ, বন্ধুত্বহীন ও আধিপত্যবাদী মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ বলে মনে হয়। এটি ভারতের প্রতি বাংলাদেশের নতজানু পররাষ্ট্র নীতির স্পষ্ট নিদর্শন। বিএসএফের এসব সীমান্ত হত্যাকাণ্ড সার্বিকভাবে বাংলাদেশের জনগণের ভারতবিরোধী মনোভাবকে উসকে দিতে পারে। সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশি হত্যা ভারতের প্রতিশ্রুতিতে কখনো বন্ধ হবে না। এজন্য আমাদের তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করতে হবে। ২০১৭ সালের ৯ মার্চ ভারত-নেপাল সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গুলিতে গোবিন্দ গৌতম নামে এক যুবক নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে নেপালের জনগণের মধ্যে ভারতবিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পাওয়া ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে ভারতের তৎকালীন নিরাপত্তা উপদেষ্টা নেপালের প্রধানমন্ত্রীর কাছে এ ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং নিহতের পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা এবং গোবিন্দ গৌতমকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়া হয়। আবার ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে পাকিস্তানের একজন নাগরিককেও ভারত গুলি করে হত্যা করার সাহস দেখায়নি। অথচ বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বিএসএফ কিছুদিন পরপরই নিরপরাধ মানুষকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করছে। তাই এখনই মোক্ষম সময় বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক নির্দোষ বাংলাদেশি জনগণকে গুলি করে হত্যা করার সমুচিত জবাব দেওয়া, তা না হলে চলমান এ হত্যাকাণ্ডের ধারা অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে হত্যাকাণ্ড বন্ধ না হওয়ার অন্যতম কারণ ভারতের রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব। ভারত বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র শুধু কাগজে-কলমে লিখিত থাকলেও বাস্তবে এর প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই না। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারত বাংলাদেশকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করলেও তার পেছনে ভারতের স্বার্থ লুকায়িত ছিল। আমরা জানি ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে দীর্ঘদিনের বৈরী সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। ভারত এখন পর্যন্ত নিঃস্বার্থভাবে বাংলাদেশের জনসাধারণের উপকারে কোনো কাজ করেছে এমনটি ভাবার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। ভারত যদি বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বাপন্ন মনোভাব নিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিত, তাহলে সীমান্তে নির্দোষ মানুষকে গুলি করে হত্যা করত না। সুতরাং প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে ভারতকে প্রভু তো নয়ই, বরং বন্ধু রাষ্ট্র হিসাবে আমাদের মূল্যায়ন করতেও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

ড. মো. মনিরুজ্জামান : সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

পুলিশ বাহিনী বিনির্মাণে যা করতে হবে

মোঃ রুহুল আমিন

ঐতিহ্যবাহী পুলিশ বাহিনী এবং এর অঙ্গ সংগঠন দেশের প্রচলিত আইন যথা দণ্ডবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধি, পিআরবি পুলিশ অ্যাক্ট, আর্মস অ্যাক্ট, বিশেষ ক্ষমতা আইন-১৯৭৪, মাইনর অ্যাক্ট এবং বিভিন্ন সময়ে জারি করা রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনের আলোকে পরিচালিত হয়ে আসছিল। এসব আইনকানুনের যথাযথ প্রতিফলন হলে পুলিশ বাহিনীর কোনো সংস্কারের প্রয়োজন হতো না।

কিন্তু গত ১৫ বছরের বেশি সময় কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া পুলিশ বাহিনী ও এর অঙ্গ সংগঠন রাষ্ট্রীয় আইনকানুন ভুলে রাজনৈতিক তাঁবেদারি ও আর্থিকভাবে লাভবান হতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তাদের মনে এমন ভ্রান্ত ধারণা দেওয়া হয়েছিল-রাজনৈতিক শক্তিই তাদের শক্তি। এই শক্তি যদি পরাস্ত হয়, তবে তাদের অস্তিত্ব থাকবে না। এর বহিঃপ্রকাশ দেখা গেছে কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তার বক্তব্যে, যা ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট ও সামাজিক মাধ্যমে বহুল আলোচিত। তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তির বদলে হয়েছে প্রমোশন। এ সময়ে সৃষ্ট দু-একটি বিশেষ বাহিনী বহু নিরীহ যুবককে মাসের পর মাস বেআইনিভাবে অজ্ঞাত স্থানে আটকে রেখেছে। বহু লোককে গুম করেছে, যাদের এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। এসব ঘটনায় দায়ী পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। ভবিষ্যতে এ কাজ যাতে কেউ না করতে পারে, তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। ইতোমধ্যে কয়েকজনের নাম ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় এসেছে। এসব উচ্চাভিলাষী পুলিশের মনে রাখা উচিত ছিল-জনগণই সর্বশক্তির উৎস। এ শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ালে তাদের এবং তাদের দোসরদের অস্তিত্ব থাকবে না। গত জুলাই থেকে ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলন এরই বহিঃপ্রকাশ। আন্দোলন দমাতে কিছু ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা অধস্তনদের নির্দেশ দেন ছাত্র-জনতাকে দমনের। তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিলেন। তাদের কেউ নিহত বা আহত হননি। নিহত বা আহত হয়েছেন পুলিশের অধস্তন সদস্যরা। ঢাকাসহ সারাদেশে এই নির্দেশদাতাদের খুঁজে বের করে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। নিরস্ত্র ছাত্র-জনতাকে দমাতে ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে দলীয় হেলমেট পরিহিত অস্ত্রধারী ক্যাডার বাহিনীর ব্যাপক অংশগ্রহণ ও এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণে নিহত ও আহতের সংখ্যা দাঁড়ায় বহু গুণ। এ বিষয়ে তদন্ত হওয়া জরুরি।

সুপারিশমালা

১) পুলিশ বাহিনীকে প্রচলিত আইনকানুন অনুযায়ী কাজ করতে হবে এবং পেশাদারিত্ব বজায় রাখতে হবে। ব্যতিক্রম হলে বিভাগীয় শাস্তি দিতে হবে।

২) অন্যায়কারী ছাড়া বাকি পুলিশ সদস্যদের আস্থার আওতায় আনতে হবে। আস্থায় আনা গেলে একজন সদস্য একাধিক সদস্যের কাজ করতে সক্ষম হবেন।

৩) নতুন নিয়োগ এবং ট্রেনিং দিয়ে পুলিশকে কর্মক্ষম করে তোলা সময়সাপেক্ষ।

৪) অসৎ উদ্দেশ্যে বিগত সরকারের আমলে প্রয়োজনের অধিক পুলিশ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এতে বহু অর্থের অপচয় হয়েছে। এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

৫) আমাদের মতো ছোট একটি দেশে পুলিশের কতটি বিশেষায়িত টিম দরকার, তা ভেবে দেখতে হবে। অপ্রয়োজনীয় ইউনিট বাদ দিতে হবে।

৬) নিয়োগ ও ট্রেনিং আমূল পরিবর্তন করতে হবে।

৭) বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টার ঢেলে সাজাতে হবে এবং পরিবেশবান্ধব হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ট্রেনিং সেন্টারের ল ইনস্ট্রাক্টরদের অধিক ভাতা দিতে হবে। এতে তাদের কার্যক্রম বাড়বে।

৮) পুলিশ বাহিনীতে এসআই থেকে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিয়োগপ্রাপ্তির পর তাদের বিষয়-সম্পত্তি ও অন্যান্য আর্থিক সোর্সের হিসাব রাখা যায় কিনা, তা ভেবে দেখতে হবে।

৯) ফৌজদারি মামলা তদন্তে পেশাদারিত্ব যাতে বজায় থাকে তার পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

১০) গত জুলাই থেকে ৫ আগস্ট ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে করা মামলাগুলো ন্যায়বিচারের স্বার্থে অতি গুরুত্বের সঙ্গে মনিটরিং সেল গঠন করে নিষ্পত্তি প্রয়াস চালাতে হবে।

১১) এসআই থেকে ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যেকের কাছে দণ্ডবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধি এবং আনুষঙ্গিক আইনের বই থাকতে হবে। থানায় অভিযোগ আসার পর আইন ও বিধান কনসাল্ট করে মামলা করতে হবে। কাজটি কোনোক্রমেই থানার রাইটার/সেরেস্তাদার/ওয়্যারলেস অপারেটর দ্বারা করা যাবে না। এর ব্যত্যয় ঘটলে তাৎক্ষণিক কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

১২) প্রতিটি থানায় আইনের বই-সংবলিত একটি ছোট লাইব্রেরি করা যায় কিনা, ভাবতে হবে।

১৩) যারা বর্তমানে পুলিশ বাহিনীতে বহাল, প্রত্যেককে ইনসার্ভিস ট্রেনিংয়ের আওতায় আনতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে যে, জুলাই-আগস্ট ঘটনায় যারা জড়িয়ে পড়েছিল, তারা একটি মহাভ্রান্ত ধারণায় ছিল। তাদের এখন পেশাদারিত্বের মধ্য দিয়ে দেশ ও জনস্বার্থে পুরোদমে নিজ নিজ স্থানে কাজ করতে হবে।

মোঃ রুহুল আমিন: পুলিশ সুপার (অব.) পিপিএম (বার), পিপিএম (সেবা)

সংস্কারের শেষ সুযোগটি আমরা হারাতে চাই না

শেখ নাহিদ নিয়াজী

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে যোগ দিতে গিয়ে মাত্র চার দিনে ৪০টি সভা ও বৈঠক করেছেন বলে শুনেছি। ৮৪ বছর বয়সেও তাঁর সক্রিয়তা সত্যিই দৃষ্টান্তমূলক; যদিও তাঁর সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের কেউ কেউ সেই মাত্রায় সক্রিয়তা দেখাতে পারছেন না। কোনো কোনো উপদেষ্টার কাছ থেকে এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কর্মপরিকল্পনাও মিলছে না। অথচ বিশেষ পরিস্থিতিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টাদের সুচারুরূপে, সমন্বিতভাবে, জরুরি ভিত্তিতে রাষ্ট্রের সংস্কার প্রশ্নে দৃশ্যমান কাজ করার কথা ছিল। বিশেষত আর্থিক খাত ছাড়া বাকি খাতের পরিবর্তন খুবই শ্লথ।

এমন প্রশ্নও জাগতে পারে, জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের ব্যাপকতা কি অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সবাই বুঝতে পারছেন? যে অভ্যুত্থানে দেড় সহস্রাধিক শহীদ, পাঁচ শতাধিক চোখহারা, ২ সহস্রাধিক আহত এখনও হাসপাতালে, সেই গণঅভ্যুত্থানের ফসল সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা স্বভাবতই বেশি থাকবে। বস্তুত এই অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে মানুষের মধ্যে সত্যিকারের অর্থনৈতিক মুক্তির যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে, উপদেষ্টাদের সে অনুযায়ী কাজ করার বিকল্প নেই। শুধু অন্তর্বর্তী সরকার নয়; গণঅভ্যুত্থানের মূল শক্তি ছাত্ররা কি আগের স্পিরিট ধরে রাখতে পারছে? আমার সন্দেহ হয়। যেভাবে যত্রতত্র 'সমন্বয়ক' শব্দের অপব্যবহার করা হচ্ছে, সেটা কাম্য নয়। এমনকি কেউ কেউ এই নাম ব্যবহার করে চাঁদাবাজি করছে বলেও খবর বেরিয়েছে। ওদিকে কেউ কেউ যেন ভুলে যাচ্ছেন, শহীদদের নির্ভুল তালিকা তৈরির কাজ দ্রুততার সঙ্গে শেষ করা খুবই জরুরি। এই গণঅভ্যুত্থানে হতাহতদেরই যদি প্রাপ্য সম্মান দিতে না পারি, তাহলে বাকি আকাঙ্ক্ষাগুলো কতটা পূরণ হবে, সে সন্দেহ রয়েই যায়। অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে আরও কিছু কাজ দ্রুতগতিতে করার কথা ছিল। খানিকটা দেরিতে হলেও এগুলো করতেই হবে।

এক. এখন পর্যন্ত গণহত্যার হুকুমদাতা স্বৈরাচার সরকারের কিছু নির্দিষ্ট মন্ত্রী-এমপিকে আইনের আওতায় আনা হলো না। বরং তাদের কাউকে কাউকে সুকৌশলে দেশ থেকে পালাতে সাহায্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এরা কারা, যারা তাদের পালাতে সহায়তা করেছে বা করে যাচ্ছে? তারা কীভাবে পালালেন?

দুই. মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে আলোচিত কিছু পুলিশ কর্মকর্তা গণহত্যার সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন। তাদের অনেকে এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাদের ধরা যাচ্ছে না কেন? অতি দ্রুত দেশব্যাপী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে হবে। সে জন্য পুলিশ বাহিনীতে কয়েক হাজার কনস্টেবল এবং কয়েক হাজার উপপরিদর্শক নিয়োগ দেওয়া জরুরি। পুলিশের পেশাদারিত্ব বজায় রেখে কাজ করতে হবে। সেটি না পারলে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো যেতে পারে। যারা এখনও কর্মস্থলে ফেরত আসেননি তাদের চাকরি থেকে অব্যাহতি দিতে হবে; তাদের বিভাগীয় শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। পুলিশের চেইন অব কমান্ড ফিরিয়ে আনতে হবে ইতিবাচকভাবে।

তিন. জনপ্রশাসনে বিগত সরকারের সময় রাজনৈতিক দলবাজির ভেতর দিয়ে পদোন্নতি পাওয়া অনেক কর্মচারী এখনও গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন। এসব দেখার দায়িত্ব কার? এসব সংস্কারে কারও কারও কি আগ্রহের অভাব রয়েছে? সরকারে সম্ভবত আরও গতিশীল ও উদ্যমী ব্যক্তিদের যোগ হওয়া দরকার। এই দেশে সত্যিকারার্থে যোগ্য, দক্ষ, ন্যায়নিষ্ঠ ও সাহসী লোকজন আছেন অবশ্যই। সে রকম মানুষ খুঁজে বের করে দায়িত্ব দিতে হবে।

চার. জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন খুবই জরুরি ছিল, কিন্তু হলো না। আমরা একটি উচ্চশিক্ষা কমিশনেরও প্রস্তাব করেছিলাম। সে ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্য নেই কেন? আপাতভাবে মনে হচ্ছে, ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী পরিচালিত দেশের চারটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় চারজন যোগ্য উপাচার্য পেয়েছে। কিন্তু কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ ভালো হয়নি। সেখানে বেশ কয়েকজন বিতর্কিত ব্যক্তি দায়িত্ব পেয়েছেন। তা ছাড়া দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গোষ্ঠীবদ্ধ সহিংসতা চলছে। এসব বন্ধ করতে হবে; অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে।

কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা দেখছি, যেসব শিক্ষক গণআন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, তাদের কাউকে কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ট্যাগিং করা হচ্ছে। এসব বন্ধ করতে শিক্ষা উপদেষ্টার দিক থেকে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ এখন পর্যন্ত দেখা গেল না। এটি সত্যিই হতাশাজনক।

পাঁচ. বিভিন্ন ব্যাংক থেকে প্রায় ২ লাখ কোটি টাকা পাচার করা হয়েছে। এসবের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের নাম ইতোমধ্যে সব মিডিয়াতে এসেছে। এসব চোর-ডাকাত, লুটেরা, অর্থ পাচারকারীকে ফিরিয়ে এনে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী দ্রুত শাস্তি দিতে হবে। পাচারকৃত সব অর্থ দেশে ফেরত আনার ব্যবস্থা করতে হবে জরুরি ভিত্তিতে। আমরা বিশ্বাস করি, এই বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন। তিনি নিউইয়র্ক সফরকালে দু-একটি সভা করেছেন। এগুলোর ফলাফল আমরা দ্রুত পেতে চাই।

ছয়. আমরা চাই অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোর 'গণতান্ত্রিক সংস্কার' শেষে জাতীয় নির্বাচনের রোডম্যাপ দেবে। সেটিই তাদের মূল কাজ; এই দেশের সব নাগরিকের চাওয়া এটিই। তবে অবশ্যই রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে ইতিবাচক সংস্কার করতে হবে। এই কাজটি সঠিকভাবে করানোর জন্য বর্তমান সরকার, ছাত্রসমাজ, পেশাজীবী ও সামাজিক শক্তি এবং নাগরিক সমাজের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর ব্যাপক চাপ তৈরি করা দরকার।

পরিশেষে বলব, রাজনৈতিক দলের টেকসই সংস্কার ছাড়া একটি টেকসই ও গ্রহণযোগ্য 'রাজনৈতিক বন্দোবস্ত' কোনোভাবেই সম্ভব হবে না। শুধু একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেই নতুন করে গণতন্ত্র এবং জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে না। এবার শেষ সুযোগটি হারালে এই রাষ্ট্র এত বড় আকারে জনমানুষের ঐক্য নিয়ে আর কোনোদিন ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না। তাহলে জাতি হিসেবে আমরা 'আত্মঘাতী ও অপরিণামদর্শী' হয়েই থেকে যাব!

শেখ নাহিদ নিয়াজী: শিক্ষক, ইংরেজি বিভাগ, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

তারপরও কেন রাজনীতিতে মাইনাস-টুর শঙ্কা?

সোহরাব হাসান

রাজনীতির মাঠ থেকে প্রতিপক্ষকে পুরোপুরি অদৃশ্য করতে গেলে যে নিজেদেরই অদৃশ্য হয়ে যেতে হয়, তার প্রমাণ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ। আওয়ামী লীগ চেয়েছিল, তাদের বলয়ের বাইরে কেউ থাকবে না। প্রশাসন চলবে আওয়ামী লীগের কথায়। পুলিশ চলবে আওয়ামী লীগের কথায়। মিডিয়াও কথা বলবে আওয়ামী লীগের ভাষায়।

এখন সেই আওয়ামী লীগ কোথাও নেই। গত ৫ আগস্ট ছাত্র গণ-অভ্যুত্থানের পর রাজনৈতিক দল হিসেবেও আওয়ামী লীগ 'অদৃশ্য' হয়ে গেছে। এর আগে আমরা দেখেছি, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতে বিএনপি প্রধান বিরোধী দলের দায়িত্ব পালন করেছে, এমনকি সংসদে না থেকেও। আবার বিএনপি ক্ষমতায় থাকতে আওয়ামী লীগই ছিল প্রধান বিরোধী দল।

এবার মাঠে আওয়ামী লীগ নেই। ফলে বিএনপির সামনে আপাতত কোনো চ্যালেঞ্জ থাকার কথা নয়। তারপরও বিএনপির নেতাদের কণ্ঠে বিরাজনৈতিকীকরণ ও মাইনাস-টু থিয়োরির কথা শোনা যায়। তাঁদের দাবি, আওয়ামী লীগ হটিয়ে কোনো কোনো পক্ষ বিএনপির ক্ষমতায় আসার পথও রুদ্ধ করতে চায়। এই পক্ষগুলো কারা, বিএনপির নেতারা তা খোলাসা করে বলছেন না। হাওয়ায় নানা কথা ভেসে আসছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম লক্ষ্য ছিল সংস্কারের উদ্দেশ্যে গঠিত কমিশনগুলোর রূপরেখা তৈরি করে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বসবে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো আপত্তি জানিয়েছে। তারা বলেছে, রূপরেখা চূড়ান্ত করে বসার অর্থ হচ্ছে তাদের দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেওয়া। সেটা হতে পারে না। এরপর সরকার ঠিক করেছে, রাজনৈতিক দলগুলোর কথা শোনার পরই কমিশনগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করবে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে মাইনাস টু একটি অতি জটিল প্রশ্ন। এক-এগারোর পর যাঁরা ক্ষমতায় এসেছিলেন, তাঁরা সত্যিকার অর্থেই মাইনাস টু চেয়েছিলেন। এমনকি তাঁদের এই চাওয়ায় দুই দলের অনেককে কাছে টেনেছিলেন। পরে যখন তাঁরা অবস্থা বেগতিক দেখলেন, তখন নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা দেওয়াই শ্রেয় মনে করলেন। ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির বইয়েও সাবেক সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের বর্ণনা আছে।

শনিবার প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রথমে সংলাপে বসেন বিএনপির নেতাদের সঙ্গে। বিএনপির প্রতিনিধিদলে মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ছাড়াও স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মির্জা আব্বাস, আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান ও সালাহউদ্দিন আহমেদ।

এরপর আলোচনা করেন যথাক্রমে জামায়াতে ইসলামী, গণতন্ত্র মঞ্চ, হেফাজতে ইসলাম, বাম গণতান্ত্রিক জোট, ইসলামী আন্দোলন, এবি পার্টি ও গণ অধিকার পরিষদের নেতারা। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ ও তার জোটসঙ্গীদের এই সংলাপের বাইরে রাখা হয়েছে।

সংলাপে আগামী জাতীয় নির্বাচন, নির্বাচনকেন্দ্রিক সংস্কারসহ মোটামুটি ১৮টি বিষয়ে কথা বলেছে বিএনপি। তবে দলটির মূল চাওয়া ছিল কবে নাগাদ নির্বাচন হবে, তার একটি রোডম্যাপ। একই সঙ্গে বিএনপি নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার করে অনতিবিলম্বে নির্বাচন কমিশন গঠনের দাবি জানিয়েছে।

বিএনপির প্রতিনিধিদল এক ঘণ্টার বেশি সময় বৈঠক করে। বিকেল চারটায় বৈঠক থেকে বের হয়ে প্রতিনিধিদলের প্রধান মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। আলোচনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আলোচনার প্রধান বিষয় হচ্ছে নির্বাচন-সম্পর্কিত। কবে নির্বাচন হবে, সে বিষয়ে একটি রোডম্যাপ দিতে বলেছি।'

প্রেস ব্রিফিংয়ে মির্জা ফখরুল নির্বাচনের 'রোডম্যাপ ও সময়সীমা' সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'আমি মাস, দিন, কাল নিয়ে কথা বলব না। উনি (প্রধান উপদেষ্টা) আমাদের বলেছেন, নির্বাচন অনুষ্ঠান তাঁদের ১ নম্বর প্রায়োরিটি (অগ্রাধিকার)। বিষয়গুলো অত্যন্ত সহযোগিতার সঙ্গে তাঁরা দেখছেন। তাঁরা মনে করেন, আমাদের দাবিগুলো হচ্ছে জনগণের দাবি, আমাদের দাবিগুলো তাঁদেরও দাবি।'

এ ক্ষেত্রে নির্বাচন নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে বিএনপির কোনো দ্বিমত আছে বলে মনে হয় না। তারপরও যখন বিএনপির নেতাদের মুখে নির্বাচন নিয়ে সংশয় এবং মাইনাস টু থিওরির কথা শোনা যায়, তখন প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কি দৃশ্যের বাইরেও কিছু ঘটছে?

একই দিন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট আয়োজিত সমাবেশে মির্জা ফখরুল বলেন, তাঁরা কোনো বিরাজনৈতিকীকরণের রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না। আবার 'মাইনাস টু' দেখতে চান না। তিনি বলেছেন, 'আমরা আবার এই মৌলবাদ বা জঙ্গিবাদকে দেখতে চাই না। আমরা আবার সন্ত্রাসকে দেখতে চাই না। আমরা সত্যিকার অর্থে দেশে একটা সুস্থ, উদারপন্থী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেখতে চাই।'

মির্জা ফখরুলের এই বক্তব্যে শঙ্কা ও আশা দুটোই আছে। শঙ্কা হলো 'মাইনাস টু'। আর আশা হলো উদারপন্থী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। একই সঙ্গে তিনি মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদ দেখতে চাই না বলেও ঘোষণা দিয়েছেন। বিএনপির নেতারা জানেন, মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ তাদের আগের শাসনামলকে কী অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল। মহাসচিবের এই অভয়বাণী যেমন দেশবাসীর জন্য, তেমনি বিদেশি বন্ধুদের জন্যও।

মির্জা ফখরুল শুধু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা বলেননি। বলেছেন উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। বিএনপির একদা মিত্র ইসলামী দলগুলো এ রকম উদার গণতন্ত্র পছন্দ করবে না।

বিএনপি ক্ষমতায় থাকতে যখন আওয়ামী লীগ নেতারা মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বুলন্দ আওয়াজ তুলতেন, তখন বিএনপির নেতারা একে রাজনৈতিক অপপ্রচার বলে অভিহিত করতেন। এখন তাঁরা মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কথা বলছেন।

এর মাধ্যমে হয়তো তারা এই বার্তাই দিতে চান যে এখনকার বিএনপি আর আগের বিএনপি এক নয়। সাম্প্রতিককালে জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের কণ্ঠেও ভিন্ন সুর শোনা যাচ্ছে। ইসলামী দলগুলোর সঙ্গে জোট করার চেষ্টা করছে তারা।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে মাইনাস টু একটি অতি জটিল প্রশ্ন। এক-এগারোর পর যাঁরা ক্ষমতায় এসেছিলেন, তাঁরা সত্যিকার অর্থেই মাইনাস টু চেয়েছিলেন। এমনকি তাঁদের এই চাওয়ায় দুই দলের অনেককে কাছে টেনেছিলেন। পরে যখন তাঁরা অবস্থা বেগতিক দেখলেন, তখন নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা দেওয়াই শ্রেয় মনে করলেন। ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির বইয়েও সাবেক সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের বর্ণনা আছে। সেই সরকার কোনো আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেনি। কিন্তু এবারে অন্তর্বর্তী সরকার এসেছে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের ফসল হিসেবে। রাষ্ট্র সংস্কারের অঙ্গীকার নিয়ে তারা এসেছে। তারা শুরু থেকে বলেছে, তাদের রাজনৈতিক অভিলাষ নেই। তারপরও বিএনপির নেতাদের মুখে মাইনাস টুর শঙ্কা দেশবাসীকে না ভাবিয়ে পারে না।

সোহরাব হাসান : কবি ও প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক

নিউহ্যামে বাংলাদেশী খুন

যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করতো, এখান থেকে তাকে সরিয়ে দিতো তাহলে হয়তো আজকে এই হত্যার ঘটনা ঘটতো না।

তিনি আরো বলেন, জরুরী সার্ভিস ৯৯৯ নাম্বারে কল করার পর পুলিশ সাথে সাথে আসেনি। পুলিশ যদি দ্রুত আসতো তাহলে হয়তো এমন ঘটনা ঘটতো না। তিনি আরো বলেন, পুলিশের তদন্তকারি কর্মকর্তার সাথে আমরা কথা বলেছি। পুলিশ বলেছে, এই ধরনের ঘটনায় তারা প্রথমে তথ্যাদী সংগ্রহ করে এবং পরে আসে। কারণ এটা কোনো অনগোয়িং সিচুয়েশন ছিলোনা। এ কারণে সম্ভবত পুলিশ নন সিরিয়াস ঘটনা হিসেবে বিবেচনায় নিয়েছে। তবে পুলিশ জানিয়েছে, জরুরী সার্ভিসের কল রেকর্ড চেক করে গুরুত্বসহ ঘটনাটি তদন্ত করছে। তিনি আরো জানিয়েছেন, নিহত রইস উদ্দিনের লাশ এখন পোস্ট মর্টেমের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। আইনী প্রক্রিয়া শেষ হলে লাশ লন্ডনেই দাফন করা হবে বলে পরিবার জানিয়েছে।

এদিকে নিউহ্যাম কাউন্সিলের সিভিক মেয়র রহিমা রহমান বলেন, তাঁরা এ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জেনেছেন। টিমসহ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এ ঘটনায় বাংলাদেশি কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কাষ্টমসহাউস এলাকার বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তারা দোষী ব্যক্তির বিচার দাবি জানিয়েছেন। বিচার নিশ্চিত করতে প্রতিবেশীদের পুলিশকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

রইস উদ্দিনের বাড়ি ফরিদপুর জেলায়। তিনি ২০০৯ সালে পর্তুগাল থেকে অভিবাসী হয়ে লন্ডনে আসেন। দুই ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে ১৫ বছর ধরে লন্ডনে বসবাস করছেন।

ইসলামপন্থীদের উস্কে

নিয়ে মাঠে নামা দরকার। এ ক্ষেত্রে গোয়েন্দারা তাদের সমর্থন দেবে। গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশের গোয়েন্দা বাহিনীগুলোতে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বেশিরভাগ এখনো স্বপদে, কিংবা গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে দায়িত্ব পালন করছেন। তারা অতীতে আওয়ামী লীগ সরকারের জন্য নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে দায়িত্ব পালন করায় বর্তমানেও তাদের মধ্যে সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। এসব গোয়েন্দা কর্মকর্তারাই মূলত দেশের ইসলামপন্থীদের নানাভাবে উস্কে দিচ্ছে।

এর মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সরকারকে বেকায়দায় ফেলা। অন্যদিকে দেশে আওয়ামী লীগের রাজনীতি ফের সক্রিয় করা। যে কারণে নানা দাবি নিয়ে যারাই এখন মাঠে আন্দোলনে নামছেন, তাদেরই তারা প্রচ্ছন্ন সহায়তা দিচ্ছে গোয়েন্দাদের ওই অংশ।

একটি গোয়েন্দা সূত্র জানায়, আওয়ামী লীগ আমলে বিএনপি-জামায়াত ঘরানার তেমন কোনো লোক নিয়োগ হয়নি। যারা পূর্বের নিয়োগপ্রাপ্ত তাদেরও বিভিন্ন অগুরুত্বপূর্ণ স্থানে পদায়ন করে এক প্রকার অকার্যকর করে রাখা হয়। সে সময় ছাত্রলীগ থেকে নিয়োগপ্রাপ্তরা মূলত দাপিয়ে বেড়াতেন।

এমনকি ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে প্রতিবেশী একটি দেশের গোয়েন্দাদের ব্যাপক সক্রিয় উপস্থিতি ছিল। তাই ৫ আগস্টের পর রাতারাতি আওয়ামী লীগের প্রভাব শেষ হয়ে যায়নি এটি একেবারেই নিশ্চিত।

আরেকটি সূত্র বলছে, দেশীয় গোয়েন্দাদের মধ্যে বড় একটি অংশ এখনো আওয়ামী লীগের পুনর্বাসনের জন্য কাজ করছে। ৫ আগস্টের পর দেশে 'ইসলামি চরমপন্থা' মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, এমন একটি বার্তা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে দিতে চাইছে। ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে আওয়ামী লীগ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে এ কৌশল কাজে আসবে বলে তাদের বিশ্বাস।

সূত্রটি জানায়, ড. মুহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার পরপরই প্রথমে দেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের একটি কৌশল প্রয়োগ করা হয়। তবে শেষ পর্যন্ত তা কাজে আসেনি। পরে তারা মাজার ভাঙার মতো একটি বিষয়কে সামনে আনে। অভিযোগ রয়েছে, দেশের কয়েকটি গোয়েন্দা বিভাগের ইন্ধনে মাজারপন্থীদের একটি অংশ নিজেরাই তৌহিদী জনতার ব্যানারে এ ধরনের অপরাধ সংঘটিত করে।

এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাওয়ালি উৎসবের আয়োজনের পেছনেও এই গোয়েন্দা প্রধানদের হাত রয়েছে। তারা এর মাধ্যমে একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র কীভাবে শেখ হাসিনার পতনের পর রাতারাতি ইসলামি উগ্রবাদীদের দখলে চলে গেল, সেটি প্রমাণ করতে চাইছে। যাতে ভারত ও তাদের মিত্র আমেরিকা ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের ভূ-রাজনীতিতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারানোর বিষয়টি বুঝতে পেরে এখনই পদক্ষেপ নেয়। এর মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে দেশের রাজনীতিতে ফের পুনর্বাসন করা সহজ হবে বলে ওই সব গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের ধারণা।

সম্প্রতি রাজধানীর কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন আইএস'র কালো পতাকা নিয়ে মিছিল-শোভাযাত্রার বিষয়টি বেশ সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। আমেরিকা কর্তৃক ঘোষিত ওই সন্ত্রাসী সংগঠনটির উপস্থিতিকে ঢাকার রাজপথে এভাবে প্রকাশ্যে শোডাউনের বিষয়টিকে অনেকে বলছেন গোয়েন্দা ষড়যন্ত্র হিসেবে। তারা বলছেন, গোয়েন্দাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে রাজধানীতে এভাবে একাধিক জায়গায় শোডাউন দেওয়া সম্ভব নয়।

এ ছাড়া হেফাজতের একটি সমাবেশেও কালেমা খোচিত কালো ওই পতাকার উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে সম্প্রতি। বিষয়টি নিয়ে বিব্রত হেফাজত নেতারাও। তাদের মিছিলে ওই পতাকা কারা বহন করল, মিছিলের শুরুতে দেখা না গেলেও মাঝখানে কোথা থেকে গুটিকয় লোক ওই পতাকা নিয়ে ঢুকল, সে বিষয়টি তারা জানেন না বলে দ্য মিরর এশিয়াকে হেফাজতের একাধিক নেতা বলেছেন।

সম্প্রতি ভারতে ইসলাম অবমাননার প্রতিবাদে রাজধানীর বায়তুল মোকাররম থেকে হেফাজতের ওই মিছিলটি বের হয়ে বিজয় নগরে এসে সমাবেশ করে।

দুই বছরে মেয়রের ৫৭টি অর্জন
ইউকে'র মধ্যে অনন্য ও ব্যতিক্রমধর্মী কিছু এজেন্ডা বাস্তবায়ন

দেশ ডেস্ক, ১১ অক্টোবর ২০২৪: টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান ও তাঁর টিম দায়িত্ব লাভের পর দুই বছরে নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কতটুকু সাফল্য অর্জন করেছেন তার একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন । একই সময় তুলে ধরেছেন নানা চ্যালেঞ্জের কথা । বলেছেন, "কস্ট অব লিভিং ক্রাইসিস অর্থাৎ জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির সংকটের এই কঠিন সময়ে বিভিন্ন ধরনের জনগুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাসিন্দাদের পাশে থাকাটা হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য।"

তিনি বলেন, "২০২২ সালের মে মাসে আপনারা আমাকে তৃতীয় বারের মতো নির্বাহী মেয়র হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন। দেশের যেকোনো কাউন্সিল পর্যায়ে আমরাই সবচেয়ে অনন্য ও ব্যতিক্রমধর্মী কিছু এজেন্ডা বা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। দুই বছর পর আমি আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারি, ইতিমধ্যে আমরা অনেকগুলি অসাধারণ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছি, যা গোটা ইউকে'র মধ্যে ব্যতিক্রম।"

নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান জানান, ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি প্রায় ১২০টির মতো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এর মধ্যে গত দুই বছরে প্রায় ৩১ শতাংশ চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আরো ৪২ পার্সেন্ট প্রতিশ্রুতি পাইপলাইনে অর্থাৎ বাস্তবায়নের পথে রয়েছে। সব মিলিয়ে দুই বছরে ৭৩ শতাংশ অগ্রসরতা সহ প্রকাশিত

রিপোর্টে প্রায় ৫৭ টি সাফল্য বা কর্মসূচি তুলে ধরা হয়েছে । এর মধ্যে ১২টি কর্মসূচিই শুধু ব্যতিক্রমীই নয়, এগুলোর মধ্যে কিছু রয়েছে গোটা যুক্তরাজ্যের মধ্যে প্রথম।

ব্যতিক্রমধর্মী উদ্ভাবনী উদ্যোগ গুলোর মধ্যে এডুকেশন অর্থাৎ শিক্ষা খাতে যে তিনটি অনন্য, তা হলো, ইউকেতে প্রথম ও একমাত্র কাউন্সিল হিসেবে প্রাইমারি স্কুলের পাশাপাশি সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ফ্রি স্কুল মিল সরবরাহ, ইউনিভার্সিটি বার্সারি এবং 'এ' লেভেল শিক্ষার্থীদের জন্য এডুকেশন মেইনটেনেন্স এলাউন্স (ইএমএ) । এছাড়া ১৬ উর্ধ বয়সী মহিলাদের জন্য এবং ৫৫ উর্ধ বয়সী পুরুষদের জন্য ফ্রি সুইমিং বা বিনামূল্যে সাঁতার, লেজার সার্ভিস কাউন্সিলের কর্তৃত্বে নিয়ে আসা, বারার মার্কেটগুলোর ব্যবসায় সহায়তার জন্য ১ ঘন্টা ফ্রি পার্কিং সুবিধা ও ৪ টি প্যারেন্টস পার্কিং জোন পুনরায় চালু, ইয়ুথ সার্ভিসে ১৩.৭ মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ, ব্রিটিশ-বাঙালি মহিলাদের জন্য নিবেদিত উইমেন্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা, প্রথম বছরে কাউন্সিল ট্যাক্স ফ্রিজ, দ্বিতীয় অর্থবছরে বার্ষিক ৪৯ হাজার পাউন্ডের কম আয়ের পরিবারের জন্য কাউন্সিল ট্যাক্স কস্ট অব লিভিং রিলিফ ফান্ড চালু, ২২ হাজার প্রোপার্টি সহ হাউজিং ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস সরাসরি কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণে আনা এবং 'কার ফ্রি জোন'-এ ২/৩ বেড রুমের পরিবারের জন্য একটি কার পার্কিং সুবিধা চালু ইত্যাদি।

মেয়র জানান, গ্রেটার লন্ডনে পাঁচ জন নির্বাচিত মেয়র রয়েছেন। নির্বাচিত মেয়রের সুবিধা হল মেয়রের এজেন্ডা শুধুমাত্র তার টিম বা কেবিনেটের একক দায়িত্ব নয়, পুরো কাউন্সিলেরই চার বছরের কর্মসূচির অংশ।

আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে নির্বাহী মেয়র ছাড়াও কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র ও ক্যাবিনেট মেম্বার ফর এডুকেশন কাউন্সিলর মাইয়ুম মিয়া, হাউজিং অ্যান্ড রিজেনারেশন বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার কবির আহমদ, কমিউনিটি সেফটি কেবিনেট মেম্বার তালহা চৌধুরী সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

নানা বাধাবিপত্তি ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কথা উল্লেখ করে নির্বাহী মেয়র বলেন, "আমি যতদিন আপনাদের মেয়র আছি, মনে রাখবেন দিন-রাত আমার একটিই কাজ, একটি ভাবনা, তা হলো টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের জীবন মানের উন্নতি। পরিচ্ছন্ন ও অগ্রসর বারা প্রতিষ্ঠায় আমি যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মেয়র লুৎফুর রহমান ও তাঁর টিমের দুই বছরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যঃ

১. বারার নিম্ন ও স্বল্প আয়ের পরিবার গুলোকে সহায়তা দিতে ১০ মিলিয়ন পাউন্ডের 'কস্ট অব লিভিং' প্রজেক্টস' এর আওতায় বিভিন্ন ধরনের গ্র্যান্টস্ (অনুদান সমূহ) প্রদান।

২. কাউন্সিল ট্যাক্স রিডাকশন স্কিমের আওতায় ২০,৪০০ ওয়ার্কিং পরিবারকে ও ৭৪০০ পেনশনারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান। সহায়তার পরিমাণ এ পর্যন্ত মোট ৩২ মিলিয়ন পাউন্ডের বেশি।

৩. প্রথম বছরে কাউন্সিল ট্যাক্স ফ্রিজ (এডালড সোস্যাল কেয়ার-এর কন্ট্রিবিউশন ছাড়া) দ্বিতীয় বছর বার্ষিক ৪৯ হাজার পাউন্ডেরএর কম আয়ের পরিবারের জন্য কাউন্সিল ট্যাক্স কস্ট অব লিভিং রিলিফ ফান্ড চালু।

৪. প্রাইমারি স্কুলের (বাজেট ২ মিলিয়ন পাউন্ড) পাশাপাশি সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ফ্রি স্কুল মিল (বাজেট ৩.৭ মিলিয়ন পাউন্ড), যা গোটা দেশের মধ্যে প্রথম

৫. প্রথম বছর ৪০০ শিক্ষার্থীর জন্য ১৫০০ পাউন্ড ইউনিভার্সিটি বার্সারি দেয়া হয়, যা দ্বিতীয় বছরে বার্সারি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮০০তে উন্নীত হয়েছে (বাজেট ১.২ মিলিয়ন পাউন্ড)

৬. 'এ' লেভেলের শিক্ষার্থীদের এডুকেশন মেইনটেনেন্স এলাউন্স প্রদান, প্রথম বছর ৪০০ পাউন্ড এবং দ্বিতীয় বছরে এটি ৬০০ পাউন্ডে উন্নীত।

৭. ২২ হাজার প্রোপার্টিসহ হাউজিং ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস সরাসরি কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা ৮. ৪০০০ হাজার এফরডেবুল ঘর (সাশ্রয়ী ভাড়ার জন) নির্মাণের টার্গেট, এবং ৩-৪ বেডরুম বিশিষ্ট ঘর নির্মানে অগ্রাধিকার

৯. ১৬ বছর বা তদূর্ধ্ব নারী ও মেয়েদের জন্য এবং ৫৫ উর্ধ্ব পুরুষদের বিনামূল্যে সাঁতার কার্যক্রমের জন্য ২৪৮ হাজার পাউন্ড বরাদ্দ

১০. লেজার সার্ভিস কাউন্সিলের কর্তৃত্বে নিয়ে আসা (বাজেট ৪০ মিলিয়ন)

১১. বারার মার্কেটগুলোর ব্যবসায় সহায়তার জন্য ১ ঘন্টা ফ্রি পার্কিং সুবিধা ও ৪ টি প্যারেন্টস পার্কিং জোন পুনরায় চালু।

১২. ইয়ুথ সার্ভিস নতুন করে গড়ে তুলতে ১৩.৭ মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ, ২০ টি ওয়ার্ডের প্রতিটিতে হবে ইয়ুথ সেন্টার বা ইয়ুথ প্রজেক্ট।

১৩. দুর্বল প্রবীণদের জন্য ফ্রি হোম কেয়ার সার্ভিস দিতে ২.৫ মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ

১৪. ব্রিটিশ-বাঙালি মহিলাদের জন্য নিবেদিত উইমেন্স সেন্টার, এর মাধ্যমে স্থানীয় মহিলাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের পরামর্শ এবং সুবিধা প্রদান (বাজেট ১.৪ মিলিয়ন পাউন্ড)

১৫. ৩৫০ টি সিসিটিভি স্থাপনের জন্য অতিরিক্ত বিনিয়োগ (বাজেট ৪ মিলিয়ন পাউন্ড)

১৬. ৪১ জন নতুন এনফোর্সমেন্ট অফিসার (থিইও) নিয়োগের উদ্যোগ (বাজেট ২.৯ মিলিয়ন পাউন্ড) ১৭. ৪ টি এমনেস্টি বিনে ৭৬৭ টি নাইফসহ ৯১৭টি অস্ত্র জমা

১৮. কাউন্সিলের বর্জ্য অপসারণ সার্ভিসে ৫ মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ, অতিরিক্ত ৭২ জন ফ্রন্টলাইন কর্মী নিয়োগ।

১৯.বারার প্রাণকেন্দ্র হোয়াইটচ্যাপেলে নতুন টাউন হল এর যাত্রা।

২০. সপ্তাহে দুই দিন মেয়র্স সার্জারি পরিচালনা, যেখানে মাসে প্রায় ৩ শ' থেকে ৫শ' বাসিন্দার সাথে মেয়রের সরাসরি সাক্ষাৎ ও সমস্যা তুলে ধরার সুযোগ।

বিয়ানীবাজারের সাবেক

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তিনি মৃত্যুকালে স্ত্রী তিন ছেলে এক মেয়ে আত্মীয়স্বজনসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

তফজ্জুল হোসেন মুক্তিযুদ্ধে শাদাতবরণকারী উপজেলার পৌর শহরের নয়াগ্রাম (ফতেপুর) নিবাসী মোঃ তাহির আলীর তৃতীয় সন্তান ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন স্থানীয় স্বাধীনতা বিরোধীদের প্ররোচনায় বাবার সাথে তার মেঝ ভাই মোঃ আবুল হোসেন নিজাম দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে গণহত্যার শিকার হন। ১৯৭৮ সালে তার বড় ভাই বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মো. আলতাফ হোসেন আততায়ী দুর্বৃত্তদের হাতে নিহত হন।

তফজ্জুল হোসেন ১৯৯৮ সনে প্রথমে বিয়ানীবাজার সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে ২০০১ সনে এই ইউনিয়নটি পৌরসভা ঘোষিত হলে আইনী জটিলতার কারণে উচ্চ আদালতের নির্দেশে দীর্ঘদিন তিনি পৌর প্রসাশক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বেলা দুইটায় পিএইচজি হাইস্কুল মাঠে জানাজা শেষে তাকে দাফন করা হয়।

এদিকে পূর্ব লন্ডনে বসবাসরত লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সদস্য সাংবাদিক-লেখক মোঃ বাবুল হোসেন তাঁর বড় ভাইয়ের রুহের মাগফেরাতের জন্য সকলের কাছে দোয়া কামনা করেছেন। সাংবাদিক বাবুল হোসেনের ভাতৃবিয়োগে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি ও সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ। এক শোকবার্তায় তিনি মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

নতুন হাইকমিশনার আবিদা ইসলাম

দেশ ডেস্ক, ১১ অক্টোবর ২০২৪: মেক্সিকোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আবিদা ইসলামকে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের পরবর্তী হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। গত ৬ অক্টোবর রোববার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। আবিদা ইসলাম বর্তমানে মেক্সিকোতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কর্মরত আছেন এবং এর আগে দক্ষিণ কোরিয়ায় রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেন।

কূটনীতিক হিসেবে দুই দশকেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে আবিদা ইসলামের। তিনি তার নতুন দায়িত্বে বাংলাদেশ-ব্রিটেন সম্পর্ক উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বলে আশা করছে প্রশাসন।

আবিদা ইসলাম ১৫তম বিসিএসে পররাষ্ট্র ক্যাডারে যোগ দেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে লন্ডন, কলম্বো, ব্রাসেলস ও কোলকাতার বাংলাদেশ মিশনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উইংয়ে দায়িত্ব পালন করেন।

৪১ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা

মানবেতরভাবে। গাজার এ চিত্রকে গণহত্যা আখ্যায়িত করে ইসরাইলের বিরুদ্ধে বিচার দাবি করা হয়েছে জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আদালত ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসে (আইসিজে)। বিশ্ব মোড়লরা ইসরাইলকে বিরত হতে, যুদ্ধবিরতিতে রাজি করাতে সচেষ্ট। জাতিসংঘ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তারা বলেছে, গত বছর ৭ই অক্টোবর ইসরাইল গাজায় যুদ্ধ শুরু করার পর থেকে কমপক্ষে ৪১,৮৭০ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে। এর বেশির ভাগই নারী ও শিশু। হাত-পা হারানো শিশুর দেহকে নিয়ে পিতা, অভিভাবকদের দৌড়াদৌড়ি বিশ্ববিবেককে কাঁদিয়েছে গত এক বছর। জাতিসংঘ বার বার যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে। কিন্তু সব আহ্বানকে বৃদ্ধাঙুগুলি প্রদর্শন করে অব্যাহতভাবে গাজায় নির্মমভাবে বোমা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। এই যুদ্ধে হামাসকে শুরু থেকেই সমর্থন দিয়ে আসছে লেবাননের যোদ্ধাগোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। তারা মাঝে মাঝেই ইসরাইলে রকেট হামলা চালিয়েছে। তার জবাব দিতে গিয়ে এখন লেবাননে পুরো মাত্রায় যুদ্ধ করছে ইসরাইল। তারা বেপরোয়াভাবে বোমা ফেলছে সেখানে। লোকজনকে বাড়িঘর ছেড়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে লোকালয়কে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে। হিজবুল্লাহও পালটা জবাব দিচ্ছে। তারা হত্যা করেছে ইসরাইলি বেশ কিছু সেনাসদস্যকে। ধ্বংস করেছে ট্যাংক। কিন্তু পশ্চিমা নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ায় এসব খবর আসছে কম। তা সত্ত্বেও কোনো কোনো মিডিয়া লেবাননকে আরেকটি গাজা যুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছে। লেবাননে হিজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসারুল্লাহকে হত্যার সময় সেখানে ইরানের একজন ডেপুটি কমান্ডার নিহত হয়েছেন। এর বদলা নিতে ইসরাইলে এ সপ্তাহে প্রায় ২০০ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করেছে ইরান। তারা বলেছে, ইসরাইল পালটা হামলা না চালালে এখানেই ইতি। কিন্তু ইসরাইল অঙ্গীকার করেছে, তারা ইরানের হামলার জবাব দেবে। ফলে মধ্যপ্রাচ্য একটি উত্তপ্ত কড়াইয়ের উপর বসে আছে। যেকোনো সময় সেখান থেকে উত্তেজনার আগুন পোড়াতে পারে পুরো মধ্যপ্রাচ্যকে। এমন অবস্থায় গাজা যুদ্ধের এক বছরের প্রাক্কালে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোন ইসরাইলের কাছে অস্ত্র বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। লেবাননে ইসরাইলের সেনা পাঠানোর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন। বলেছেন, আঞ্চলিক উত্তেজনাকে অবশ্যই এড়িয়ে যেতে হবে। শনিবার তিনি ফ্রান্স ইন্টার টেলিভিশনকে বলেন, আমি মনে করি এখন আমাদের অগ্রাধিকার হলো রাজনৈতিক সমাধানে ফেরা। গাজা যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করা। বর্তমানে ফ্রান্স কোনো অস্ত্র সরবরাহ দিচ্ছে না। উল্লেখ্য, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের একটি স্থায়ী সদস্য এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ফ্রান্স এমন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা গাজা যুদ্ধের একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছার জন্য আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সেপ্টেম্বরে বৃটেন ঘোষণা দেয় যে, পরিষ্কার ঝুঁকি থাকায় ইসরাইলের কাছে কিছু অস্ত্র রপ্তানি সাময়িক স্থগিত করছে তারা। কারণ, এসব অস্ত্র আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনকে মারাত্মকভাবে লঙ্ঘন করে এমন কাজে ব্যবহার করা হতে পারে। এরই মধ্যে বার বার যুদ্ধবিরতির আহ্বান সত্ত্বেও গাজায় ধ্বংসলীলা ও গণহত্যা বন্ধের দাবি জানিয়েছেন ইমানুয়েল ম্যাক্রোন। লেবাননে ইসরাইলের স্থল অভিযানে সেনা পাঠানোর সিদ্ধান্তে তিনি নেতানিয়াহুর কড়া সমালোচনা করেছেন। বলেছেন, অগ্রাধিকার হওয়া উচিত উত্তেজনা এড়ানো। তিনি বলেন, লেবাননের মানুষকে জীবন উৎসর্গ করা উচিত নয়। আরেকটি গাজা হতে পারে না লেবানন। তার এ মন্তব্যে নেতানিয়াহু ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছেন, বিরক্তিকর। তবে ইমানুয়েল ম্যাক্রোনের বিবৃতিকে গুরুত্বপূর্ণ এবং যুদ্ধ বন্ধের পদক্ষেপ বলে মত দিয়েছেন কাতারের মধ্যস্থতাকারী। তার মন্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছে জর্ডান। তারা বলেছে, ইসরাইলের কাছে অস্ত্র রপ্তানি পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা গুরুত্বপূর্ণ। তারা যা করেছে তার জন্য এটা বাস্তবিক পরিণতি।

কিন্তু গাজায়, লেবাননে ইসরাইলের নৃশংসতা বন্ধ হয়নি। তারা আরও জোরালো করেছে হামলা। যুদ্ধ শুরুর প্রথম বার্ষিকীর আগে তারা মধ্য গাজায় একটি মসজিদে বোমা হামলা করেছে। সেখানে কমপক্ষে ২১ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন কয়েক ডজন। ইসরাইলি সেনারা সেখানকার সাধারণ মানুষকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ফলে এ রিপোর্ট লেখার সময় জাবালিয়া ছেড়ে পালাচ্ছিলেন হাজারো ফিলিস্তিনি। অন্যদিকে বৈরুতের দক্ষিণে নতুন করে হামলা শুরু করেছে ইসরাইল। তাতে বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। রাজধানী বৈরুত থেকে দেখা গেছে আকাশে উঠে গেছে অগ্নিশিখা। এরই মধ্যে লেবাননের নিরাপত্তা বিষয়ক একটি সূত্র আল জাজিরাকে বলেছে, হিজবুল্লাহ'র নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান হাশেম সাফিদ্দিনের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলেছে তারা। নাসারুল্লাহ'র পর তাকেই হিজবুল্লাহ'র গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে মনে করা হয়। এসব হামলার প্রতিবাদে প্যারিস থেকে নিউ ইয়র্ক, কেপটাউন পর্যন্ত প্রতিবাদ বিক্ষোভ হয়েছে, এবং এখনো হচ্ছে।

প্রেস ক্লাবের ফুটবল টুর্নামেন্ট রোববার

অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যায় ক্লাব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এক প্রেস ব্রিফিং।

প্রেস ক্লাব সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়েরের এর সভাপতিত্বে ও ইভেন্টস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেক্রেটারি রুপি আমিনের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, প্রধান স্পনসর ওয়ার্ক পার্মিট ক্লাউডের পক্ষে শাহীন আলম সানি ও পাঁচ ভাই রেস্টুরেন্টের স্বত্বাধিকারি তোফাজ্জল আলম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি এমদাদুল হক চৌধুরী, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তারেক চৌধুরী, ট্রেজারার সালেহ আহমদ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মোঃ রেজাউল করিম মৃধা ও টিম স্পনসর শরীফুল ইসলাম।

এতে লিখিত বক্তব্যে রুপি আমিন জানান, আগামী ১৩ অক্টোবর রোববার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত স্টেপনি গ্রীন ফুটবল পিচে (স্টেপনি গ্রীন লন্ডন ই১ ৩এনজি) এবারের টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। এবারের টুর্নামেন্টে লন্ডনের মিডিয়া হাউসগুলো থেকে ৭টি এবং মিডল্যান্ডসের মিডিয়া হাউসগুলো থেকে ১টি সহ মোট ৮টি টিম অংশগ্রহণ করছে। টিম গুলো হচ্ছে- বিঅনটিভি ইউকে, বাংলা পোস্ট, চ্যানেল এস, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ওয়ান বাংলা ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড, এসপি ইউনাইটেড, ইউকে বাংলা ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড ও সাপ্তাহিক দেশ।

টিম এবং জার্সির কালার লটারির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি টিমের ম্যানেজার, ক্যাপ্টেন, টিমের কর্মকর্তা, সাংবাদিক, লন্ডন স্পোর্টিফের কর্মকর্তা এবং স্পন্সরদের উপস্থিতিতে ড্র'র মাধ্যমে টিমের গ্রুপ নির্ধারণ করা এবং কোন টিমের সাথে কোন টিম প্রথম পর্যায়ে খেলবে এবং কোন নিয়মে খেলা পরিচালিত হবে এসব তথ্য বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়। এ গ্রুপে খেলবে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব (জার্সি কালার হোয়াইট), এসপি ইউনাইটেড (পারপোল), বাংলা পোস্ট (অরেঞ্জ), ইউকে বাংলা ফ্রেন্ডস (গ্রে)।

বি গ্রুপে খেলবে- ওয়ান বাংলা (ব্লু), চ্যানেল এস (রেড), উইকলি দেশ (গ্রীন) ও বিঅন টিভি (ইয়েলো)। এবারের মিডিয়া কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে উপকমিটিতে রয়েছেন- সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তারেক চৌধুরী , ট্রেজারার সালেহ আহমেদ, অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেজারার ইব্রাহিম খলিল, ট্রেনিং সেক্রেটারি আকরামুল হোসাইন, আইটি সেক্রেটারি মোঃ আব্দুল হান্নান, নির্বাহী সদস্য শাহিদুর রহমান সুহেল, জাকির হোসেন কয়েস ও ফয়সল মাহমুদ।

প্রেস ব্রিফিংয়ে টিমের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিঅনটিভি ইউকের পক্ষে সেলিম উদ্দিন, বাংলা পোস্টের পক্ষে সালেহ আহমেদ, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষে খিজির হায়াত খান কাওসার, এস.পি ইউনাইটেড এর পক্ষে কাইয়ুম আব্দুল্লাহ, ইউকে বাংলা ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড এর পক্ষে রুহুল আমিন, উইকলী দেশ-এর পক্ষে বাতিরুল হক সর্দার ও চ্যানেল এস টিমের পক্ষে রেজাউল করিম মৃধা।

টুর্নামেন্টের মূল স্পনসর হচ্ছে, ওয়ার্ক পারমিট ক্লাউড (ডাব্লিউপিসি), শেফ অনলাইন ও পাঁচ ভাই রেস্টুরেন্ট। টিমগুলোর স্পনসর হিসেবে রয়েছে- ইউকে বাংলা মার্কেট প্রেস, রুপালি এক্সপ্রেস, এক্সেল টিউটর, কিংডম সালিসিটর্স, রিয়া মানি ট্রান্সফার, লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমী, ফিস্ট এন্ড মিষ্টি, ফিস্ট এক্সপ্রেস, বাংলা কাগজ ও ভিন্টেজ এক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট।

মিডিয়া কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে শুধুমাত্র লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সদস্যরাই খেলায় অংশ গ্রহন করতে পারবেন । টুর্নামেন্ট আয়োজনে সার্বিক ব্যবস্থাপনায় থাকবে লন্ডন স্পোর্টিফ ক্লাব । লন্ডন স্পোর্টিফের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ডিরেক্টর ফরহাদ উদ্দিন ও ডিরেক্টর আতিকুর রহমান । প্রেস ব্রিফিংয়ে তারা টুর্নামেন্টের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী তুলে ধরেন।

১. প্রতিটি টিম প্রথম পর্যায়ে ৩টি খেলা খেলবে । ২. পয়েন্ট এবং গোলের ব্যবধানে ৪টি টিম থেকে ২টিম সেমিফাইনালে যাবে। ৩. অপর গ্রুপ থেকে একইভাবে ৪টি টিম থেকে ২টি টিম সেমিফাইনালে যাবে। ৪. সেমিফাইনালে এ গ্রুপের ১, বি গ্রুপের ২ এবং বি গ্রুপের ১ এর সাথে এ গ্রুপের ২ খেলা হবে। ৫. দুই গ্রুপের বিজয়ী টিম ফাইনাল খেলবে। ৬. ফাইনালে যে দল বেশী গোল করবে সেই দল হবে চ্যাম্পিয়ন, পাবে ট্রফি এবং ৫০০ পাউন্ড ক্যাশ মানি এবং রানার্স আপ পাবে ট্রফি সহ ২৫০ পাউন্ড ক্যাশ মানি । ৭. প্রথম পর্বের খেলা হবে ১০ মিনিট করে । কোনো বিরতি থাকবেনা । ৮. সেমিফাইনাল খেলা হবে ২০ মিনিট (১০+১০) । ৫ মিনিট বিরতি থাকবে। ৯. ফাইনাল খেলা হবে ২০ মিনিট (১০+১০। ৫ মিনিট বিরতি থাকবে। ১০. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গোল না হলে ট্রাইবেরেকারের মাধ্যমে খেলা শেষ হবে। ১১. ৭এ সাইড খেলায় প্রতিটি টিম থেকে ৭ জন খেলতে পারবেন। ১২. ১৩. সেরা খেলোয়াড় এবং সর্বোচ্চ গোল দাতার জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা ট্রফি ও ১৪. চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স আপ টিমের সকল খেলোয়াড় এবং স্পন্সরদের জন্য রয়েছে মেডেল।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের মিডিয়া ফুটবল কাপ ২০২৪ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন ক্লাব সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের ও সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ।

'বিকাশে' বিমানের ফ্লাইট

টাকা দিয়ে ফ্লাইট কিনতেন।

সম্প্রতি সোনা চোরাচালানসহ বিভিন্ন অভিযোগে বিমানের ফ্লাইট অপারেশন বিভাগের ক্রু শিডিউলিং বিভাগ থেকে ২ জন কেবিন ক্রুকে প্রত্যাহার করা হয়। এরপর ওই দুই ক্রুসহ শিডিউলিং বিভাগের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিকাশ অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা করে অবৈধ ফ্লাইট শিডিউল ক্রয়ের এই ভয়াবহ তথ্য পাওয়া গেছে। ঘটনাটি নিয়ে পুরো বিমানে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

বিমানের সিকিউরিটি বিভাগের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বাংলাদেশের জাতীয় পত্রিকা দৈনিক যুগান্তরকে এর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, টাকা দিয়ে ফ্লাইট শিডিউল ক্রয়-বিক্রিসহ বিভিন্ন অভিযোগে শিডিউলিং বিভাগের বেশ কয়েকজন কেবিন ক্রু ও কর্মকর্তার সম্পৃক্ততা পেয়েছেন।

এরপর তাদের ব্যক্তিগত মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট বিকাশ ও নগদের স্টেটমেন্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, চিঠি দিয়ে মানি ট্রান্সফার মাধ্যম 'বিকাশ' ও 'নগদ'-এর কাছে অভিযুক্ত কেবিন ক্রুদের অ্যাকাউন্টের তথ্য নেওয়া হয়। ওই অ্যাকাউন্টগুলোতে ৫৮ জন কেবিন ক্রুর বিভিন্ন সময় টাকা পাঠানোর তথ্য পাওয়া গেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বিমানের মধ্যপ্রাচ্যসহ ইউরোপগামী দেশের ফ্লাইট পেতে টাকা গুনতে হচ্ছে বেশি। কারণ অসাধু কেবিন ক্রুরা এসব দেশে ভ্রমণ করতে পারলেই সোনা চোরাচালানসহ বিভিন্ন অবৈধ পণ্য আনতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। চোরাকারবারিরা এসব কেবিন ক্রুদের ক্যারিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন। বিনিময়ে ফ্লাইটপ্রতি মোটা অঙ্কের টাকা দেন তাদের।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর 'বিমানের ভিআইপি ফ্লাইটের ক্রুরা বহাল তবিয়তে' শীর্ষক একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ওই রিপোর্টে বিমানের ফ্লাইট কিনে নিয়ে কীভাবে অসাধু ক্রুরা সোনা চোরাচালান করত তার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়েছিল। রিপোর্টে বলা হয়েছিল, চোরাচালানিদের কাছে সবচেয়ে দামি রুট হচ্ছে দুবাই, জেদ্দা, রিয়াদ, দাম্মাম ও কুয়েত।

বিমানের শিডিউলিং, অপারেশন শাখার কিছু দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা এ ফ্লাইট বিক্রির সঙ্গে জড়িত। এরপর সংশ্লিষ্ট ফ্লাইটে চক্রটির আগাম কেনা ককপিট ও কেবিন ক্রুদের ডিউটি দেওয়া হতো। এদের মধ্যে কেবিন ক্রুরা মূলত চোরাই পণ্যের বাহক ক্যারিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হতেন। চোরাকারবারি গডফাদাররা নিজেদের কেনা ক্রু দিয়ে বিমানের ফ্লাইট ব্যবহার করে সোনা, ওষুধ এবং বিদেশি মুদ্রা চালান আনত ও পাচার করত।

যুগান্তরে প্রকাশিত রিপোর্টে বিমানের কেবিন ক্রু শিডিউলিংয়ে এ অর্গানোগ্রামবহির্ভূত দুজন জুনিয়র পার্সারের নিয়োগ দেওয়ার কথা উল্লেখ ছিল। তারা হলেন জুনিয়র পার্সার তাইফ ও জুনিয়র পার্সার ফারুক। রিপোর্ট প্রকাশের পরই ওই দুজনকে শিডিউলিং বিভাগ থেকে অপসারণ করা হয়।

সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, এদের অপসারণের পরই বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে শিডিউলিং বিভাগের নানা অপকর্ম।

জানা গেছে, ফ্লাইট শিডিউল নিয়ন্ত্রণ নিতে তাইফ ও ফারুক তার ঘনিষ্ঠভাজন জুনিয়র পার্সার হাশমি, জুনিয়র পার্সার সরফরাজ এবং জুনিয়র পার্সার আনন্দের নেতৃত্বে একটি সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছিলেন। এরাই নিজেদের পাশাপাশি বিভিন্ন বিকাশ অ্যাকাউন্টে ফ্লাইট কেনাবেচার অবৈধ লেনদেন করতেন। তাদের বিকাশ অ্যাকাউন্টে টাকা দিয়ে ফ্লাইট নিয়েছেন এ রকম ১০০ জন কেবিন ক্রুর তালিকাও তৈরি করা হয়েছে। শিডিউলার মিরাজকে ইতোমধ্যে বরখাস্ত করেছে বিমান কর্তৃপক্ষ। তবে সিন্ডিকেটের পঞ্চপাণ্ডব-তাইফ, ফারুক, হাশমী, সরফরাজ এবং আনন্দ এখনো বহাল তবিয়তে। সিকিউরিটি বিভাগের প্রাথমিক তদন্তে অপরাধ প্রমাণ হওয়ায় ৫৮ জনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। নোটিশের একটি কপি এই প্রতিবেদকের কাছে রয়েছে।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SR SAMUEL ROSS SOLICITORS
Legal Aid (Family, Housing & Crime)
Our contact: 07576 299951
Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

গাজা যুদ্ধের এক বছর
৪১ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা

দেশ ডেস্ক, ১১ অক্টোবর ২০২৪: চারদিকে রক্ত। লাশ আর লাশ। ছিন্নভিন্ন মানব-অঙ্গ। বাতাসে বারুদের গন্ধ। মাটি খুঁড়লেই বেরিয়ে আসছে লাশ। সন্তানের লাশ নিয়ে মায়ের আহাজারি। কে তাকে সান্ত্বনা দেবেন! সবার একই অবস্থা। কেউ হারিয়েছেন ভাই। কেউ স্বামী। কেউ বোন। কেউ মা-বাবা। আবার কোথাও পুরো পরিবার শেষ। যেসব মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, তা দাফন করার মতো স্থান নেই। চারদিকে কংক্রিটের বিধ্বস্ত ভবন। হাসপাতাল, স্কুল, আশ্রয়কেন্দ্র- কোনো স্থানই নিরাপদ নয়। যারা বেঁচে আছেন, তারা শুধু প্রাণ হাতে নিয়ে এক স্থান থেকে ছুটছেন অন্য স্থানে। ইসরাইল গণহত্যা উল্লাসে এমনইভাবে মেতেছে। গাজাকে 'নির্জন দ্বীপে' পরিণত করার মিশন নিয়ে তারা সেখানকার মাটিকে তাঁতিয়ে দিয়েছে। মানুষ বেঁচে আছে ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

প্রেস ক্লাবের ফুটবল টুর্নামেন্ট রোববার
সাংবাদিকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা

দেশ ডেস্ক, ১১ অক্টোবর ২০২৪: প্রতি বছরের মতো এবারও লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের আনন্দঘন মিডিয়া কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৩ অক্টোবর রোববার। টুর্নামেন্টকে ঘিরে দেশজুড়ে ক্লাব সদস্য সাংবাদিকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। এ উপলক্ষে গত ৪ ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

নতুন হাইকমিশনার আবিদা ইসলাম

-- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud | Published By: Reflect Media Ltd, 31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP | Telephone: 0203 540 0942 • Advert: 07940 782 876 | Email: info@weeklydesh.co.uk • advert@weeklydesh.co.uk